অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত একমাত্র বাংলা পত্রিকা

সুপ্রভাত সিডনি™

The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

Suprovat Sydney

The only Bengali Community Newspaper in Australia

Suprovat Sydney, March-2021, Volume-3, No-13 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com

আল জাযিরার অনুসন্ধানী তথ্যচিত্রে নগ্ন বাংলাদেশ

অস্ট্রেলিয়াতেও বাংলাদেশী অপরাধীদের কালো ছায়া

সুপ্রভাত সিডনি বিশেষ প্রতিবেদন

গত ৫ ফেব্রুয়ারী ২০২১ তারিখে বিশ্বখ্যাত সংবাদমাধ্যম আল জাযিরা টিভি নেটওয়ার্ক সারা পৃথিবীজুড়ে তাদের চ্যানেলে একটি বিশেষ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রচার করে। প্রায় এক ঘন্টা ব্যাপ্তির এই ডকুমেন্টারি প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিলো 'অল দ্য প্রাইম মিনিস্টার'স ম্যান', বাংলায় যার অর্থ হয় 'ওরা প্রধানমন্ত্রীর লোক'। বাংলাদেশে খুনের অপরাধে দন্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামী দুই ভাই হারিস আহমেদ এবং আনিস আহমেদকে আল জাযিরার সাংবাদিকরা গত দুই বছর যাবত বিশ্বের নানা দেশে অনুসরণ করে এই তথ্যচিত্রটি নির্মাণ করেছে।
এই দুই কুখ্যাত পলাতক আসামী ভাইয়ের তৃতীয় ভাই হলো বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির ক্ষমায় মুক্তি পাওয়া আরেক শীর্ষসন্ত্রাসী জোসেফ আহমেদ। এরা তিনজনই হলো বর্তমানে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদের আপন সহোদর ভাই। আল জাযিরা তাদের তথ্যচিত্রে দেখিয়েছে ইন্টারপোলের আসামী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আন্তর্জাতিক অপরাধী হারিস আহমেদকে কিভাবে তার ভাই আজিজ নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করে 'মোহাম্মদ হাসান' নামে ভুয়া পাসপোর্ট বানিয়ে ভুয়া পরিচয়ের মাধ্যমে মধ্য ইউরোপের দেশ হাঙ্গেরীতে পাঠিয়ে দিয়েছে। ৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের খেতাব বাতিলের প্রতিবাদে অস্ট্রেলিয়া বিএনপির মানববন্ধন ও দোয়া

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

অস্ট্রেলিয়া বিএনপির উদ্যোগে গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ সিডনির ল্যাকেম্বার রেলওয়ে পেরেডে প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহান স্বাধীনতার ঘোষক, জেড ফোর্সের অধিনায়ক, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে বর্তমান স্বৈরশাসকের অপ-রাজনীতি, বিএনপির চেয়ারপার্সন, বার বার নির্বাচিত সাবেক প্রধানমন্ত্রী, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াসহ বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমানের নামে মিথ্যা মামলায় সাজা এবং সকল রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে এ প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।
১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সৌখিন মাছ শিকার করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় সিডনিতে দুইজন বাংলাদেশীর মর্মান্তিক মৃত্যু

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ১২ ফেব্রুয়ারী ২০২১ শুক্রবার সন্ধ্যায় সিডনির দক্ষিণাঞ্চল উলংগং এর পোর্ট কেম্বলা এলাকার হিল সিক্সটি নামে পরিচিত জনপ্রিয় এক মাছ ধরার জায়গায় বড়শি দিয়ে মাছ ধরার সময় দুর্ঘটনায় সাগরের স্রোতে ভেসে গিয়ে দুইজন অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী বাংলাদেশী মৃত্যুবরণ করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।
১৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

স্বাধীনতার সুবর্ন জয়ন্তী উদযাপনের লক্ষে অস্ট্রেলিয়ায় সোহেল মাহমুদ ইকবাল সমন্বয়ক নির্বাচিত

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বছরব্যাপী স্বাধীনতা সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সহ-সম্পাদক ড. শাকিরুল ইসলাম খান শাকিলকে ১৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

Omrah Hajj
Authorized Omrah Agent
LTC Lakemba Travel Centre
Lakemba Travel Centre
Please Contact Now
8/61-67Haldon Street, Lakemba NSW 2195
Sydney, Australia
বাংলাদেশের টিকিটে এখন আমরাই অপেক্ষাকৃত সস্তা
ইকবাল- ০৪৫০ ২৩৪ ৭৮৬
02 9750 5000 P
02 9750 5500 F
info@lakembatravel.com.au E
www.lakembatravel.com.au W

মানুষের গুম হওয়ার ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিচ্ছে না সরকার, অভিযোগ জাতিসংঘের

আলম হোসেন, বেলজিয়াম

জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের ওয়ার্কিং গ্রুপের সভা গত সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত জেনেভায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। মানবাধিকার পরিষদের জুনের অধিবেশনে গুম বিষয়ক বৈঠক নিয়ে মানবাধিকার প্রতিবেদন জমা দেয়ার জন্য ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠকে আলোচনা হয়।
গুমবিষয়ক জাতিসংঘের ওয়ার্কিং গ্রুপের চেয়ার র‍্যাপোর্টিয়ার দক্ষিণ কোরিয়ার ২২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

Solar World
Residential & Commercial
Government Rebate Still Available
১০ম বর্ষে পদার্পন উপলক্ষে সকল গ্রাহক শুভানুধ্যায়ীদের বিশেষ শুভেচ্ছা
Special discount (18+4 panel free) 6.6 kw - $2499*
Quality Assured
We Provide CEC accredited Product
1300 131 989
HOT LINE : 0430 534 809
Suprovat Sydney Copy Right Protected
T & C apply*

সুপ্রভাত সিডনি®
সত্যের সাথে সব সময়
Trade Marked & Registered by Australian Government
ACN- 600 352 716 ABN-93600352716
Registration: BN 98533502
TM:1391330
Bangladesh Community Leading Newspaper In Australia

Suprovat Sydney Family

Editor in Chief
Md Abdullah Yousuf (Shamim)

Editor
Dr Faroque Amin

Special Divisional Editor
Ahmed Raju

Distributor
Arif Rahman

Reporters
M.A Bashar, Habib Hasan
Mohammad Golam Mostafa
Shahab Uddin

Address
P.O Box- 398, Lakemba, NSW 2195,
Australia.

MBL: 0423 031 546

E-mail
suprovat.ceo@gmail.com

Bank Details
Suprovat Sydney, BSB: 032 065 A/C 247 887

Like Us On Facebook
www.facebook.com/suprovatpage
Tweet : @SuprovatSydney

বিগত মাসটি ছিলো ফেব্রুয়ারী মাস, বাংলাদেশীদের কাছে ভাষা আন্দোলনের মাস হিসেবে পরিচিত। উনিশশত বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারী তারিখে রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার দাবীতে চলমান বিক্ষোভের উপর পুলিশ গুলি চালালে বেশ কয়েকজন মানুষ নিহত হন। তারপর থেকেই বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করা শহীদদের স্মরণে এই দিনটিকে শহীদ দিবস হিসেবে পালন করে এসেছে বাংলাদেশীরা। ২০১০ সালে কিছু বাংলাদেশী মানুষের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার ফলে এ দিনটিকে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। তারপর থেকে ধীরে ধীরে বাংলাদেশী উগ্র ফ্যাসিবাদী অংশ ইতিহাস বিকৃতির ষড়যন্ত্রে এমন এক বর্ণনা দাঁড় করিয়েছে যেন তৎকালীন সরকার বাংলাকে মাতৃভাষা বা মুখের ভাষা হিসেবেই স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেছিলো। এইখানে মাতৃভাষা ও রাষ্ট্রভাষা এ দুইটি পরিভাষার মিশ্রণ ঘটিয়ে এবং 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়' মার্কা আবেগী ও ফাঁপা স্লোগান দিয়ে উগ্রপন্থী বাঙালিত্ববাদ ফলানো এই গোষ্ঠীটি আসলে ইতিহাস বিকৃতির আড়ালে নিজেদের উগ্র সাম্প্রদায়িক গোলামী বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়েই কাজ করে যাচ্ছে। এই বছর সিডনিতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের নামে দ্বিতীয় আরেকটি ভাস্কর্যকে ঘিরে উদ্ভট কাজকর্মে এ বিষয়টি সচেতন কমিউনিটি সদস্যদের সামনে আরেকবার পরিস্কার হয়ে গিয়েছে।

সিডনিতে বহু বছর আগেই স্থাপিত হয়েছে একটি শহীদ মিনার। এশফিল্ড এলাকায় অবস্থিত এই শহীদ মিনারকে ঘিরে ফেব্রুয়ারীর শহীদ দিবসের নানা কর্মসূচী পালন করে আসছে বাংলাদেশী কমিউনিটি। সম্প্রতি আরেকটি শহীদ মিনার তৈরির কথা বলে বিপুল পরিমাণ অর্থ কালেকশন করে কিছু বাংলাদেশী লোকজন। এই বছর সেই তথাকথিত মিনার উদ্বোধনের পর প্রবাসীরা প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন শহীদ মিনারের নামে এটি আসলে কি? বাংলাদেশের শহীদ মিনারের চিরপরিচিত আঙ্গিকের চেয়ে সম্পূর্ণ অন্যরকম এই কিম্ভুতকিমাকার ভাস্কর্যটি দেখার পর সবাই যখন হাসাহাসি ও কৌতুক শুরু করেছে তখন তারা অজুহাত দিয়ে বলতে শুরু করেছে এটি আসলে শহীদ মিনার নয় বরং এটি মাতৃভাষা দিবসের স্মৃতিসৌধ।

এই গোষ্ঠীটির আচরণ অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশী কমিউনিটির সাধারণ সদস্য ও শান্তিপ্রিয় মানুষদেরকে প্রতিনিয়তই বিচলিত করছে। এই বছর একুশে ফেব্রুয়ারী উদযাপনের সময় একটি ফুলের মালায় শেখ মুজিবের ছবি ছিলো। পরবর্তীতে অন্য আরেকটি গ্রুপ যখন তার উপর আরেকটি মালা দিতে যায় তখন এই উগ্রপন্থীদের এক পান্ডা বিপুল চিৎকার চেচামেচি শুরু করে। তার দাবী হলো এর মাধ্যমে না কি শেখ মুজিবের অবমাননা করা হয়েছে। পান্ডাটির লম্ফঝম্ফে উপস্থিত শিশুরা পর্যন্ত বিচলিত হয়ে কান্নাকাটি শুরু করে। এইদিন ঘটনাস্থলে হাতে গোণা কয়েকজন প্রবাসী উপস্থিত ছিলেন, তাদের মাঝেই কেউ কেউ এ ঘটনার পর মন্তব্য করেন সম্ভবত মানসিক বিকৃতি ও উগ্রতার আতিশয্যে এই লোক তার স্বাভাবিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে।

বাংলাদেশ দখলদার অপরাজনীতির এইসব এজেন্টরা গণতন্ত্র ও মানবাধিকারে দেশ অস্ট্রেলিয়াতেও তাদের প্রতারণাপূর্ণ কর্মকান্ড পুরোদমে চালু রেখেছে। এইসব প্রতারকদের অপকর্মগুলোর দায় নিতে হয় পুরো বাংলাদেশী কমিউনিটিকে। বর্তমান এই পরিস্থিতিতে আমাদের প্রত্যাশা হলো প্রবাসী বাংলাদেশীরা সচেতন হয়ে উঠবেন এবং এইসব দুর্বৃত্তদেরকে পুরোপুরি বয়কট করবেন।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

আল জাযিরার অনুসন্ধানী তথ্যচিত্রে নগ্ন বাংলাদেশ

অস্ট্রেলিয়াতেও বাংলাদেশী অপরাধীদের কালো ছায়া

১ম পৃষ্ঠার পর

অনুসন্ধানী সাংবাদিকরা তথ্যপ্রমাণ সহ দেখিয়েছে অপরাধী ও খুনী হারিস হাঙ্গেরীতে বসে নানারকম ব্যবসার মাধ্যমে দেশ থেকে দুর্নীতির হাজার কোটি টাকা মালয়েশিয়া সহ নানা দেশে পাচার করে নিয়ে যাচ্ছে। সেই সুদূর হাঙ্গেরীতে বসেই খুনী হারিস বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ নানা লোকজনের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রাখছে, বিজিবি ও সেনাবাহিনীতে চাকরি সহ নানা সরকারী চাকরি ও সামরিক বাহিনীর নানা ক্রয়-আদেশের দালালী করে এবং কমিশন নিয়ে সে বিপুল পরিমাণ অবৈধ অর্থ উপার্জন করে যাচ্ছে। খুনী হারিস দীর্ঘদিন আগে আশি ও নব্বই দশকে শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী হিসেবে কাজ করেছিলো। গোপন ক্যামেরায় ধারণকৃত কথোপকথনে সে দাবী করে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদেরকে উপকারের প্রতিদান দিচ্ছে। সে আরও বলে, বাংলাদেশের পুলিশ র‍্যাব হলো তার পালিত গুন্ডা সুতরাং অন্য কোন গুন্ডা প্রতিপালনের দরকার তার নেই।

আল জাযিরার এই প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ার পর বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বিবৃতি দিয়ে একে মানহানিকর ও মিথ্যা বলা হয়েছে। প্রতিবেদনের এক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা থাকার পরও জায়োনিস্ট রাষ্ট্র ইসরায়েল থেকে মোবাইল যোগাযোগ সনাক্ত করার প্রযুক্তি কিনেছে। প্রতিবেদন প্রকাশের পর বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর এক বিবৃতিতে বলা হয় এই প্রযুক্তি কেনা হয়েছিলো বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশনের কাজের অংশ হিসেবে। বাংলাদেশ আর্মির এই বিবৃতির পর জাতিসংঘের একজন মুখপাত্র সরাসরি সাংবাদিক সম্মেলনে এই দাবীকে মিথ্যা হিসেবে আখ্যা দিয়ে বাংলাদেশের চলমান দুর্নীতির তদন্ত হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন। রাষ্ট্রীয়ভাবে মিথ্যাচারের কলঙ্কিত নগ্ন চেহারা দেখে গোটা বিশ্ব হতবাক !

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বাংলাদেশের সর্বগ্রাসী দুর্নীতির সামান্য একটি অংশই নগ্ন হয়ে যাওয়ার প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের আওয়ামী সেবক সাংবাদিক বুদ্ধিজীবি ও রাজনৈতিক নেতারা উম্মাদ হয়ে গিয়ে নানারকম মন্তব্য করে চলেছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের সাংবাদিক নামের দলীয় সেবাদাসরা তাদের সাংবাদিকতার দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে চাটুকার ও নির্লজ্জ দলদাসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তারা সমস্বরে এই তথ্যচিত্র নির্মাণে আল জাযিরাকে সহায়তা দেয়া ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড বার্গম্যান, নির্বাসিত বাংলাদেশী সাংবাদিক তাসনীম খলিল এবং সেনাপ্রধান আজিজের কূকীর্তি ফাঁস করে দেয়া হুইসেলব্লোয়ার প্রবাসী বাংলাদেশী জুলকারনাই শায়ের সামীর চরিত্রহননে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে।

পাশাপাশি দখলদার আওয়ামী সরকার তাদের চিরাচরিত অভ্যাসবশত আদালত ও আইনকে ব্যবহার করে বাংলাদেশে আলজাযিরা নিষিদ্ধ করার কাজেও সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। তবে আওয়ামী লীগ যে বিষয়টি বুঝতে অক্ষম তা হলো আল জাযিরা সারা পৃথিবীতে যে পর্যায়ে প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম হিসেবে ভূমিকা রাখে তার সামনে বাংলাদেশের সমস্ত ফ্যাসিবাদী সরকারী শক্তিও দুগ্ধপোষ্য একটি শিশু ছাড়া আর কিছু নয়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে শক্তি খাটিয়ে দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি বা আমারদেশের মতো গণমাধ্যম বন্ধ করে দেয়ার অপশক্তি সারা পৃথিবীজুড়ে বিসতৃত আল জাযিরার সাংবাদিকতার শক্তির সামনে অসহায়। তথাপি অন্যায় স্বীকার করে নেয়া কিংবা চুপ থেকে অপমান এড়ানোর পরিবর্তে এইসব গোঁয়ার ফ্যাসিবাদীরা তাদের মুর্খতার পরিচয় দিতেই এখন সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ফ্যাসিবাদী ক্ষমতার শক্তিতে নানা হুমকি ধামকি, ব্যক্তিগত চরিত্রহনন ও মিথ্যা দাবী করে এই প্রচারণার বন্যা বইয়ে দিলেও প্রকৃতপক্ষে সারা পৃথিবীর সামনে এই তথ্যচিত্রের মাধ্যমে বর্তমান বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন মাফিয়া ও উগ্রপন্থী সরকারের আসল চেহারা নগ্নভাবে প্রকাশ হয়ে গিয়েছে। আল জাযিরার এই প্রতিবেদন প্রকাশের কয়েকদিন পরেই প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা গওহার রিজভীকে জার্মান টিভি চ্যানেল ডয়চে ভেলের কনফ্লিক্ট জোন নামক অনুষ্ঠানে বিখ্যাত ব্রিটিশ সাংবাদিক টিম সিবাস্টিয়ান সরাসরি বাংলাদেশের চলমান অত্যাচার নির্যাতন ও ফ্যাসিবাদী অগণতান্ত্রিক শাসনের নানা বিষয়ে নাস্তানাবুদ করে সরাসরি আর্থিক সুবিধাভোগী মিথ্যাবাদী দালাল আখ্যা দিয়েছেন। টিম সিবাস্টিয়ানের উপর্যুপরি সরাসরি প্রশ্নের সামনে অপদস্থ হাসিনার উপদেষ্টা গওহর রিজভী অ্যা ও আ অ্যা অ্যা এইরকম বিদঘুটে আওয়াজ করতে করতে শেষ পর্যন্ত আর কোন কথাই ঠিকমতো বলতে পারেনি। তার কয়েকদিন পরেই সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ব্রিটিশ ম্যাগাজিন দি ইকনমিষ্ট একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে দাবী করেছে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে শেখ হাসিনা টাকা দিয়ে কিনে রেখেছে তার ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য।

পুরো পৃথিবীর সামনে বর্তমানে বাংলাদেশ একটি মাফিয়া রাষ্ট্র এবং একটি দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র হিসেবে অত্যন্ত পরিস্কারভাবে পরিচিত। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে ব্যবসা করে এবং স্বাধীনতার চেতনার একচ্ছত্র দখলদারিত্বের মাধ্যমে সীমাহীন দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তপনার এই সরকার বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের সমস্ত মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করে দিয়েছে। আওয়ামী সরকারের এই সর্বগ্রাসী দুর্নীতিতে দেশের বড় একটি অংশের দায় রয়েছে। তাদের অপরাধকে এখানে ন্যুনতম হালকা করে দেখার সুযোগ নেই। এইসব অপরাধীদের বড় একটি অংশ অস্ট্রেলিয়াতেও নানা পরিচয়ের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে। তথাপি তাদের ক্রিমিনাল কর্মকান্ড থেমে নেই। অস্ট্রেলিয়া আওয়ামী লীগের এক নেতা এদেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে চাকরি করার সময় তার ছাত্রের কাছ থেকে ব্ল্যাকমেইল করে ও নানা সুবিধা দেয়ার কথা বলে বিপুল পরিমাণ টাকা আত্মসাৎ করে হাতেনাতে ধরা পড়ার পর সেই বিশ্ববিদ্যালয় তাকে চাকরি থেকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। ভুয়া সার্টিফিকিট প্রমাণিত হওয়ার পর তার স্ত্রীর চাকুরী চলে যায়।

তাদের দলেরই আরেক নেতা(?) বাংলাদেশী এলাকা লাকেম্বার রাস্তাঘাটে গুন্ডামী করে বেড়ায় এবং দলীয় প্রতিপক্ষের সাথে লাঠিসোটা নিয়ে রাস্তার গুন্ডার মতো মারামারিতে লিপ্ত হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে বাংলাদেশের নানা মন্ত্রী এমপি'র অবৈধ টাকা অস্ট্রেলিয়ায় পাচারের ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য মানি লন্ডারিং এর মতো অবৈধ কাজে সরাসরি সংযুক্ত থাকার।

আল জাযিরার তথ্যচিত্রে দেখানো হয়েছে, সেনাপ্রধান আজিজের ভাই, পলাতক আসামী ও শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ অপরাধী হারিস তার অবৈধ টাকা সাদা করার জন্য হাঙ্গেরীতে মানি এক্সচেঞ্জ, হোস্টেল ইত্যাদি নানা ব্যবসার পত্তন করে। অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী আওয়ামী অপরাধী লোকজনও বাংলাদেশী এলাকা লাকেম্বায় এ ধরণের নানা রহস্যজনক ব্যবসার আড়ালে তাদের দুর্নীতি ও সন্ত্রাসী কাজকর্ম করে যাচ্ছে।

আমেরিকান সিনেটরদের সম্মিলিত অফিশিয়াল চিঠির মাধ্যমে বাংলাদেশের খুনী বাহিনী হিসেবে স্বীকৃত র‍্যাবের প্রধান বেনজির অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণে আসলে তার সাথে এই লোকজন প্রকাশ্যে দেখা করে এবং তার অবৈধ সম্পদ অস্ট্রেলিয়ায় পাচারের কাজে সহায়তা করে। এইসব লোকদের দোকানপাটের পেছনে ও আড়ালে ঠিক হারিসের ব্যবসার মতোই চিপাচাপায় সাইনবোর্ডসর্বস্ব মানি লন্ডারিং ব্যবসার হদিস দেখা যায়।

কমিউনিটির মানুষরা একটু সচেতন হলে এবং স্থানীয় পুলিশ ও সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য প্রদান করলে অস্ট্রেলিয়ান হারিস আহমেদদেরকেও আইনের আওতায় আনা সম্ভব। এই ধরণের অপরাধী মানসিকতার লোকজন যতদিন তাদের কাজকর্ম করার সুযোগ পাবে ততদিন এদের কারণে বাংলাদেশকে সারা বিশ্বের দরবারে চোর-ডাকাতের দেশ হিসেবে পদে পদে লাঞ্চনা গঞ্জনাই সহ্য করে যেতে হবে। এইসব অপরাধী মাফিয়াদেরকে আইনের আওতায় আনার মাধ্যমেই বাংলাদেশের প্রকৃত উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার সূচনা হবে।

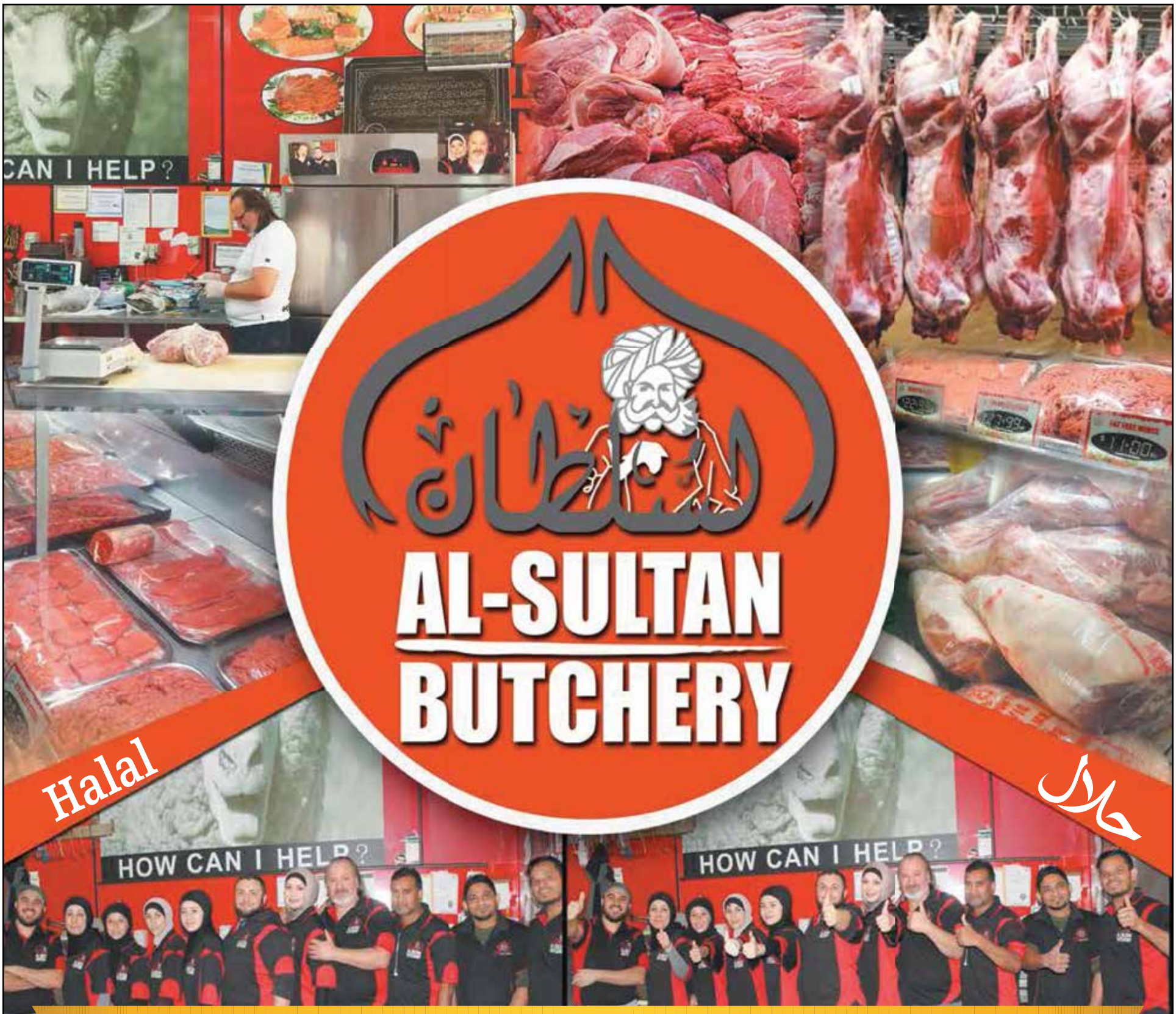

CAN I HELP?
السلطان
AL-SULTAN
BUTCHERY
Halal
حلال
HOW CAN I HELP?
HOW CAN I HELP?
130 Haldon Street, Lakemba NSW 2195
Ph: (02) 9750 4290
Fresh meat daily (Lamb, Beef, Goat)
Fresh chicken Daily
Fish & seafood
Frozen vegetables
Free delivery
Competitive prices
We don't have any other branches
Suprovat Sydney
Copy Right Protected
Haitham Morabi
Manager
0402 016 210
Mahmoud
0416 874 859
Supplier of Finest Quality Meat

Kheir Lawyers

Result Driven | Community Focused

Kheir Lawyers have been operating as experts in a wide range of legal fields for nearly 20 years, with a combined experience of over 50 years.

We cater for a diverse community with distinct needs, overcoming cultural and language barriers to achieve the best outcome for our clients. Our law firm has a diverse range of lawyers working in most areas the law.

Kheir Lawyers work with the most senior and experienced barristers in their field.

Personal Injury
Work Injury
Insurance Claims
Family Law
Criminal Law
Conveyancing
Motor Vehicle Accidents
Wills & Estate Planning
& MORE!

45 Stanley Street Bankstown NSW 2200 02 9790 2522 kheirlawyers.com.au

আপনার যে কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ চাই? | যোগাযোগ করুন! **Kheir Lawyers**

For Sale

Plot-5345 ◆ file number-20488 ◆ Block-N ◆ 3 khata

Please call: 0433 213 566

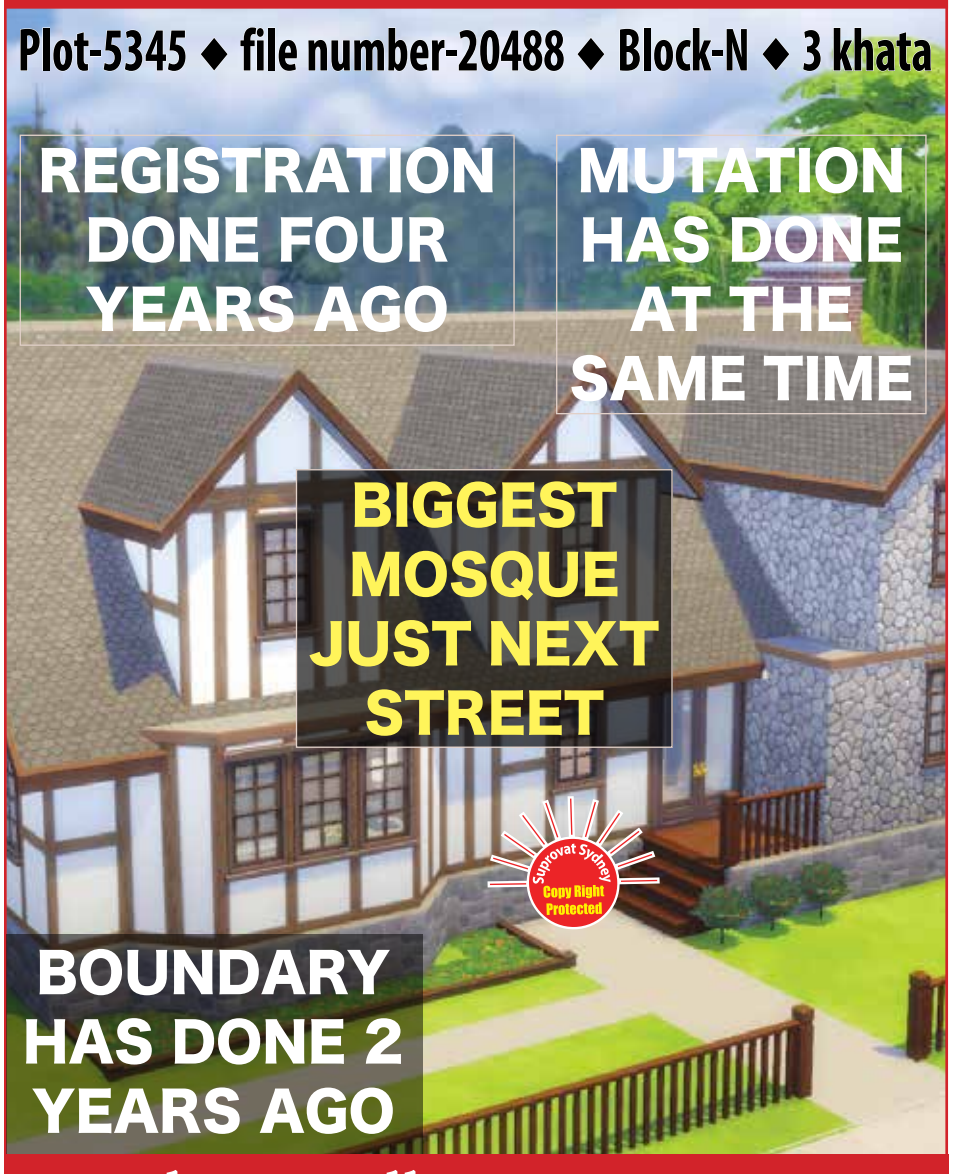

Holiday House: Goulburn

* TWO BEDROOM
* TWO BATH
* FULL KITCHEN & MANY MORE

2 TO 3 FAMILY CAN ENJOY "FARM LIVING" FROM ONE NIGHT TO SEVEN NIGHTS

Information: 0433 213 566

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, March-2021
Year-13

সিডনিসহ অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন শহরে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

করনার বিধিনিষেধ রক্ষা করে সীমিত পরিসরে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ এবং বাংলা ভাষার প্রেরণা একুশ উদযাপন এবং ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে, সিডনীর অন্যতম পুরাতন সংগঠন আমরা বাংলাদেশী, মিন্টো এলাকার রন মুর পার্কে, একুশে ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে দুপুর অবধি আয়োজন করেছিলো একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের ।

গত ২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে সিডনি প্রেস অ্যান্ড মিডিয়া কাউন্সিল পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছে। এসময় কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মাদ আব্দুল মতিন, সহ-সভাপতি শিবলী আব্দুল্লাহ, কার্যকরী পরিষদের সদস্য নাইম আব্দুল্লাহ, নামিদ ফারহান ও গোলাম মোস্তাসহ বাংলাদেশী কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সগঠনের অন্যতম সদস্য মাসুদ খলিল, শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন স্বরূপ অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন এবং মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফার সাথে যৌথ ভাবে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ।

ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা স্বরূপ প্রাঙ্গণের দৃষ্টি নন্দিত শহীদ মিনার ও তার অলঙ্করণ এবং অনুষ্ঠানের দৃশ্য সজ্জা করেন মোহাম্মাদ রাশেদুল ইসলাম তুষার। দৃশ্য সজ্জায় সহায়তা করেন তাসলিমা আহমেদ মুন্নি।

দিবসের সাংস্কৃতিক পর্বটি শুরু করেন রোখসানা বেগমের নেতৃত্বে কচি কাঁচা কিশলয়ের ছোট্ট সোনামণিরা। ধারাবাহিকতায় মা ও মাটির গান নিয়ে মঞ্চে আসেন আয়েশা কলি এবং পরবর্তীতে মেলোডি ব্যান্ডের পক্ষ থেকে সংগীত পরিবেশনা করেন সরদার হক সাব্বির এবং রানা শরীফ।

এদিকে অ্যাসফিল্ডের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল অস্ট্রেলিয়ার নেতা কর্মীরা।বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন মিন্টো ও অ্যাসফিল্ডে তাদের ব্যানারে স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। প্রসঙ্গত, ১৯৯৭ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কোর ৩০তম অধিবেশনে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এরপর ২০০৪ সালে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী বাংলাদেশীদের একান্ত প্রচেষ্টায় সিডনি অ্যাসফিল্ডে স্থাপিত হয় পৃথিবীর প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতি সৌধ। কনজার্ভ ইউর মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ বার্তা নিয়ে স্মৃতিসৌধের বুকে স্থাপিত হয় বাংলা। অস্ট্রেলিয়ায় জাতীয়ভাবে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের বিল পাস হয়েছে। সংসদে অনুচ্ছেদ ১২-তে অস্ট্রেলিয়ার লেবার দলের সংসদ ও হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভের স্ট্যান্ডিং কমিটির উপপ্রধান ম্যাট থিসলেথওয়েট এ বিলটি উত্থাপন করলে তাতে সম্মতি জানান সকল সংসদ সদস্যরা।

৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

৬-এর পৃষ্ঠার পর

সিডনির অ্যাশফিল্ড পার্কে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতিসৌধে এমএলসি মুভমেন্ট ইন্টারন্যাশনালের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন অ্যাডিলেইড থেকে আগত প্রফেসর গিলাদ জাকারমান এবং সিডনি ল্যাঙ্গুয়েজ ফেস্টিভ্যাল অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালক দিমিত্রি লুসনিকভ ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২১ শনিবার ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার পার্থে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া অ্যাসোসিয়েশন অভ ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া আয়োজন করেছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের।

ভিক্তোরিয়ার UMA TV ফেইসবুক পেজ থেকে অনলাইন প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়।ভাষার গান দেশের গান ও প্রবাসের একুশে নামে দুটি অনুষ্ঠান।এতে অংশ নেয় মেলবোর্ন, লন্ডন, ঢাকা ও টেক্সাসের প্রবাসী বাংলাদেশিরা।

সাংবাদিক মুজাক্কির হত্যাকারীদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছে সিডনি প্রেস অ্যান্ড মিডিয়া কাউন্সিল

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

রাজনৈতিক দলের সন্ত্রাসীদের গুলিতে সাংবাদিক বুরহান উদ্দিন মুজাক্কির খুনের ঘটনায় দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসি বাংলাদেশি লেখক ও সাংবাদিকদের বৃহত্তম সংগঠন সিডনি প্রেস অ্যান্ড মিডিয়া কাউন্সিল (SPMC)। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মাদ আব্দুল মতিন স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এ দাবি জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ১৯ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার নোয়াখালীর কোম্পানিগঞ্জে একটি রাজনৈতিক দলের দুই নেতার সমর্থকদের গোলাগুলি হয়। এসময় পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে গুলিবিদ্ধ হন সাংবাদিক বুরহানউদ্দিন মুজাক্কির। এরপর ২০ ফেব্রুয়ারি শনিবার দিনগত রাত পৌনে ১১টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালের আইসিইউতে তার মৃত্যু হয়।

Clear Face; Heal body skin & Restore hair

পুরুষ ও মহিলাদের যেকোন ত্বকের সমস্যায় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

* আমরা ১৯৭৪ সাল থেকে একই কাজে পারদর্শী
* পুরুষ ও মহিলা বিশেষজ্ঞ অত্যান্ত যত্ন সহকারে প্রতিটি কাজ করে জনপ্রিয়তার শীর্ষে
* আমরা কোনো প্রোডাক্ট বিক্রি করিনা
* আমাদের চিকিৎসায় কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই
* আমাদের চিকিৎসা দ্রুত, ফলপ্রসূ ও ব্যয়বহুল নয়
* চিকিৎসার পর আপনাকে ঘরে বসে বিশ্রাম করতে হবেনা

ফ্রী কনসালটেশন

ব্রণ ,পিম্পল, দাগ নিরাময়ে আপনার মুখমন্ডল পরিষ্কার ও সুন্দর দেখাবে

ক্ষুদ্র চিহ্ন, খুঁত, কালিমা বা কালো দাগ উঠাতে আমরা পারদর্শী

অপ্রয়োজনীয় চুল স্থায়ীভাবে পরিষ্কার করে দিব কিন্ত কোনো পুনঃবৃদ্ধি হবেনা, দাগ ও থাকবেনা

মুখমন্ডল বা শরীরের যেকোন জায়গার কালো দাগ আমরা উঠিয়ে থাকি

শুকনো, তৈলাক্ত বা কুঁচকানো মুখমন্ডল বা শরীরে যেকোন দেশীয় চামড়ায় আমরা কাজ করে থাকি

* একজিমা, সোরিয়াসিস, চুলকানি, দাদ, হাতের তালু পায়ের পাতা বা নোখে দীর্ঘস্থায়ী সমস্যায় আমরা চিকিৎসা করে থাকি

* চুল পড়া, টাক, মাথায় চুলকানি, খুশকি, শুকনো বা তৈলাক্ত মাথায় খুব কম সময়ে স্বাস্থ্যকর উপায়ে মাথায় চুল উঠার নিশ্চয়তা

* গাড়ো কালো চামড়া হালকা করে দেবার নিশ্চয়তা

Suprovat Sydney Copy Right Protected

369 Illawara Road, Suite 2, level 1, Marrickville NSW-2204
(Next door to the Marrickville train station)
শুধুমাত্র অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেখার সুযোগ : ফোন : 02 8593 0979
E-mail: scalphairandskincentre@gmail.com

আরো বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন: www.scalphairandskincentre.com.au

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, March-2021
Year-13

বছরব্যাপী প্রতিটি দেশে স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী পালনে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলীয় সমন্বয় কমিটির কর্মসূচি গ্রহণ

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলীয় সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে গত রবিবার ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন কমিটির আহবায়ক, বিএনপির নির্বাহী কমিটির সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ড. শাকিরুল ইসলাম খান শাকিল। পরিচালনা করেন উদযাপন কমিটির যুগ্ম আহবায়ক, মালয়েশিয়া বিএনপির সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার বাদলুর রহমান খান।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সিনিয়র সদস্য স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন কমিটির আহবায়ক ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপির চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালাম।

সভায় আরো বক্তব্য রাখেন. বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও মালেশিয়া বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন ও মাহবুব আলম শাহ, সৈয়দ জাকিরুল আলম, এম জে আলম, আব্দুল জলিল লিটন, জাহাঙ্গীর আলম খান, হাবিবুর রহমান রতন ।

আরো উপস্থিত ছিলেন জাপান থেকে মো. শহীদুল ইসলাম নান্নু, আলহাজ্ব নূরে আলম, কাজী এনামুল হক, মীর রেজাউল করিম রেজা, মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন মিঠু, এমদাদুল ইসলাম মনি, মাছিয়ামা মুনা ইব্রাহিম। অস্ট্রেলিয়া থেকে দেলোয়ার হোসেন, মনিরুল হক জর্জ, মোসলেহ উদ্দিন হাওলাদার আরিফ, হায়দার আলী, ইঞ্জিনিয়ার সোহেল মাহমুদ ইকবাল, মুন্নি চৌধুরী মেধা, ও মোহাম্মদ রাশেদুল হক।

সিঙ্গাপুর থেকে শামসুর রাহমান ফিলিপ, মোহাম্মদ কামরুল, আশরাফুর রহমান খান রবিন,আবু সায়েম আজাদ, জিয়া উদ্দিন।

দক্ষিন কোরিয়া থেকে এম জামান সজলদ, হসিবুল করিম হাসিব,মো. মনির হোসাইন, মো. সম্রাট হাওলাদার রাজু ।

মালদ্বীপ থেকে অংশ নেন ইমরান হোসেন তালুকদার ও মো. খলিলুর রহমান। হংকং থেকে দেওয়ান সাইফুল আলম মাসুদ ও খাইরুল ইসলাম নিজামী। নিউজিল্যান্ড থেকে মেহেদী হাসান খান চৌধুরী ও কানিজ ফাতেমা লিমা প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, আল জাজিরার সংবাদ ধামাচাপা দেয়ার জন্য বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা, স্বাধীনতার ঘোষক, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বীরউত্তম খেতাব নিয়ে সরকার নোংরা খেলা করছে। আর নানা ধরণের নাটক করছে। ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত করে বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নাম মুছে ফেলা যাবে না। তিনি আরো বলেন. যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন বাংলার মানুষ জিয়াউর রহমানের নাম মনে রাখবে। দেশে এবং বিদেশে এই অবৈধ সরকারের অপচেষ্টা প্রতিহত করতে হবে। দেশের জনগণ আওয়ামী লীগের অন্যায়, দুঃশাসন থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করে ছাড়বে।

MAc-Field Medical Practice

- আপনি কি বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার খুঁজছেন?
- আপনি কি আপনার ভাষা বোঝে এবং আপনার ভাষায় কথা বলতে পারে এমন ডাক্তার খুঁজছেন?
- আপনি কি বাংলাদেশী কোনো দায়িত্বশীল মহিলা ডাক্তার খুঁজছেন?
- আপনার কি কোনো রিহ্যাব বিশেষজ্ঞ-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য সুপারিশপত্র প্রয়োজন?

দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন

Suprovat Sydney Copy Right Protected

Dr Nazneen Akther
MBBS, FARM
Medical Rehabilitation Specialist

Shop 5, 88-92 Saywell Road, Macquarie Fields MSW 2564
Tel: (02) 96055507, (02) 96057220, Fax: (02) 96058580

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

বিশ্বের সফল রাষ্ট্রনায়ক জার্মানীর এঞ্জেলা মার্কেল রাজনীতিকে বিদায় জানালেন

আলম হোসেন

যাকে আঠারো বছর আগে জার্মানির মানুষ বেছে নিয়েছিল তাদের নেত্রী হিসেবে। বিনিময়ে মার্কেল জার্মানির আট কোটি মানুষকে উপহার দিয়ে গেলেন সুশাসন, অর্থনৈতিক বিকাশ, উন্নত জীবন আর নিরাপত্তা।

গত আঠারো বছরে জার্মানিতে তার বিরুদ্ধে একটিও অনৈতিক কাজের অভিযোগ ওঠেনি। একটিও স্বজন পোষণের অভিযোগ নেই। এই আঠারো বছরে তিনি একবারের জন্যও টিভিতে বা কোনো জনসভায় নিজের কৃতিত্ব দাবী করেননি। তার ছবি আর বাণী নিয়ে জার্মানীর কোনো রাস্তায় কখনো মিছিল বার হয়নি, কারণ শাসন ক্ষমতা জিইয়ে রাখবার জন্য তিনি সশস্ত্র হারমাদ বাহিনী তৈরী করেননি। কারণ আত্মপ্রচার করবার শিক্ষা তার ছিল না। বিরোধীরা নির্ভয়ে তার বিরোধিতা করেছেন, কারণ তাদের ওপর মার্কেল পুলিশ আর গুণ্ডা লেলিয়ে দেননি। তার মুখে মানুষ কখনো হাস্যকর, নির্বোধের মত কথাবার্তা শোনেনি। মানুষকে তিনি মিথ্যা আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতি দেননি। উন্নতির মিথ্যা খতিয়ান দেননি। বার্লিনের রাস্তায় তিনি নিজের এবং দলের প্রচারের জন্য একটি ছবিও তোলাননি। বিরোধী নেতাদের চরিত্র হনন করেননি।

এঞ্জেলিকা মার্কেলকে বিশ্ব চেনে 'Lady of the world' নামে। বলা হয়, তিনি একাই ষাট লক্ষ পুরুষের সমান।

জার্মানি এবং তার নাগরিকদের উন্নতির শিখরে রেখে এঞ্জেলিকা মার্কেল নিঃশব্দে সরে দাঁড়ালেন, পরবর্তী নেতৃত্বের হাতে ক্ষমতা সঁপে দিয়ে। তার বিদায়কালে মানুষ যেভাবে আবেগতাড়িত হয়েছেন, জার্মানির ইতিহাসে তা নজিরবিহীন। সারা জার্মানি জুড়ে মানুষ বাড়ির ব্যালকনিতে এসে প্রায় ছ'মিনিট ধরে তাকে হাত তালি দিয়ে বিদায় জানিয়েছেন। কেউ তার নামে কবিতা লিখে ছাপায়নি। কোনো চিত্রকর ছবি এঁকে তার প্রচার করেনি। তবু মানুষ আবেগে ভেসে গিয়েছেন। সমস্ত জার্মানি এক হয়ে দাঁড়িয়ে, ভেদাভেদ ভুলে, তাদের নেত্রীকে বিদায় জানিয়েছেন, এমনই সভ্যজাত।

মার্কেল পূর্ব জার্মানির মানুষ। অনাড়ম্বর সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত। ক্ষমতার শিখরে থেকেও তার জীবন অনাড়ম্বরই ছিল। একটি সাধারণ নিজস্ব গাড়ি ছাড়া তার ব্যক্তিগত প্লেন, ইয়ট এমনকি বিলাস বহুল কোনো এপার্টমেন্ট বা বাড়ি নেই। অন্যান্য জার্মান নাগরিকের মত তিনি একটি অতি সাধারণ এপার্টমেন্টে থাকেন, রাজনীতিতে আসবার আগে থেকেই। অবিশ্বাস্য শোনালেও মার্কেলকে মানুষ একই পোশাকে আঠারো বছর ধরে দেখে এসেছে। একটি প্রেস কনফারেন্সে একজন মহিলা সাংবাদিক জানতে চেয়েছিলেন, তার কি অন্য স্যুট নেই। মার্কেল উত্তরে বলেন তিনি রাজনীতিবিদ, মডেল নন। অন্য একটি সম্মেলনে সাংবাদিকেরা জানতে চান, তিনি এত ব্যস্ত, তার বাড়ির কাজ কে করেন? তার বাড়িতে কাজের লোক, রান্নার লোক আছে কি না। উত্তরে মার্কেল জানান, তার বাড়িতে একজন মহিলা এবং একজন পুরুষ কাজের লোক আছে। মহিলাটি তিনি নিজে, এবং পুরুষটি তার স্বামী। সাংবাদিকেরা মজা করে জানতে চান, কাপড় জামা কে ধোয়? তিনি না তার স্বামী? মার্কেল জানান, তিনি কাপড় জামা ওয়াশিং মেশিনে ঢোকান। সাবানের গুড়ো ঢেলে দেন। তার স্বামী মেশিন চালান। তারা রাতে ওয়াশিং মেশিন চালান, কারণ এই সময় বিদ্যুতের চাহিদা কম থাকে। এরপর সাংবাদিকদের তিনি জানান, তিনি আশা করবেন এ সব অবান্তর প্রশ্ন না করে সংবাদ মাধ্যম যেন তার সরকারের সাফল্য এবং ব্যর্থতা নিয়ে প্রশ্ন করে।

তিনি এঞ্জেলিকা মার্কেল। ইউরোপের সব থেকে শক্তিশালী অর্থনীতির চালিকা।

জিয়া ফোরাম অস্ট্রেলিয়ার উদ্যোগে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট:

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে জিয়া ফোরামের উদ্যোগে গত ৭ ফেব্রুয়ারি সিডনির একটি পার্কে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বৎসরব্যাপী গৃহিত কর্মসূচি অংশ হিসেবে গত ১৯ জানুয়ারি বাংলাদেশসহ প্রবাসীদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জিয়াউর রহমান ও বাংলাদেশ শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ঘোষণা দেয়।

এতে অংশগ্রহণ করেন আব্দুল মতিন, নাঈম আব্দুল্লাহ ও আউয়াল খান, বিএনপির প্রতিষ্ঠাকালীন সাধারন সম্পাদক ফারুক আহমেদ খান, রুহুল আহমেদ সওদাগর, নাসির উল্লাহ, বেলাল ডালী, হায়দার আলী, হাবিবুর রহমান(প্রকৌশলী), তিশা তানিয়া, তাম্মি পারভেজসহ সাংবাদিক, রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, শিল্পী সাহিত্যিকসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। এছাড়াও জিয়া ফোরাম অস্ট্রেলিয়ার ড. হুমায়ের চৌধুরী, আশরাফুল আলম রনী, মাহমুদা বেগম, সৈয়দা মাসুদা কাদরী মিতা, তাফতুন নাঈম নিতু, মোহাম্মদ ফরিদ মিয়া, কেএম মনজুরুল হক আলমগীর, ফয়জুর চৌধুরী, ইয়াছিন আরাফাত অপু, রাকিবুল আলম মিয়া অপু, মিজানুর রহমান, সা'দ সামাদ ইউসুফ আলীসহ জিয়া ফোরাম অস্ট্রেলিয়ার সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যরা। এসময় বাচ্চাদের জন্যে ছবি আঁকার সামগ্রি ও অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে ৫০বৎসর পূর্তি উপলক্ষে অংকিত মনোগ্রাম খচিত একটি সুভেনীর প্রদান করা হয়।

Car Air con Regas & Service

R & J
AUTOMOTIVE REPAIRS

All Mechanical Repairs

*LPG Inspection
*Pink Slip - Petrol & Gas
*LPG Conversion and Repair
*All Suspension Replacement
*Tyre
*Clutch
*Batteries
*Belt Replacement
*Muffler Repair
*Full Service
*Log Book

9707 2392
97 Wattle Street,Punchbowl,NSW 2196

We are open 7 days (Sunday 8am- 2pm)
Save $$$ for Bangladeshi Community

Contact :
Robert 0405 151 448
Joseph 0425 359 448
Pax: (02) 9707 2396

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, March-2021
Year-13

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের খেতাব বাতিলের প্রতিবাদে অস্ট্রেলিয়া বিএনপির মানববন্ধন ও দোয়া

১ম পৃষ্ঠার পর

প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন, অস্ট্রেলিয়া বিএনপির সাবেক সভাপতি মো. দেলোয়ার হোসেন, সাবেক সভাপতি মনিরুল হক জর্জ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী স্বপন, সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক মো. মোসলেহ উদ্দিন হাওলাদার আরিফ,সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব লুৎফুল কবির, আলহাজ্ব মোহাম্মদ নাসিম উদ্দিন আহম্মেদ, আবুল হাসান, মোবারক হোসেন, একেএম ফজলুল হক শফিক, তারেক উল ইসলাম, ইয়াসির আরাফাত সবুজ, হাবিব রহমান, একেএম মাহবুব তালুকদার রিপন, সেলিম লিয়াকত, খাইরুল কবির পিন্টু, আবুল কালাম আজাদ, এস এম খালেদ, মৌহায়মেন খান মিশু, মোতাহের হোসেন, মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন আহম্মেদ, মোহাম্মদ জাকির হোসেন রাজু, আব্দুল করিম, নূর মোহাম্মদ মাসুম, মোহাম্মদ কুর্দি, শফিকুল ইসলাম রিপন, মোহাম্মদ জসিম প্রমুখ।

প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা, মহান স্বাধীনতার ঘোষক, বাংলাদেশের নির্বাচিত রাস্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমান নিয়ে সরকার যে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে তা ফল অবৈধ সরকারকে বহন করতে হবে। যা বাংলাদেশের জনগণ বর্তমান সরকারের এই সমস্ত কার্যক্রম ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেছেন। স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের প্রাককালে স্বাধীনতার সূর্ষ সৈনিকদের সাথে এই প্রহসন ও তামাশা হাসিনা সরকারের ফ্যাসিবাদী চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ।

অবিলম্বে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে নিঃশর্ত মুক্তি দিয়ে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অবাধ, সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার আহবান জানান বক্তারা। আর সরকার শহীদ জিয়ার খেতাব বাতিলের সিদ্ধান্ত থেকে সরে না আসলে দেশে ও বহিঃবিশ্বে একযোগে আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে বলে বক্তারা হুশিয়ারি দিয়ে শেখ হাসিনার পদত্যাগ দাবি করেন।

মানববন্ধনের পর এক আলোচনা সভায়, দেশের বর্তমান কঠিন পরিস্থিতিতে ভেদাভেদ ভুলে সকল জাতীয়তাবাদী শক্তিকে এক প্লাট ফর্মে আন্দোলন করে স্বৈরাচারী আওয়ামীলীগ সরকারে পতনের রাস্তা সুগম করতে হবে। আলোচনা শেষে দোয়ায় অংশ নেন সকল উপস্থিত নেতা কর্মীরা।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

সন্দেহবাদীদের সন্ধানে

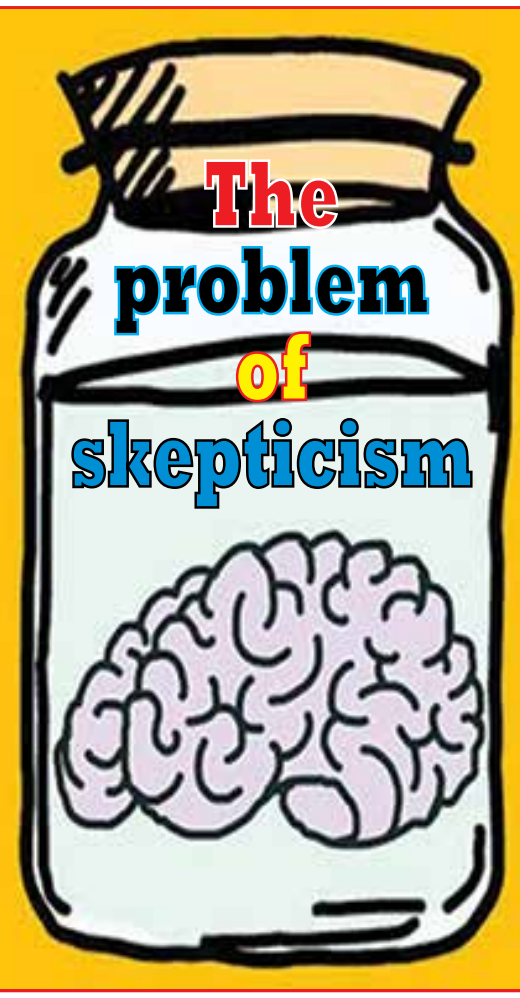

১৮

আতিকুর রহমান

গতদিন আহমদ, আয়েশা রাঃ এর বিয়ে সংক্রান্ত বিষয়ে গোপাল, হুমায়ন ও বিকাশের ভুল ধারণাগুলো ভেঙ্গে দিয়েছিল। তারা নয় বছর বয়সী আয়েশা রাঃ এর সাথে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিয়ে মেনে নিতে পারছিলনা। অথচ নয় বছর বয়সে তৎকালীন সমাজে মেয়েদের বিয়ে ছিল অতি সাধারণ একটি বিষয়। আহমদ মনে করে ইসলামকে নিয়ে যারা সমালোচনার ঝর তুলে তাদের নব্বইভাগ মানুষ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিয়ে সংক্রান্ত বিষয়কে ব্যবহার করে। যার মাঝে আয়েশা রাঃ এর বিয়েটাই থাকে মুখ্য হাতিয়ার। আহমদের মনের ঐকান্তিক ইচ্ছা প্রতিটি মুসলমানের এ বিষয়ে পরিপূর্ন জ্ঞান থাকুক। কেননা এটা না থাকলে, সে না পারবে সমালোচনাকারীদের কথার উচিৎ জবাব দিতে, না পারবে নিজের মনের মাঝে ঘাপটি মেরে থাকা সংশয় দূর করতে।

আহমদ আজ আয়েশা রাঃ এর সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিয়ে সংক্রান্ত আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবে। সে বিষয়টি একটু ভিন্নভাবে উপস্থাপন করতে চাচ্ছে।

- গোপাল দা, আয়েশা রাঃ এর সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিয়ের পিছনে কি উইজডম রয়েছে তা সহজভাবে বুঝতে আমরা তাঁর জীবনের একটু সামনের দিকে দৃষ্টিপাত করি।

(১) আয়েশা রাঃ এর জীবনী থেকে জানা যায় ছোটবেলা থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হবার সুবাধে তিনি ইসলামী দ্বীনের পারিবারিক যাবতীয় বিষয়াদি বিশেষ করে মহিলাদের প্রাইভেট ষয়সমূহে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার বিষয়সমূহে ইসলামের হুকুম-আহকাম কি তা সংগৃহিত করতে পেরেছিলেন এবং পরবর্তীতে তা তিনি উম্মাহর মাঝে হাদীছ আকারে উপস্থাপন করেন। এ ধরনের বিষয়সমূহ রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে জানা তাঁর স্ত্রীর ছাড়া কারো পক্ষেই সম্ভব ছিলো না। অত্যন্ত মেধাসম্পন্ন হওয়ায় বিষয়গুলো তাঁর জন্য মনে রাখা ও পরবর্তীতে হাদীছের মাধ্যমে বর্ণনা করা সহজ হয়েছিল।

(২) আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর তিনি জীবিত ছিলেন। এ সময় তিনি ছিলেন উম্মার অন্যতম শিক্ষক। তিনি অনেক বিষয়ে সাহাবাদেরকে সংশোধন করে দেন। শুধু রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের মাঝে নয়, নারীদের মাঝে এতো বড় ইসলামিক স্কলার মুসলিম ইতিহাসে আর দেখা যায়না। তিনি সবচেয়ে অভিজ্ঞ জুরিস্ট হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর মতো এতো জ্ঞান আর কোন মুসলিম নারী অর্জন করতে পারেনি। আয়েশা রাঃ এর বয়স কম থাকায় রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর তিনি দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর জীবিত থেকে দ্বীনের খেদমত করতে পেরেছিলেন।

(৩) আয়েশা রাঃ বর্ণনায় মুসনাদে আহমদে ২,৪৩৩ খানা, বুখারীতে ৭৪১ খানা এবং মুসলিমে ৫০৩ খানা হাদিছ লিপিবদ্ধ আছে। কোন কোন স্কলার মনে করেন ইসলামী দ্বীনের এক তৃতীয়াংশের বেশী এসেছে আয়েশা রা: এর বর্ণিত হাদীছ থেকে।

(৪) প্রচুর সংখ্যক ছাত্র তাঁর নিকট থেকে ইসলামের হুকুম-আহকাম শিক্ষা নিয়েছেন। তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্রদের মাঝে অন্যতম ছিলেন: আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা:, আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রা:, আসওয়াদ ইবনে ইয়াজিদ রা:, সায়ীদ ইবনে মুসায়ীদ রা:, আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব রা:, আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর রা: ও আরও অনেকে।

গোপাল দা, আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন এসব বলার উদ্দেশ্য। আহমদ নিজেই উত্তর দেয়ঃ উদ্দেশ্য এটাই যে এ বিয়ের মাঝে কি উইজডম আল্লাহ তা'আলা রেখেছেন তা বুঝা। এখন আপনাকে বলছি কিভাবে এ বিয়ে হয়েছিল। আয়েশা রা: থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছেন, দুইবার তোমার চেহারা আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। আমি দেখলাম, তুমি একটি রেশমি কাপড়ে আবৃতা এবং (জিবরাইল) আমাকে বলছেন, ইনি আপনার স্ত্রী, আমি ঘোমটাটা সরিয়ে দেখলাম। দেখি ওই নারী তো তুমিই। তখন আমি ভাবছিলাম, যদি তা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তাহলে তিনি তা বাস্তবায়িত করবেন। (বুখারি, হাদিস নং: ৩৮৯৫, ৫০৭৮, ৫১২৫, ৭০১১; মুসলিম, হাদিস নং : ২৪৩৮)। আল্লাহ বাস্তবায়ন করেছিলেন। মূলতঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিয়ে করেছিলেন ওহির নির্দেশ অনুসরণ করে। ওহির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিয়ে করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেননা আল্লাহ বর্তমান ও ভবিষ্যতের যাবতীয় কল্যান সম্পর্কে অবহিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে। এ গুলো তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। স্থলে ও জলে যা আছে, তিনিই জানেন। কোন পাতা ঝরে না; কিন্তু তিনি তা জানেন। কোন শস্য কণা মৃত্তিকার অন্ধকার অংশে পতিত হয় না এবং কোন আর্দ্র ও শুস্ক দ্রব্য পতিত হয় না; কিন্তু তা সব প্রকাশ্য গ্রন্থে রয়েছে। [সূরা আল আন-আম: ৫৯]

চতুর্থ হিজরীতে মদিনা থেকে ১৫০ কিঃমিঃ দূরে বদর নামক স্থানে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এটি ইসলামের ইতিহাসে প্রথম যুদ্ধ। এ যুদ্ধে ওমর রাঃ এর জামাতা ও হাফসা বিনতে ওমর রাঃ এর স্বামী শাহাদাত বরণ করেন। ওমর রাঃ তাঁর বিধবা মেয়েকে বিয়ে করতে প্রথমে ওসমান রাঃ কে অনুরোধ করেন। তিনি রাজী না হলে তিনি আবুবকর রাঃ কে অনুরোধ করেন। আবুবকর রাঃ জানতে পারেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাফসা রাঃ কে বিয়ে করার কথা বিবেচনা করছেন। তাই তিনি এ বিয়েতে রাজি হননি। অবশেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রস্তাব দেয়ায় তিনি তা মেনে নেন। এ বিয়ের মাধ্যমে দুটি লাভ হয়। প্রথমতঃ হাফসা রাঃ এর বৈধব্য অবস্থার অবসান হয়, দ্বিতীয়তঃ এ বিয়ের মাধ্যমে ওমর রাঃ এর সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরে সম্পর্ক আরোও গভীর হয়। যা পরবর্তীতে ইসলাম প্রচারে ও প্রসারে বিশেষভাবে ভূমিকা রাখে।

বদরের যুদ্ধের পর মদিনার গাঁ ঘেঁষে অবস্থিত উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধ ছিল ইসলামের ইতিহাসে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। এ যুদ্ধে জয়নাব বিনতে খুজায়মা রাঃ এর স্বামী শাহাদাত বরণ করেন। এসময় জয়নাব রাঃ সাথে ছিল বেশ কয়েকজন ইয়াতিম সন্তান। তিনি দরিদ্র এবং বয়স্কা ছিলেন। তাঁর এ অসহায়ত্বের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিয়ে করেন। বিয়ের মাত্র তিন মাসের মধ্যেই জয়নাব রাঃ ইন্তেকাল করেন।

গোপাল দা, আগামী দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাকি বিয়েগুলো নিয়ে কথা বলবো ইনশাআল্লাহ। বিদায় নেয়ার আগে শুধু এটুকু বলতে চাচ্ছি এ পর্যন্ত আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাঁচজন স্ত্রী নিয়ে কথা বলেছি। এর মাঝে আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন আয়েশা রাঃ ছাড়া বাকি চারজনই বিধবা এবং তিনজন কম-বেশী অসহায় অবস্থায় ছিলেন। তাঁদেরকে বিয়ে করার পিছনে ছিলোনা কোন জৈবিক চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্য। বরং মূল কারণ ছিল তাঁদের অসহায়ত্ব দূর করা। উম্মাহর মাঝে অসহায়কে সাহায্য করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা।

মাগরিবের নামাজের বেশী সময় বাকি নেই। আহমদ সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মসজিদমুখী পথ ধরলো।

চলবে....

অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাভাষী প্রধান কমিউনিটি পত্রিকা সুপ্রভাত সিডনি'র উদ্যোগে সম-সাময়িক বিষয় নিয়ে এখন থেকে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হবে সুপ্রভাত সিডনি ফেইস টু ফেইস লাইভ অনুষ্ঠান

সুপ্রভাত সিডনি™
সত্যের সাথে সব সময়
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper
Suprovat Sydney
Face to face 'live'

আমরা আশা করছি এই প্রাণবন্ত আলোচনার মাধ্যমে আমাদের মাঝে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক প্রসঙ্গসহ যে কোন প্রাসঙ্গিক বিষয়ে গঠনমূলক বিতর্ক ও মতবিনিময়ের সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ গড়ে উঠবে।

পাত্র ও পাত্রী আবশ্যক

শুধু মাত্র অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত বাংলাদেশী মুসলমান ছেলে-মেয়ের জন্য

অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত ছেলের জন্য পাত্রী চাই। মেয়ে সুন্দর, শিক্ষিত হওয়া বাঞ্চনীয়, স্টুডেন্ট হলেও আপত্তি নেই। ছেলে বাংলাদেশী অস্ট্রেলিয়ান সিটিজেন, চাকুরীরত। বিস্তারিত জানার জন্য এক কপি ছবি সহ ইমেইল করুন : mmarrige2020@gmail.com

পাত্র বাংলাদেশে ডিভোর্স কিন্ত সিডনিতে দীর্ঘদিন বসবাস করেন, ৪০ বা কাছাকাছি বয়সী মহিলা যোগাযোগ করতে পারেন।
বিস্তারিত যোগাযোগ : mmarrige2020@gmail.com

সিডনির কোনো এক বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যায়নরত মেয়ের জন্য পাত্র চাই। মেয়ে বাবা -মাসহ দীর্ঘদিন সিডনি থাকেন। একজন শিক্ষিত ও ধার্মিক ছেলের প্রত্যাশায় : mmarrige2020@gmail.com

অস্ট্রেলিয়ায় জন্ম ছেলের জন্য সুন্দর ধার্মিক মেয়ে আবশ্যক। ছেলে সিডনিতে কর্মরত।
বিস্তারিত যোগাযোগ: mmarrige2020@gmail.com

অস্ট্রেলিয়ায় জন্ম বাংলাদেশী সংগত কারনে ডিভোর্স মেয়ের জন্য একজন সমমনা ছেলে প্রয়োজন। মেয়ে সুশিক্ষিত,নম্র ও ভদ্র ,গায়ের রং শ্যামলা। মেয়ে ভালো পজিশনে কর্মরত ও বাবা -মা সিডনি থাকেন।
বিস্তারিত যোগাযোগ: mmarrige2020@gmail.com

বাংলাদেশী অস্ট্রেলিয়ান সিটিজেন, সিডনিতে দীর্ঘদিন বসবাসরত ডিভোর্স মহিলার জন্য সমমনা পুরুষ দরকার। মহিলার ১ ছেলে ও ১ মেয়ে বিয়ে হয়ে আলাদা থাকেন।
বিস্তারিত যোগাযোগ করুন: mmarrige2020@gmail.com

Muslim Matchmaker.Muslim Matrimony.

মুসলমানদের জন্য পাত্র-পাত্রী/বিয়ে-সাদী

Groom Bride

বর কনে

এ সার্ভিস সম্পূর্ণ ফি সাবিলিল্লাহ! আপনার ছবি ও বিস্তারিত আমাদেরকে ইমেইল করুন

This is free of charge (Fi sabilillah) & confidential. Please forward email today with the current photograph & your details

E-mail: mmarrige2020@gmail.com

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

মাতা পিতার অধিকার

ডা: মো: ইমাম হোসাইন (ব্রুনাই)

মানুষের প্রধানতম ফরয বা কর্তব্য হলো আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন এবং তাঁর নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য বা বন্দেগী। এরপরই পারিবারিক কর্তব্য পালন শুরু হয়। এ সকল দায়িত্ব পালন এবং পারিবারিক জীবন সংশোধন ও পুনর্গঠনের চিন্তা করা এক দিক দিয়ে সামাজিকভাবে যেমন প্রয়াজেন, তেমনি এটা একটা দীনী কর্তব্যও। পারিবারিক জীবনের পর শুরু হয় বংশীয় জীবনের সীমা। এ জীবনে সবচেয়ে উঁচু স্থান এবং সবচেয়ে বড় অধিকার হলো মাতা-পিতার। মাতা-পিতার উঁচু মর্যাদা এবং অধিকারের গুরুত্ব পবিত্র কুরআনের বর্ণিত বর্ণনা ভঙ্গী থেকেই আঁচ করা যায়। পবিত্র কুরআনের স্থানে স্থানে আল্লাহর অধিকারের সাথে সাথে মাতা-পিতার অধিকারের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এবং আল্লাহর শাকের গুজারির সাথে সাথে মাতা-পিতার শাকের গুজারির প্রতি অধিক গুরুত্ব আরাপে করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, এবং আপনার রব ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, তামেরা তাঁকে ছাড়া অবশ্যই অন্যের বন্দেগী করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে থাকবে। তাঁদের মধ্যে কোনো একজন অথবা উভয়েই তামোদের সামনে বার্ধক্যে পৌছে যায়, তাহলে তাঁদেরকে উহ্! শব্দ পর্যন্ত বলবে না এবং তাদেরকে ধমকের স্বরে অথবা ভরৎসনা করে কোনো কথার জবাব দেবে না। বরং তাদের সাথে আদব ও সম্মানের সাথে কথা বলো এবং নরম ও বিনীতভাবে তাঁদের সামনে অবনত হয়ে থাকো এবং তাঁদের জন্য এ ভাষায় দোয়া করতে থাকো যেমন, হে পরওয়ারদিগার ! তাঁদের উপর (এ অসহায় জীবনে) রহম করো। যেমন শিশুকালে (সহায়হীন সময়ে) তাঁরা আমাকে রহমত ও আপত্য স্নেহ দিয়ে লালন-পালন করেছিলেন। (-সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ২৩-২৪)

আমি মানুষকে (তাদের) পিতা-মাতার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছি (যেন তারা তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে, কেননা), তার মা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং দুই বছর পরই সে (সন্তান) বুকের দুধ খাওয়া ছেড়েছে, তুমি (তোমার নিজের সৃষ্টির জন্যে) আমার শোকর আদায় করো এবং তামোর (লালন পালনের জন্যে) পিতা-মাতারও কৃতজ্ঞতা আদায় করো; (অবশ্য তোমাদের সবাইকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। (সূরা লুকমান: আয়াত-১৪)

“হযরত আবি উমামাহ (রা.) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) ! সন্তানের উপর মাতা-পিতার কি অধিকার রয়েছে। তিনি ইরশাদ করলেন, মাতা-পিতা তোমাদের জান্নাত এবং জাহান্নাম ।"
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত রয়েছে।"
“হযরত মাবিয়া (রা.) বর্ণনা করেছেন যে (তার পিতা), হযরত জাহিমা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) এর খিদমতে হাজির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করাই আমার ইচ্ছা। আর এজন্য আপনার সাথে পরামর্শ করতে এসেছি। বলুন এ ব্যাপারে আপনার নির্দেশ কি? রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতা কি জীবিত আছেন। জাহিমা (রা.) বললেন, জ্বী । আল্লাহর শোকর যে, তিনি জীবিত আছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন, তুমি ফিরে যাও এবং তার খিদমতেই লেগে থাকে। কেননা, তার পায়ের তলাতেই বেহেশত।'

মাতা-পিতার সাথে সুন্দর আচরণ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন নেক আমল আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয় ? আল্লাহর রাসূল (সা.) বললেন, যে নামায সময় মতো পড়া হয়। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোন্ কাজ সবচেয়ে বেশী প্রিয় ? তিনি বললেন, মাতা-পিতার সাথে সুন্দর আচরণ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপর ? তিনি ফরমালেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।
(বুখারী ও মুসলিম)
"হযরত আমর ইবনুল আছ (রা.) পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রা.) বলেছেন, এক ব্যক্তি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে বলতে লাগলো, আমি আপনার নিকট হিজরত ও জিহাদের বাইয়াত করছি এবং আল্লাহর কাছে তার প্রতিদান চাচ্ছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তামোর মাতা-পিতার মধ্যে কেউ জীবিত আছেন কি ? সে বললো, জ্বী হা। বরং আল্লাহর শাকের যে, উভয়েই জীবিত আছেন। তিনি বললেন, তুমি কি বাস্তবিকই আল্লাহর নিকট নিজের হিজরত ও জিহাদের প্রতিদান চাও ? সে বললো, জ্বী হাঁ। আল্লাহর নিকট প্রতিদান চাই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, তাহলে মাতা-পিতার নিকট ফিরে যাও এবং তাঁদের সাথে সুন্দর আচরণ করো।"-মুসলিম
হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি মাতা-পিতাকে কাদায়ে রেখে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হিজরতের বাইয়াত করার জন্য উপস্থিত হলো। এ সময় রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, “যাও, মাতা-পিতার নিকট ফিরে যাও এবং তাদেরকে সেভাবে খুশী করে এসো যেভাবে কাদিয়ে এসেছে।”-আবু দাউদ
তিনি আরো বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট জিহাদে শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে হাজির হলো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তামোর মাতা-পিতা জীবিত আছেন ? সে বললো, শ্রী হ। আল্লাহর শাকের যে, জীবিত আছেন। তিনি বললেন, যাও, তাদের খিদমত করতে থাকো। এটাই জিহাদ। (মুসলিম, আবু দাউদ)

মাতা-পিতার ইন্তেকালের পর করণীয়: “হযরত আবু উসাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি জি জ্ঞেস করলো হে আল্লাহর রাসূল ! মাতা-পিতার মৃত্যুর পরও কি এমন কোনো পদ্ধতি সম্ভব যে, আমি তাদের সাথে সুন্দর আচরণ অব্যাহত রাখতে পারি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, জ্বী হা। চারটি সুরত রয়েছে-(১) মাতা-পিতার জন্য দোয়া এবং ইসতিগফার, (২) তাদের কৃত ওয়াদাসমূহ এবং বৈধ ওসিয়ত পূরণ, (৩) পিতার বন্ধু-বান্ধব এবং মাতার বান্ধবীদের ইজ্জত ও খাতিরদারী ও (৪) তাদের সাথে আত্মীয়ার সম্পর্ক বজায় ও সুন্দর আচরণ করা, যারা মাছা- পিতার দিক থেকে তোমাদের আত্মীয় হন।"
-আল আদাবুল মাফরুজ

এক. দোয়া ও ইসতিগফার: নামাযের পর এবং অন্য সময় আল্লাহর নিকট কেঁদে কেঁদে দোয়া করুন যে, হে আল্লাহ! আমার মাতা-পিতাকে ক্ষমা করুন। তাদের গুনাহসমূহকে ঢেকে দিন এবং তাদেরকে আপনি তাই দান করুন যা আপনি নেক বান্দাহ-বান্দীকে দিয়ে থাকেন। হে আল্লাহ! যখন আমরা তাদের সাহায্য, স্নেহ ও লালন-পালনের মুখাপেক্ষী ছিলাম তখন তারা সবকিছু আমাদের জন্য ত্যাগ করেছিলেন। দিনে আয়েশ এবং রাতের আরাম আমাদের জন্য পরিত্যাগ করেছিলেন। পরওয়াদিগার । এখন তাঁরা তোমার নিকট সমুপস্থিত। শৈশবকালে অসহায় অবস্থায় আমরা তাদের মুখাপেক্ষী ছিলাম। এখন তারা সেই সময়ের চেয়ে বেশী তোমার রহমত ও সুদৃষ্টির মুখাপেক্ষী। পরওয়ারদিগার। তুমি তাদেরকে নিজের রহমাতের ছায়া দান করে এবং নিজের সন্তুষ্টির ঘর জান্নাতে তাদের আশ্রয় দাও।

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, মৃত্যুর পর যখন মাইয়েতের মর্যাদা বুলন্দ হয় তখন সে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে এটা কেমন করে হলো। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে বলা হয় যে, তোমার সন্তানরা তামোর জন্য দোয়া ও মাগফিরাত কামনা অব্যাহত রেখেছে এবং আল্লাহ তা কবুল করে নিয়েছেন। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি মারা যান তখন তার আমলের সুমাগে শেষ হয়ে যায়। শুধু তিনটি বিষয় এমন যা তার মৃত্যুর পরও উপকার করতে থাকে। প্রথম, ছাদকায়ে জারিয়া। দ্বিতীয়, তার বিস্তৃত সেই ইলম বা জ্ঞান যা থেকে মানুষ উপকৃত হয় এবং তৃতীয়, সেই নেক সন্তান যারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

দুই. মাতা-পিতার ওয়াদা ও ওসিয়ত পূরণ করা: মাতা-পিতা জীবিত অবস্থায় অনেক লাকের সাথে ওয়াদা করে থাকতে পারেন। বিভিন্ন ব্যাপারে কিছু ওয়াদা করতে পারেন। মৃত্যুর সময় কিন্তু ওসিয়ত করতে পারেন।
মাতা-পিতার ইন্তেকালের পর সন্তানের জন্য তাদের সাথে সুন্দর বা নেক আচরণের একটি পন্থা অবশিষ্ট থাকে। তাহলো তাদের কৃত ওয়াদসমূহ ও ওসিয়ত পূরণ করা। আর এভাবেই তাঁদের রূহকে খুশী করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। কিন্তু তাদের জায়েয বা বৈধ ওসিয়তই পূরণ করতে হবে। যদি তাদের অবৈধ ওসিয়তও পুরণ করা হয় তাহলে এটা তাঁদের সাথে নেক আচরণ হবে না বরং খারাপ আচরণ হবে। মাতা-পিতা যদি কারারে সাথে আর্থিক সাহায্য দানের ওয়াদা করে থাকেন অথবা কাউকে কিছু দান করতে চেয়ে থাকেন। আর জীবনে যদি তার সুযোগ না পান অথবা তাঁরা কোনো মানত করেছিলেন, কিন্তু তা পূরণের আগেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন। অথবা তিনি ঋণী ছিলেন অথবা ওসিয়াত করার সুযাগে পাননি, অথচ আপনি বুঝেন যে, সুযাগে পেলে তিনি অবশ্যই এ ওসিয়াত করতেন অথবা তিনি কোনো অসিয়ত করেননি। আপনি যদি তাদের পক্ষ থেকে সাদকাহ করেন তাহলে এসবই তাদের সাথে নেক আচরণ হবে। আর এভাবেই তাদের ওফাতের পরও আপনি জীবনভর তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্যন করতে পারেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আমার মাতা ইন্তেকাল করেছেন এবং তিনি কোনো ওসিয়ত করে যাননি। আমি যদি তার তরফ থেকে কিছু সাদকাহ করি তাহলে কি তার কোনো উপকারে আসবে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ। কেন নয়।
হযরত আবদুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত আসাদ ইবনে উবাদাহ (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.) এর নিকট আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল। আমার মা মানত মেনেছিলেন। কিন্তু এ মানত আদায়ের পূর্বেই তিনি ওফাত পেয়েছেন। আমি কি তার পক্ষ থেকে এ মানত পুরো করতে পারি? রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন, কেন নয়। তুমি তার পক্ষ থেকে মানত পুরো করে দাও।

তিন. মাতার বান্ধবী এবং পিতার বন্ধুদের সাথে আচরণ: মাতা- পিতার ওফাতের পর তাঁদের সাথে আচরণের তৃতীয় পন্থা হলো, মাতার বান্ধবী এবং পিতার বন্ধুদের সাথে নেক বা সুন্দর আচরণ করা। সামাজিক জীবনে বুজুর্গ ব্যক্তিদের মতো তাদেরকেও শ্রদ্ধা করতে হবে। তাঁদের মতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। বিভিন্ন প্রশ্নে পরামর্শের সময় তাঁদেরকে শরীক করা এবং সবসময় শ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্বক তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করা আবশ্যক।একবার নবী করীম (সা.) বললেন, পিতার বন্ধুদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা সবচেয়ে সুন্দর আচরণ।

চার. মাতা-পিতার আত্মীয়স্বজনের সাথে সুন্দৰ আচরন: মাতা পিতার ওফাতের পর আচরণের চতুর্থ পন্থা হলো, মাতা-পিতার আত্মীয় স্বজনের সাথে সুন্দর আচরণ করা। মাতামহের পক্ষের আত্মীয়। যেমন: খালা, মামী, নানী, নানা প্রতি এবং পিতামহের পক্ষের আত্মীয়। যেমন, চাচা, ফুফু, দাদা-দাদী ইত্যাদি। এ সকল আত্মীয় থেকে মুখাপেক্ষাহীনতা থাকা এবং বেপরোয়া ভাব প্রদর্শন প্রকৃত পক্ষে মাতা-পিতার প্রতি মুখাপেক্ষীহীন থাকার নামান্তর এবং একজন মুমিন ও মুমিনা মাতা-পিতার সাথে বেপরোয়ামূলক আচরণ করতে পারে না। আল্লাহর রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন , তামেরা তোমাদের পিতা ও পিতামহের সাথে কখনও বেপরায়োমূলক আচরণ করবে না। মাতা-পিতার সাথে বেপরায়োমূলক আচরণ করা আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়ার শামিল।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, March-2021
Year-13

সৌখিন মাছ শিকার করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় সিডনিতে দুইজন বাংলাদেশীর মর্মান্তিক মৃত্যু

১ম পৃষ্ঠার পর

মাহদী খান (৩০) এবং মোজাফফর আহমেদ (৩৭) নামের এ দুইজন বাংলাদেশী সিডনিতে বাংলাদেশী অধ্যুষিত এলাকা লাকেম্বায় বাংলাদেশী দোকানে ব্যবসা ও কাজ করার সুবাদে কমিউনিটির বিপুল একটি অংশের কাছে পরিচিত মুখ ছিলেন।

অস্ট্রেলিয়ায় বড়শি দিয়ে মাছ ধরা একটি জনপ্রিয় বিনোদনমূলক কাজ। তবে রক ফিশিং নামে পরিচিত পাথুরে সৈকতের উপর দাঁড়িয়ে মাছ ধরা একটি বিপদজনক কাজও বটে। রক ফিশিং করতে গিয়ে উঁচু পাথর থেকে পড়ে গিয়ে প্রায়শ মানুষের মৃত্যু ঘটে। মাহদী এবং মোজাফফর যেখানে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন, ঠিক একই জায়গায় তিন সপ্তাহ আগে ২২ জানুয়ারী ২০২১ শুক্রবার রাত দশটায় তিনজন সৌখিন মাছশিকারী মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এই জনপ্রিয় স্থানটিতে মাঝে মাঝে হঠাৎ করে উঁচু ঢেউ এসে মাছ ধরতে থাকা মানুষদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এ কারণেই রক ফিশিং করতে গেলে সবসময় পার্সোনাল প্রটেকটিভ গিয়ার নিয়ে যাওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে নির্দেশনা দেয়া হয়।

১২ ফেব্রুয়ারী তারিখে বিকেল সাতটার সময় স্থানীয় পুলিশের একটি পেট্রল গ্রূপ সাগরের ঢেউয়ে হাবুডুবু খেতে দেখে উদ্ধার অভিযানের সুচনা করে। এ সময় পুলিশ সদস্যরা, জরুরী সেবাকর্মীরা, সার্ফ লাইফসেভিং কর্মীরা এবং স্থানীয় লোকজন মিলে হেলিকপ্টার এবং নৌকার মাধ্যমে তিনজন ডুবন্ত মানুষকে উদ্ধার করে। তাদের মাঝে একজন বেঁচে গেলেও বাকি দুইজনকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। উদ্ধার অভিযানের সময় দুইজন পুলিশ সদস্য ঢেউয়ের আঘাতে সামান্য আহত হওয়াতে তাদেরকেও উলংগং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

একই স্থানে অল্প কয়েকদিনের ব্যবধানে এই মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটার পর লাইফসেভিং এনএসডব্লিউ নামের জরুরী সেবাবিভাগের প্রধান স্টিভেন পিয়ার্স এক বিবৃতিতে বলেন, রক ফিশিং করতে গেলে লাইফ জ্যাকেট সহ প্রয়োজনীয় সকল নিরাপত্তা সামগ্রী নিয়ে যাওয়ার জন্য জনসাধারণকে অনুরোধ করা হচ্ছে। উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করলে জীবনহানির মতো এই ধরণের দুঃখজনক দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব।

সিডনির লাকেম্বা এলাকায় বাংলাদেশী নানা গ্রোসারি শপ এবং রেস্টুরেন্টের অবস্থান। দুরদুরান্ত থেকে বাংলাদেশী এই এলাকায় আসেন তাদের পরিবারের বাজার সদাই করার জন্য। এ লাকেম্বাতেই অবস্থিত মাহি হালাল বুচারী এবং ঘরোয়া কিচেন রেস্টুরেন্টের ব্যবসায়ী ত্রিশ বছর বয়সী মাহদী খান এবং ডেইলি শপিং নামের গ্রোসারী শপের কর্মচারী সাইত্রিশ বছর বয়সী মোজাফফর আহমেদ এই লাকেম্বা এবং পার্শ্ববর্তী ওয়ালী পার্ক এলাকাতেই বসবাস করতেন। এদের মাঝে মাহদী খান সম্প্রতি বিয়ে করেছিলেন এবং সদ্যবিবাহিত স্ত্রী এখনো বাংলাদেশেই রয়েছেন। সপ্তাহান্তে শুক্রবার বিকেলে সৌখিন মাছ ধরা ও বেড়াতে গিয়ে দুর্ভাগ্যক্রমে তারা এই দুর্ঘটনার শিকার হন।

সুপ্রভাত সিডনির পক্ষ থেকে সিডনি পুলিশ হেড কোয়ার্টার মিডিয়া ইউনিটের সাথে যোগাযোগ করা হলে পুলিশের মিডিয়া ইউনিট জানায়, পুলিশ সদস্য সহ জরুরী বিভাগের সদস্যরা দুর্ঘটনায় আক্রান্ত মানুষদের উদ্ধার ও বাঁচানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। উদ্ধারকারী হেলিকপ্টার থেকে মই এর মাধ্যমে একজনকে তুলে আনা সম্ভব হয় এবং উদ্ধার পাওয়া ব্যক্তি এখনো মারাত্মক আহত অবস্থায় (এ রিপোর্ট লিখা পর্যন্ত) উলংগং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। পুলিশ সদস্যরা এবং স্থানীয় জনসাধারণ মিলে সাগরে নেমে অন্য দুইজনকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে। তাদের মাঝে একজনকে সিপিআর বা মুখে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের চেষ্টা করেও বাঁচানো সম্ভব হয়নি। অন্য আরেকজনকেও হাসপাতালে নেয়ার পর মৃত্যুবরণ করেছে।

কমিউনিটির পরিচিত মুখ এবং তরুণ বয়সী মাহদী এবং মোজাফফরের এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসীদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। শনিবার ১৩ ই ফেব্রুয়ারি ২০২১ ল্যাকেম্বা মোসাল্লায় ফজরের নামাজের পর মরহুমের জন্য মুসুল্লিরা দোয়া করেন।বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অফ অস্ট্রেলিয়া ও সুপ্রভাত সিডনির নেতৃবৃন্দ যৌথভাবে মরহুমের বাসভবনে যেয়ে তাদের বাবা -মাকে শান্তনা দেন। উপস্থিত সকলকে নিয়ে তাৎক্ষণিক দোয়াও করা হয়।

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম সারির বিভিন্ন দৈনিক গন মাধ্যমে অত্যান্ত গুরুত্ব সহকারে মাহ্দী ও মুজাফ্ফরের মৃত্যুর খবর ছাপা হয়েছে।

মাহ্দী খান সিডনির বাঙ্গালী পাড়ায় অত্যান্ত জনপ্রিয় নাম। সদা হাস্যজ্জ্বল এ যুবকের গ্রামের বাড়ি বিক্রমপুর সিরাজদিখান কিন্ত জন্ম ঢাকার মিরপুর। ২০১০ সালে বাবা মা ও এক বোনের সাথে সিডনি আসেন।মাহদীর বিশেষ একটি লক্ষণীয় বিষয় ছিল,মাথায় সব সময় টুপি ও চোয়ালে দাঁড়ি। যৌবনের এবাদতের গুরুত্ত আল্লাহ পাকের দরবারে অপরিসীম এটা সে অল্প সময়ে বুঝে তার উপর আ'মল শুরু করে দেয়। দ্বিনের মেহনতের সাথে কিছুটা জড়িত থাকার পরই ***১৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন***

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

১৪ পৃষ্ঠার পর

আল্লাহ পাক তাকে সুন্নতের উপর আ'মল করার তৌফিক দিয়েছেন।

ময়না তদন্ত শেষে পরিবারের কাছে মৃত দেহ হস্তান্তর করা হলে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারি ২০২১ স্থানীয় রকউড কবরস্থানে সবার প্রিয় মাহদীর নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে না গেলে কারো বুঝার উপায় ছিলনা যে সত্যিকার অর্থে মাহদীর আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা। মানুষ তাকে কত ভালবাসে,তার প্রমান মিলেছে কবরস্থানে। বিশাল কবরস্থানে তিল ধারনের জায়গা ছিল না। লোকে লোকারন্য। শুধু বাংলাদেশী মুসলমান নয়,বিভিন্ন ভাষার বা জাতির মুসলমান বন্ধু ও শুভাকাঙ্খীরা একত্রিত হয়েছেন তাকে এক নজর শেষ বারের মতো দেখার জন্য। যানাজার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে অমায়িক বাবা আকরাম খানের হৃদয় ছুঁয়া বক্তব্যে সকলের চোখে অশ্রুর বন্যা বয়ে যায়। বাংলাদেশী হাক্কানি আলেম সাইফুল হাসানা শহীদ মাহ্দী খানের নামাজে জানাজা পড়ান। শরীয়তের নিয়ম অর্থাৎ মহান আল্লাহ পাক ও আমাদের শেষ নবী (সা) এর আদেশ অনুসারে কোনো মুসলমান যেখানে মারা যাবে -সেখানেই কবর দেবার বিধান। মৃত ব্যক্তির যেহেতু আর কোনো ক্ষমতা থাকে না সেহেতু যারা মৃতের দাফনের কাজে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক তারা হাক্কানি আলেম বা ওলামাদের থেকে জেনে তারপর ব্যবস্থা নেওয়া ভালো। কেননা ভালো কাজ করতে যেয়ে ইলমের (পরিপূর্ণ ইসলামী জ্ঞান) অভাবে ভালো কাজ ভেবে ইসলামি কাজের বিরুদ্ধে কাজ করলে জবাবদিহি করতে হবে।

কারন প্রতিটি মুসলমান নর নারীর জন্য ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা ফরজ।

সুপ্রভাত সিডনির পক্ষ থেকে আমাদের দো'য়া,আল্লাহ পাক যাতে জান্নাতুল ফেরদৌস দেন করেন ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা।

টার্কিশ মিডিয়া অফিসে সুপ্রভাত সিডনির সৌজন্য সাক্ষাত

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ২রা ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার ২০২১ অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত একমাত্র পত্রিকা সুপ্রভাত সিডনি টার্কিশ মিডিয়া অফিসে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে টার্কি মিডিয়া অফিসে নিয়ে যান অফিসের রিসিপশনিস্ট।

সুপ্রভাত সিডনির প্রধান সম্পাদক আব্দুল্লাহ ইউসুফ শামীম ও রিপোর্টার মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা এ সৌজন্য সাক্ষাতে অংশ নেন। টার্কিশ মিডিয়ার পক্ষে ছিলেন মিডিয়া লিমিটেডের প্রধান কর্ণধার সভাপতি Mr Yuksel Cifci.

টার্কিশ মিডিয়ায় ১০০ এর বেশি লোক স্বেচ্ছাশ্রম দিচ্ছে গোটা অস্ট্রেলিয়ায় সাপ্তাহিক এ পত্রিকাটির জন্য। ইংরেজি ও টার্কিশ ভাষায় প্রকাশিত প্রতি সপ্তাহে ৫ হাজার কপি অস্ট্রেলিয়ার প্রত্যান্ত অঞ্চলে ডেলিভারি দেয়া হয়। The Voice of Turkey নামে প্রতিদিন রেডিও (৯৮৫ ডিজিটাল) প্রতিটি রাজ্যে সাড়া জুগিয়েছে।খুব শীঘ্র তারা IPTV শুরু করতে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন।

ভবিষ্যতে সুপ্রভাত সিডনির সাথে এক সাথে কাজ করবে বলে মত প্রকাশ করেন মিডিয়ার প্রধান কর্মকর্তা।

Drexler & Partners
Litigation and Insurance Lawyers

Experts In Motor Vehicle Claims &
- Workers Compensation Claims
- Public Liability Claims (slip & fall)
- Medical Negligence
- Product Liability

No Win - No Pay! for our legal costs

Law Society Accredited Specialists

And
- Family Law • Family Provisions
- Commercial Law
- Conveyancing
- Acting in Supreme Court, District Court and Local Court
- Defamation

Contact
Waldemar Draxler & Hamad Zreika
(T) 61-2-9211 3399
(T) 61-2- 9188 1270
(F) 61 -2-9211 6032

Suite 11, Level 11, 59 Goulburn Street SYDNEY NSW 2000
Our New Office : Suite - 204, Level - 2, 39 Queen st, Auburn NSW 2144

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, March-2021
Year-13

সিডনির দুর্ঘটনা এবং আমাদের আত্মোপলব্ধি

মুজাম্মেল হোসেন, অটোয়া, ক্যানাডা

সম্প্রতি সিডনিতে আমাদের কমিউনিটির দুজন ভাই মর্মান্তিক মৃত্যুর শিকার হয়েছেন। 'সুপ্রভাত সিডনি' এর সম্পাদক শামীম ভাইয়ের পাঠানো সংবাদ এবং আলোচনা থেকে অনেকটা বিস্তারিত জানার সুযোগ পেয়েছি। আমি তাদের কাউকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনি না, তবে কমিউনিটির একজন সদস্য হিসেব আমিও সবার সাথে সমানভাবে ব্যাথিত এবং আল্লাহর কাছে তাদের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি। প্রতিটি মৃত্যুই আমাদের কাঁদায়। কিন্তু আমরা কি ভেবে দেখেছি এসব মৃত্যু থেকে আমাদের কি ধরনের শিক্ষা নেয়া ও সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি; নাকি 'ইন্না লিল্লাহ' পড়েই আমাদের সকল দায় দায়িত্ব শেষ করেছি?

আমরা জানি মানুষ মাত্রই মরণশীল, তাই বলে কি বিপদসংকুল ও ঝুঁকিপূর্ণ ফাঁদগুলোতে যেয়ে আমরা সেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করবো নাকি সজাগ বিবেক প্রয়োগ করে সতর্ক থাকবো? এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য নানাবিধ ঝুঁকি আমাদেরকে নিতে হয়, তা কখনো ইচ্ছায়, কখনোবা অনিচ্ছায়। তবে এমন অনেক ঝুঁকি কেউ কেউ নিয়ে থাকে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী মনোভবের প্রগলভ বাসনায়, কখনোবা স্রেফ বিনোদন এর জন্য অথবা নিজের বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য।

মাত্র দুই বছর আগে পটুয়াখালী কুমির প্রজনন কেন্দ্রে কুমিরের সাথে সেলফি তুলতে গিয়ে নিহত হন রনি নামের একজন তরুন। খবরের কাগজগুলোতে রনির পরিচয় দিয়ে বলা হয়েছে, তিনি একটি বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মেধাবী ছাত্র। যিনি আসন্ন বিপদ আঁচ করতে পেরেও কোন এক অজানা নেশার প্রবল আকর্ষণে নিরাপত্তা বেস্টনী ভেদ করে সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে ক্ষুধার্ত কুমিরের থাবার সীমানার মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন। জানি না এ কেমন মেধা! সাঁতার না জানলেও বন্ধুদেরকে নিজেদের পৌরুষ দেখানের জন্য গেল বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্ল্যাহ হলের পুকুরে ঝাপ দিয়ে প্রাণ হারান ওই হলেরই দুজন ছাত্র। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে বিনোদন করতে যেয়ে প্রতিবছরই অসীম সমুদ্রের গহীনে চিরতরে হারিয়ে যায় অনেক তরুন-যুবক। অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন সৈকতে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সার্ফিং করতে যেয়ে হাঙ্গরের খাবারে পরিনত হওয়ার খবর অনেকটা নিয়মিত। শীতকালে ক্যানাডার বিভিন্ন স্পটে স্কীং করতে যেয়ে জীবন্ত মানুষগুলোর বরফের বিশাল স্তুপের গভীরে প্রোথিত হয়ে যাওয়ার খবর নতুন কিছু নয়। আবার কেউবা নিজের শক্তি পরীক্ষা করার জন্য বাঘ-ভল্লুকের খাঁচায় ঢুকে আর জীবন নিয়ে বের হওয়ার পথ খুঁজে পায়নি। শুধু তাই নয় খবরের শিরোনাম হওয়া কিংবা কেবলই খ্যাতির শীর্ষে আরোহনের জন্য হিমালয়ের চুড়ায় ওঠার রঙ্গীন স্বপ্নে এ পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছে হাজার খানেক। এরা খবরের শিরোনাম হলেও নিজেরা কেউই এসব খবর দেখে যেতে পারেনি। এভাবে আরো কত কি কোথায় ঘটছে তা আমাদের অজানা।

কিন্তু বিবেক সম্পন্ন মানুষ হিসেবে আমাদের করণীয় কি?

প্রশ্ন উঠতে পারে রাইট ব্রাদার্স জীবনের ঝুঁকি না নিলে আমরা কি আজ উড়োজাহাজে চড়তে পারতাম? নীল আর্মষ্ট্রং প্রাণ হাতে করেই তো চাঁদের মাটিতে পা রেখেছিলেন। বিজ্ঞানী আলফ্রেড নোবেল অনেক সাহস করেই ডিনামাইট পরীক্ষা করেছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি! হ্যাঁ, সবই সত্য বটে! কিন্তু প্রশ্ন আসবে আমাদের যে দুজন ভাই মাছ শিকারে গিয়ে মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারালেন তারাও কি এমন কোন আবিষ্কারের আকাংখায় জীবন বাজি রেখেছিলেন?

এক ধরনের মানুষ পৃথিবীতে রত হয়েছে মূর্তি পূজায়, আরেক ধরনের মানুষ মেতে উঠেছে ফূর্তি পূজায়। দেশে কি প্রবাসে প্রায় সর্বত্রই একই চিত্র। জানি অনেকেই এসব কথা ভালোভাবে গ্রহণ করবেন না। তারপরেও নিজেদের স্বার্থে এ বিষয়গুলো একটু হলেও ভেবে দেখা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। কেউ হয়তোবা বলবেন মাছ ধরা কি দোষের কিছু? না, মোটোই নয়! তবে সমুদ্রে এমন মাছ কেন ধরতে যেতে হবে যেখানে মাছ শিকার করার পরিববর্তে নিজেই সমুদ্রের শিকারে পরিণত হয়ে যাবে?

মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অতিরিক্ত আবেগ একটি দূরারোগ্য ব্যাধি হিসেবে চিহ্নিত। পরিনতি যাই হোক আমাকে এটি করতেই হবে, সেখানে যেতেই হবে ইত্যাদি আচরণগুলোকে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় Emotional dysregulation; কেউ কেউ এটিকে Borderline Personality Disorder (BPD) বলে থাকেন। তবে যে কোন বাহারি নামেই এই ব্যাধির লেবেল অংকিত করার হোক না কেন এমন অনিয়ন্ত্রিত আবেগ, উচ্ছাস আমাদের পরিহার করা উচিৎ। তা ছাড়া এতে সত্যিই কি কোন কল্যাণ রয়েছে?

মনে রাখতে হবে একজন মুসলমানের জীবন গঞ্জিকামুগ্ধ বায়ুগ্রস্ত সন্যাসীদের মত তুরীয়লোকে হারিয়ে যাবার জন্য নয়। বরং একজন ঈমানহীন ব্যক্তি অনায়াসেই এই ফানুস পৃথিবীর মধ্যে হারিয়ে গেলেও একজন ঈমানদারের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীই হারিয়ে যায়। আমাদের কাছে সফলতা ব্যর্থতার প্রকৃত সঙ্গা কি? এ ক্ষেত্রে আল্লাহর দেয়া সঙ্গা আমরা পুরোটাই ভুলে গিয়েছি। নিজেদের মত করে যে যেভাবে পারছি সফলতা আর ব্যর্থতার চিত্রাঙ্কন করছি। কে কতটি দেশ ভ্রমণ করেছি, মনমাতানো দর্শণীয় স্থানগুলোতে বছরে কতবার হানা দিয়েছি কিংবা কত টাকার ব্যাংক ব্যালেন্স করতে পেরেছি তা আজ আমাদের স্ট্যাটাসের প্রচন্ডতা মাপার ব্যারোমিটারে পরিণত করে ফেলেছি। তার পরিণতিতে এই বায়বীয় সামাজিক অবস্থান এর রূপকথা আমাদের জীবনকে কালবৈশাখীর ঝড়ের মতই ওলটপালট করে দিয়েছে।

মূলত এই জীবন আল্লাহর দেয়া, জীবনের আঁকে বাঁকে ঘটে যাওয়া প্রতিটি বিষয় অত্যন্ত নিখুত ভাবে রেকর্ড হচ্ছে; সময় আসলে এর জন্য পাই পাই করে হিসেব দিতে হবে। তাই নিজের খেয়াল-খুশি মত সময়ের অপব্যবহার করা কোনভাবেই সমীচিন হতে পারে না।

হাশরের ময়দানে প্রতিটি মানুষকে কয়েকটি বিশেষ প্রশ্ন করা হবে। এ সম্পর্কে একটি বিখ্যাত হাদিস রয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসিত না হওয়া পর্যন্ত কোন আদম সন্তানের পা তার প্রতিপালকের সামনে থেকে বিন্দুমাত্র নড়তে পারবে না।

প্রশ্নগুলো হচ্ছেঃ

১. তার জীবনকাল সে কিভাবে কাটিয়েছে?

২. যৌবনকালের শক্তি সামর্থ কোন কাজে লাগিয়েছে?

৩. তার সম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করেছে?

৪. তার অর্জিত সম্পদ কোন পথে ব্যয় করেছে?

৫. আর যে জ্ঞান সে অর্জন করেছে, সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করেছে কি না?

এসব প্রশ্ন কি কখনো আমাদের অন্তরকে বিন্দুমাত্রও নাড়া দেয়? বিবেক ও বিবেচনাবোধকে জাগ্রত করে?

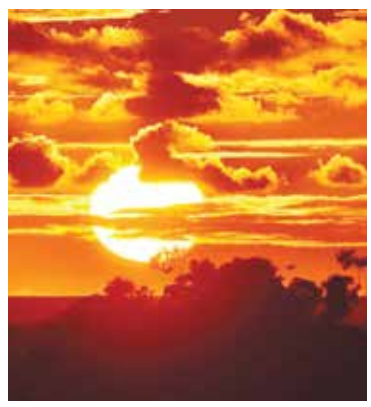

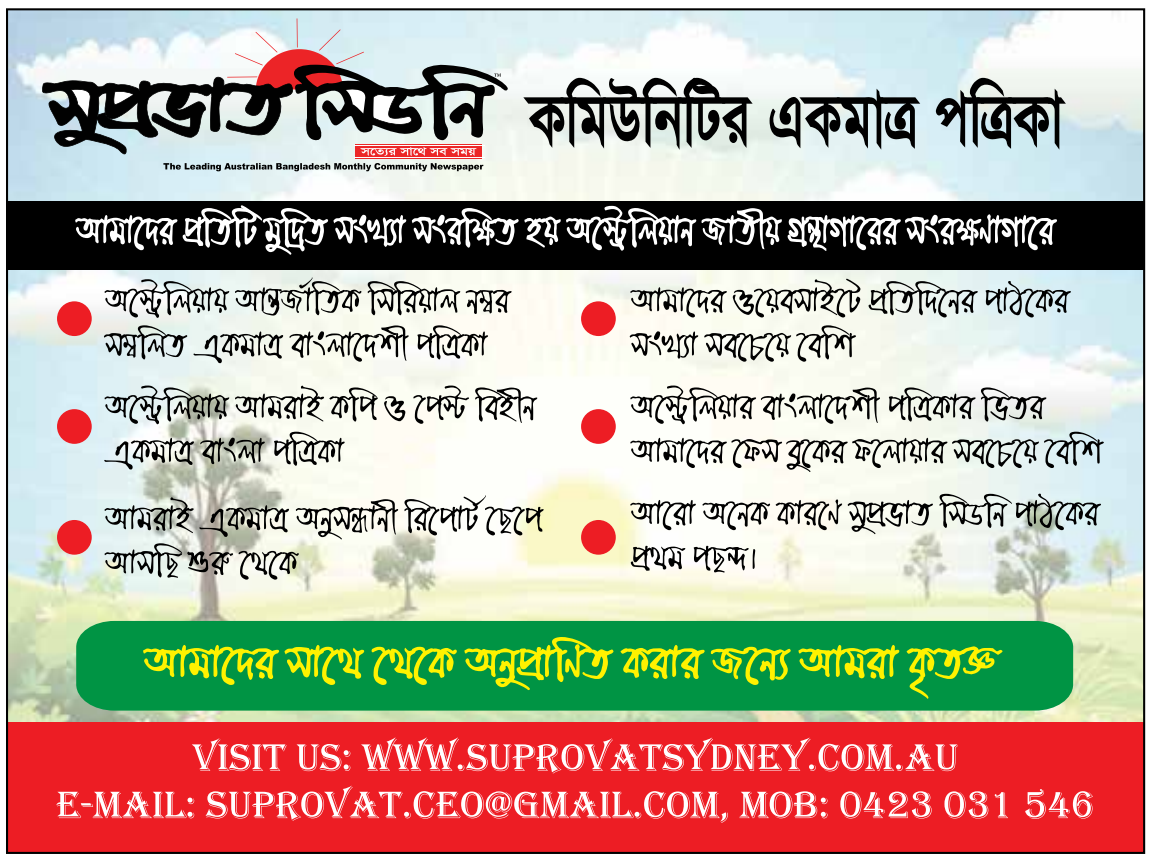

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

বিনা মূল্যে অস্ট্রেলিয়া সরকার করোনার টিকা দেয়ার ঘোষণা

জনসাধারণের টিকা বিরোধী বিক্ষোভ

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থানকারী সকল প্রবাসীকে বিনামূল্যে কোভিড ১৯ এর টিকা দেয়া হবে। আগামি অক্টোবরের মধ্যে সকলকে এ টিকা প্রদান করা হবে। তবে অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকদের প্রাধান্য দেয়া হবে।

অস্ট্রেলিয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রী গ্রেগ হান্ট বলেন, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে রয়েছেন এমন প্রত্যেকেই বিনা মূল্যে টিকা দেওয়া হবে। চলতি মাসের মধ্যে টিকাদান কর্মসূচি চালু হওয়ার কথা রয়েছে। এরপর মার্চ মাস থেকে অ্যাস্ট্রাজেনিকা এবং পরে নোভাভ্যাক্সের টিকা দেওয়া হবে। ইতেমধ্যে ১৫ কোটি টিকার চালানের কথা থাকলেও বাড়তি আরও এক কোটি টিকা আমদানি করবে।

অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থানরত সকল নাগরিকসহ স্থায়ী-অস্থায়ী, শরণার্থী, আশ্রয়প্রার্থী ও সুরক্ষাপ্রার্থী সব ভিসাধারী, এমনকি কোন ভিসায় আবেদন করে ব্রিজিং ভিসায় অস্ট্রেলিয়ায় রয়েছেন এমন সবাইকেও বিনা মূল্যে টিকা দেবে সরকার।

একদিকে সরকার বিনামূল্যে করোনা ভেক্সিন দিবে বলে ঘোষণা দিলেও অন্য দিকে জনসাধারণ অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন শহরে করোনাভাইরাস টিকা বিরোধী বিক্ষোভ শুরু করেছে। অস্ট্রেলিয়ায় বিনামূল্যে টিকা দেওয়া হবে, তবে এটি নেওয়া বাধ্যতামূলক নয়।

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারি শনিবার ২০২১ মেলবোর্ন, সিডনি ও ব্রিসবেনসহ বিভিন্ন শহরে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। হাজারো লোকের সমাগম ছিল চোখেপড়ার মতো। প্রতিবাদকারীরা রং বেরঙের বিভিন্ন পোস্টের,ব্যানার ফেস্টুনে হাজির হয়। সিডনিতে প্রতিবাদকারীরা টিকা দেওয়ার বিরুদ্ধে বিভিন্ন পোস্টার বহন করে। কোনো কোনো প্রতিবাদকারী 'আমার দেহ, আমার পছন্দ' বলে শ্লোগান দিয়ে কম্পিত করে তুলে রাজপথ। আবার কেউ কেউ পোস্টারে লিখেন: "আমি পরোয়া করি না, আপনি টিকা চান, টিকা নিন কিন্তু এটি নেওয়ার জন্য আমাকে জোর করবেন না।"

প্রতিবাদগুলো শান্তিপূর্ণভাবে হলেও মেলবোর্নে পুলিশ বেশ কয়েকজনকে আটক করেছে আইন ভঙ্গের জন্য। মেলবোর্নে পুলিশের সঙ্গে প্রতিবাদকারীদের সংঘর্ষ বাধে, পুলিশ পেপার স্পে ব্যবহার করে তাদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে ও বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে ১৫ জন কোভিড-১৯ আইন লঙ্ঘনের দায়ে জারিমানা করে ,অপর পাঁচ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তার বাধা প্রদান, পুলিশকে বাধা দেওয়া ও বিস্তারিত তথ্য দিতে অস্বীকার করার অভিযোগ আনা হয়েছে।

স্বাধীনতার সুবর্ন জয়ন্তী উদযাপনের লক্ষে অস্ট্রেলিয়ায় সোহেল মাহমুদ ইকবাল সমন্বয়ক নির্বাচিত

১ম পৃষ্ঠার পর

এরই ধারাবাহিকতায় অস্ট্রেলিয়া থেকে মনোনিত আট জন সদস্যদের মধ্যে থেকে সমন্বয়ক নির্ধারনের জন্য একটি সভা গত ২২শে ফেব্রুয়ারি সোমবার ২০২১ সিডনির ল্যাকেম্বার একটি রেস্তোরায় অনুষ্ঠিত হয় । সমন্বয়কের পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন অস্ট্রেলিয়া বিএনপির সাবেক সভাপতি মনিরুল হক জর্জ এবং খুলনা বিআইটির সাবেক ভিপি সোহেল মাহমুদ ইকবাল (ইঞ্জিনিয়ার)। আটজন কাউন্সিলরের একজন শারীরিক অসুস্থতায় কারনে অনুপস্থিত ছিলেন। বাকী সাত জনের ভিতর শান্তিপূর্ণভাবে আলোচনা ও পর্যাচলনার প্রেক্ষিতে সমন্বয়ক নির্ধারণে পরোক্ষ বা প্রত্যেক্ষ নির্বাচনের সুপারিশ করেন।অবশেষে গোপন ভোটের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক নির্বাচন সম্পন্ন হলে সোহেল মাহমুদ ইকবাল ৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন, মনিরুল হক জর্জ পান ৩ ভোট।

নির্বাচন শেষে সোহেল মাহমুদ ইকবালের কাছে তার অনুভূতি জানতে চাইলে তিনি বলেন- " আমি আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা আমাকে ভোট দিয়েছেন আর যারা ভোট দেননি সবাইকে। কেননা ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য, আমার নেতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তন করেছেন, দেশমাতা বেগম খালেদা জিয়া গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে যেয়ে সন্তান হারিয়েছেন, ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলায় এই বৃদ্ধ বয়সে কারাবরণ করেছেন; গৃহবন্দী হয়ে আছেন, কোটি তরুনের প্রাণের স্পন্দন তারেক রহমান গনতন্ত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে গিয়ে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়ে আজ দীর্ঘ তের বছর নির্বাসিত হয়ে আছেন। আজকে আমি কাউকে হারাইনি কিংবা কেউ আমাকে হারায়নি; আজকে জয় হয়েছে গণতন্ত্রের, জয় হয়েছে ভোটের অধিকারের। আর আমরাতো ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যেই আন্দোলন করে যাচ্ছি. আজকে সমন্বয়ক আমি একা নই, সমন্বয়ক অস্ট্রেলিয়া বিএনপির প্রতিটি নেতা কর্মী। মনিরুল হক জর্জ, দেলোয়ার হোসেন দীর্ঘদিন যাবৎ অস্ট্রেলিয়া বিএনপির রাজনীতি করে আসছেন. আমার বিশ্বাস - শুধু সুবর্ন জয়ন্তী উদযাপন নয়, আমরা সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশ নায়ক তারেক রহমানের নির্দেশে এক সাথে কাজ করবো,আমাদের অনুষ্ঠানের বিস্তারিত নেতাকর্মীদের সাথে আলোচনা করে পরবর্তীতে সবাইকে জানানো হবে ইনশাল্লাহ।"

সভায় এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের অস্ট্রিলিয়ার প্রতিনিধিদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া বিএনপির সাবেক সভাপতি মনিরুল হক জর্জ, সাবেক আহ্বায়ক দেলোয়ার হোসেন, স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক এবং বিএনপি নেতা মোসলেহ উদ্দিন আরিফ ,বিএনপি নেতা ও সাবেক কেন্দ্রীয় ছাত্রদল নেতা মোহাম্মদ হায়দার আলী , স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক কেন্দ্রীয় মহিলা বিষয়ক সম্পাদক মুন্নী চৌধুরী মেধা, সাবেক ছাত্রনেতা সোহেল মাহমুদ ইকবাল ও বিএনপির বিদেশী সম্পর্ক বিষয়ক কমিটির সদস্য রাশেদুল হক ।

ফ্রান্সে প্রথম স্থায়ী শহীদ মিনার উদ্বোধন

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

ফ্রান্সে বহু কাঙ্খিত স্থায়ী শহীদ মিনারের উদ্বোধন করা হয়েছে। গোলাপী শহর বলে খ্যাত তুলুজের মেয়র, সিটি কাউন্সিলের সহযোগিতায় ও অংশিদারিত্বে নির্মিত এ শহীদ মিনার গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ সকাল ১০ টায় তুলুজের Parc Claifront, Bellefontaine উদ্বোধন করেন তুলুজের মেয়র জন লুক মুডেনক এবং বাংলাদেশি কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশন তুলুজ, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ফকরুল আকম সেলিম। করোনা মহামারির কারণে সীমিত আকারে বাংলাদেশি কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশন তুলুজ, ফ্রান্স, আয়েবা, ডব্লিউবিওসহ বিভিন্ন সংগঠন শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে বিনম্র শ্রদ্ধা জানানো হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্যারিসস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের অ্যাফেয়ার্স পলিটিকস মিনিস্টার এস এম মাহবুবুল আলম, অল ইউরোপিয়ান বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের (আয়েবা) মহাসচিব এবং ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ অর্গানাইজেশনের (ডব্লিউবিও) প্রেসিডেন্ট কাজী এনায়েত উল্লাহ, ডব্লিউবিওর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিরেক্টর জানা মার্টিন, তুলুজের ডেপুটি মেয়র ক্রিস্টোফ আলভেস ও জন ক্লোড ডারডেলেট, শহীদ মিনারের ডিজাইন করেছেন প্রকোশলী বার্নার্ড ভ্যালেনটিন, ফ্রান্জ স্নাইডার প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ফ্রান্সে স্থায়ী শহিদ মিনার স্থাপনের মাধ্যমে আমাদের বাংলা ভাষার ঐতিহ্য ও মর্যাদা ফরাসিরা যেমন জানতে পারবেন, একইভাবে এ দেশে বেড়ে ওঠা আমাদের আগামি প্রজন্মও শ্রদ্ধার সাথে লালন করবে মাতৃভাষার মহিমা। একই সাথে প্রবাসে বাংলা ভাষার মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

অজি ইমি এ্যান্ড এডুকেশন কনসালটেন্সি'র ডিরেক্টর হিসেবে সাংবাদিক মোহাম্মদ আব্দুল মতিনের যোগদান

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

অস্ট্রেলিয়ার স্বনামধন্য এডুকেশনাল কনসালটেন্সি প্রতিষ্ঠান অজি ইমি অ্যান্ড এডুকেশন কনসালটেন্সি ডিরেক্টর হিসেবে যোগদান করেছেন সিডনি প্রবাসী সাংবাদিক মোহাম্মদ আব্দুল মতিন। প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্দ আলতাফ হোসেন তাঁকে এ দায়িত্ব দেন।

অজি ইমি এ্যান্ড এডুকেশন কনসালটেন্সি'র ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ডেভেলপমেন্ট দীর্ঘদিন যাবত স্টুডেন্ট ভিসা, স্কীলমাইগ্রেশন, ওয়ার্কিং এন্ড ট্রেনিং ভিসা, ফ্যামিলি ভিসা, ভিজিট ভিসা, রিজিওনাল স্পন্সরশীপ ভিসাসহ শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সিডনি প্রেস ও মিডিয়া কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল মতিন সিডনি অফিস থেকে তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন এবং বাংলাদেশের অফিস পরিচালনাসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে আন্তর্জাতিক সমন্বয় করবেন।

সাংবাদিক নেতা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন জানান, আড়াই কোটি জনসংখ্যার অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে মাইগ্রেশন নিয়ে এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রতিবছর কয়েক লাখ শিক্ষার্থী অস্ট্রেলিয়ায় আসেন। বাংলাদেশও থেকে প্রতিবছর কয়েক হাজার শিক্ষার্থী পড়তে আসেন। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত তথ্য এবং গাইডলাইনের অভাবে শিক্ষার্থীরা অস্ট্রেলিয়ায় আসতে পারে না। বিভিন্ন ভাবে প্রতারিত হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের নির্ভরযোগ্য তথ্য ও গাইডলাইন প্রয়োজন। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা অস্ট্রেলিয়ায় এসে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে বাংলাদেশের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে । সে ব্যাপারে আমি আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করবো।

বিদেশবাংলা টোয়েন্টিফোর ডট কমের সম্পাদক ও টাইমস টোয়েন্টিফোর টিভি'র অস্ট্রেলিয়া ব্যুরো প্রধান বাংলাদেশ সাংবাদিক অধিকার ফোরামের (বিজেআরএফ) শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল মতিন আরো জানান, অস্ট্রেলিয়া অ্যাওয়ার্ড স্কলারশিপ ২০২১ চালু

হয়েছে। এ স্কলারশিপের অধীনে অনেক গুলো বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এইস্কলারশিপের আওতায় সম্পূর্ণ বিনা বেতনে পড়াশুনার সুযোগ, ফ্রি আবাসন সুবিধা, লিভিং এক্সপেন্সের জন্য মাসিক ভাতা, হেলথ ইন্সুরেন্স, ফ্রি এয়ার টিকেটের সুবিধা, টেক্সটবুকসহ নানা প্রকার শিক্ষা সামগ্রী ক্রয় করার জন্য অতিরিক্ত এলাউন্স প্রদান করা হবে। বাংলাদেশী শিক্ষার্থীরা এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করা যাচ্ছে, matin@aussieconsultancy.com.au, মোবাইল +৬১৪৩৩৩৪৮৮০২

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

সিডনি প্রেস অ্যান্ড মিডিয়া কাউন্সিলের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আলোচনা ও দোয়া

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

সিডনি প্রেস অ্যান্ড মিডিয়া কাউন্সিলের (SPMC) উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়েছে। গত ২০ ফেব্রুয়ারি (শনিবার) ২০২১ সন্ধ্যায় সিডনির ল্যাকেম্বায় কোন এক রেঁস্তোরার হলরুমে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সিনিয়র সহ সভাপতি ও অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত একমাত্র বাংলা পত্রিকার প্রধান সম্পাদক আব্দুল্লাহ ইউসুফ শামীম।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল মতিনের উপস্থাপনায় সভায় প্রথমে মাতৃভাষা বাংলার উৎপত্তি, ইতিহাস এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেন সহ-সভাপতি শিবলী আব্দুল্লাহ। অস্ট্রেলিয়া প্রবাসি বাংলাদেশি লেখক ও সাংবাদিকদের বৃহত্তর প্রথম সংগঠন সিডনি প্রেস অ্যান্ড মিডিয়া কাউন্সিলের আয়োজিত এ অনুষ্ঠান শুরু হয় পবিত্র কোরআন তেলোয়াতের মাধ্যমে। আলোচনায় অংশ নেন, সহ সভাপতি মোহাম্মেদ আসলাম মোল্লা, কার্যকরী পরিষদের সদস্য নাইম আবদুল্লাহ, ড. ফজলে রাব্বি, যুগ্ম সম্পাদক আবদুল আউয়াল, দিলারা জাহান, আলতাফ হোসেন, ড. সৈয়দ ফাওযুল আজীম, আবুল বাশার রিপন, হাজী মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, এস এম দিদার হোসেন প্রমুখ। দেশাত্ববোধক সংগীত পরিবেশন করেন তৌফিক আহমেদ। বক্তারা স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর ভাষা আন্দোলন বলে জানিয়ে বলেন, বাংলা আজ সমগ্র বিশ্বের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা। একুশ আমাদের আত্ম পরিচয়ের অধিকার অর্জনের মাইল ফলক।

অনুষ্ঠানের শেষে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং তাদের রূহের মাগফেরাত কামনা দোয়া করা হয়। এছাড়াও সম্প্রতি সিডনিতে নিহত দুই যুবক মাহাদী ও মোজাফ্ফরের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। সবশেষে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে নৈশভোজের আমন্ত্রনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আব্দুল্লাহ ইউসুফ শামীম ।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, March-2021
Year-13

তিনজন বাংলাদেশী তরুণ সহ মৃতদের স্মরণে সিডনিতে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

ড.ফারুক আমিন, সম্পাদক, সুপ্রভাত সিডনি

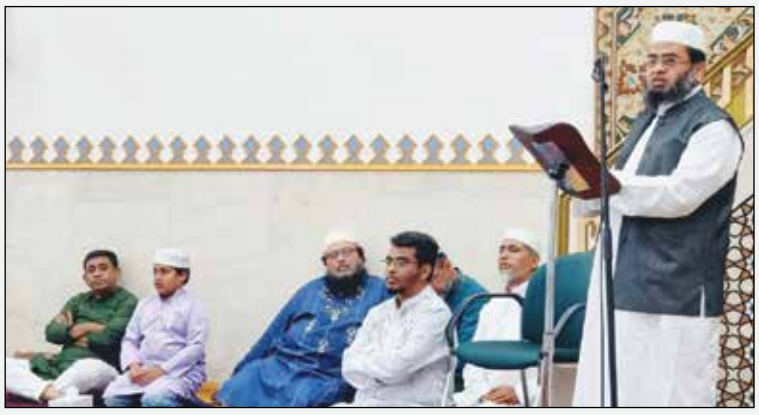

গত ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০২১ শুক্রবার বিকেলে সিডনিতে ইসলামিক প্র্যাকটিস এন্ড দাওয়াহ সার্কেল (আইপিডিসি) নিউ সাউথ ওয়েলস শাখার উদ্যোগে সাম্প্রতিক সময়ে অস্ট্রেলিয়ায় মর্মান্তিক কয়েকটি দুর্ঘটনায় নিহত তিনজন বাংলাদেশী তরুণের জন্য একটি দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিলে সাম্প্রতিক সময়ে মৃত্যুবরণ করা অন্যান্য প্রবাসী বাংলাদেশী ও তাদের আত্মীয় স্বজনদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেও দোয়া করা হয়। বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী এবং অন্যান্য মুসলিম কমিউনিটির মানুষদের উপস্থিতিতে শোকাবহ এই দোয়া মাহফিলে অস্ট্রেলিয়ার স্বনামধন্য আলেমগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের অনেক অস্ট্রেলিয়ান জনপ্রতিনিধিও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তাদের সংহতি ও সহানুভূতি প্রদর্শন করেন।

শুক্রবার আসর নামাজের পর সিডনির সর্বপ্রধান মসজিদ হিসেবে সুপরিচিত আলী বিন আবি তালিব মসজিদে এই মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। সিডনির প্রধানতম বহুসাংস্কৃতিক এলাকা লাকেম্বার ওয়ানজি রোডে অবস্থিত ও বড় মসজিদ নামে পরিচিত মসজিদটিতে আয়োজিত এই মাহফিলে সাম্প্রতিক সময়ে মর্মান্তিক দু'টি পৃথক দুর্ঘটনায় নিহত মেহেদী হাসান খান, মোজাফফর আহমেদ ও শাহাদ শামস নোমানীর পরিবারের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি খোদর সালেহ এবং সেন্ট মেরিজ মসজিদের ইমাম মুহাম্মদ আবু হোরাইরা।

মোহাম্মদ আলতাফ হোসাইনের (ইঞ্জিনিয়ার) পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এ দোয়া অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে আইপিডিসি এনএসডব্লিউ শাখার সভাপতি কামাল মাহমুদ উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আমাদের সন্তানতুল্য এই ছেলেগুলোর মৃত্যু পুরো বাংলাদেশী কমিউনিটিকে শোকে স্তব্ধ করে দিয়েছে।

ফেডারেল সংসদ সদস্য ও অস্ট্রেলিয়ান বিরোধী দলীয় ম্যানেজার অফ অপজিন বিজনেস টনি বার্ক এমপি তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, একজন এমপি বা জনপ্রতিনিধি হিসেবে নয় বরং একজন কমিউনিটি মেম্বার ও একজন পারিবারিক মানুষ হিসেবে তিনি এই আয়োজনে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি দুই বছর আগে তার নিজের বাবার মৃত্যুর ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, মানুষের জীবন ও মৃত্যুর কিছু স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত ধারাবাহিকতা থাকে। কিন্তু এমন অল্পবয়সী ও সম্ভাবনাময় তরুণদের আকস্মিক বিদায় আমাদেরকে ভাষাহীন করে দেয়।

লাকেম্বার স্টেট এমপি জিহাদ দীব বলেন, একজন পিতা বা মাতার জন্য এমনভাবে সন্তানের বিদায়ের ঘটনা একটি অকল্পনীয় বিষয়। তথাপি আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা মেনে নেয়া ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই। তাই আমরা মরহুমদের পিতামাতা ও পরিবারের সদস্যদের ধৈর্য্য দেয়ার জন্য আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করি। আমাদের চারপাশে ঘটে যাওয়া এমন মর্মান্তিক ঘটনাগুলো থেকে আমাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করার এবং সকলের জন্য উপকারী ও ভালো কাজ করার শিক্ষা গ্রহণ করার চেষ্টা করি।

সাবেক ডেপুটি মেয়র কদর সালেহ বলেন,আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুক। প্রতিটি মানুষ দুনিয়াতে আসার সিরিয়াল আছে কিন্ত যাবার কোনো সিরিয়াল নেই। আল্লাহ পাক উনাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে উনার কাছে ফেরত নিবেন -এটা আল্লাহ পাকের প্ল্যান বা ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ।

মরহুম মোজাফফর আহমেদের বড়ভাই জাফর আহমেদ তার সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্যে বলেন, মোজাফফর ছিলেন ব্যতিক্রমী চরিত্রের মানুষ যিনি কখনোই কারো সাথে কোন ধরণের বিবাদ করতেন না। তার সাথে একই দুর্ঘটনায় নিহত মেহেদিও ছিলেন গড়পড়তার চেয়ে অন্য ধরণের মানুষ। এই ধরণের মানুষদের বিদায়ের শূণ্যতা সবাইকে কাঁদিয়েছে। তিনি মোজাফফরের মৃত্যু পরবর্তী নানা আনুষ্ঠানিকতায় সবার স্বতঃস্ফুর্তভাবে এগিয়ে আসার জন্য ধন্যবাদ জানান ও সবার কাছে দোয়ার অনুরোধ করেন।

মরহুম মেহেদী হাসান খানের বাবা আকরাম হোসাইন যখন তার সন্তানের আবেগপূর্ণ স্মৃতিচারণ করছিলেন তখন উপস্থিত সবার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠে। অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ও নামাজী মেহেদী হাসান ছিলেন বাঙালি অধ্যুষিত এলাকা লাকেম্বায় ব্যবসা করার সুবাদে সকলের পরিচিত মুখ। তার বাবা বলেন, পিতা হিসেবে তাকে যেমন দেখেছি তার চেয়েও বেশি দেখেছি একজন সততার প্রতীক যুবক হিসেবে। তার বেড়ে উঠা ও চরিত্রগঠনে তার মায়ের ত্যাগ ও অবদান সবসময়েই অনেক বেশি ছিলো।

মরহুম শাহাদ সামস নোমানীর বাবা হেলালউদ্দিন নোমানী তার বক্তব্যে বলেন, সিডনি ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি শেষ করে এই সোমবারে তার একটি ল ফার্মে কাজ শুরু করার কথা ছিলো অথচ আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো অন্যরকম। তিনি সিডনি ইউনিভার্সিটিতে বাংলাদেশী একজন উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় তরুণ হিসেবে শাহাদের নানা অবদানের স্মৃতিচারণ করে বলেন, সে ছিলো এমন নম্র ও মধুর স্বভাবের সন্তান যার কথা স্মরণ করে এখনো প্রতিবেশী মানুষরা পর্যন্ত কান্না করে।

দোয়া মাহফিলে ইসলামিক প্র্যাকটিস এন্ড দাওয়াহ সার্কেলের সেন্ট্রাল প্রেসিডেন্ট মাওলানা ড. রফিকুল ইসলাম মৃত্যু পরবর্তী জীবন ও আমাদের প্রস্তুতি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত কিন্তু সারগর্ভ আলোচনা পেশ করেন। তিনি বলেন, এই তিনজন তরুণ যেভাবে এই দুনিয়া থেকে আখেরাতের চিরন্তন জীবনের উদ্দেশ্যে বিদায় নিয়েছেন, রাসুল সা. এর হাদীস অনুযায়ী তা শহীদের মৃত্যু। তারপরও মানবিক অনুভূতি ও চিন্তে একজন পিতা বা মাতার জন্য এই বেদনা অকল্পনীয় ধরণের ভারী একটি ব্যাথা। রাসুল সা. নিজেও তার সন্তানদেরকে এভাবে হারিয়েছিলেন এবং সমস্ত কষ্টের পরও ধৈর্য্য ধারণ করেছিলেন। যে কোন মৃত্যুর ঘটনাই আমাদেরকে পরিস্কারভাবে বুঝিয়ে দেয় যে এই পৃথিবীর জীবনের সময়টুকু হলো আমাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মূল্যবান একটি উপহার, যা যথাযথভাবে কাজে লাগানোর জন্য চেষ্টা করা আমাদের প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত। এই তরুণদের জীবনে অনেক স্বপ্ন ছিলো, অনেক গল্প ছিলো। একইরকমভাবে আমাদের সবার জীবনেরই নানা গল্প থাকে। কিন্তু এই পার্থিব পথচলা কখন কিভাবে সমাপ্ত হয়ে যাবে তা কেউই জানেনা। তাই মুসলমান হিসেবে আমাদেরকে সদাপ্রস্তুত থাকতে হবে মৃত্যুর জন্য, এবং এই পৃথিবীর জীবনে সৎকর্ম করাই হলো সবচেয়ে উত্তম প্রস্তুতি। তিনি বলেন, এই ধরণের চমৎকার সন্তানদেরকে যারা পরিচর্যা করে বড় করেছিলেন সেইসব পিতামাতারা আসলে ভাগ্যবান। তদূপরি সবচেয়ে বড় সফলতা হলো পরকালীন জীবনে আল্লাহ তায়ালার দীদার অর্জন করা, মুসলমান হিসেবে যার চেষ্টায় সর্বদা আমাদের ব্যস্ত থাকা উচিত।

স্মৃতিচারণ ও আলোচনা অনুষ্ঠানের সমাপ্তিতে গিয়ে মাওলানা ড. রফিকুল ইসলামের পরিচালনায় মরহুম বাংলাদেশী তরুণ সহ অন্যান্য সকল মৃত প্রবাসী, দেশীয় শুভাকাঙখী ও আত্মীয়-স্বজনদের রুহের মাগরেফরাত ও পরকালীন নাজাত কামনায় দীর্ঘ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত একমাত্র বাংলা পত্রিকা সুপ্রভাত সিডনির কলাকুশলী, বাংলাদেশী সহ বিভিন্ন দেশের প্রবাসী ও অস্ট্রেলিয়ান মানুষদের অংশগ্রহণে এই ব্যতিক্রমী আয়োজনটি বিপুল সংখ্যক উপস্থিত মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছে।

বিদেশের যান্ত্রিক ও ব্যস্ততাপূর্ণ জীবনের মাঝেও সিডনির দূরদুরান্ত থেকে অসংখ্য মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন এই দোয়া মাহফিলে। বিভিন্ন বয়সের ও বিভিন্ন মতের মানুষদের এক সৌহার্দ্যপূর্ণ অংশগ্রহণে সবাই অনুভব করেছেন ধর্মীয় সম্প্রীতি ও মানবিকতার সম্পর্ক আমাদের সবাইকে মানুষ হিসেবে একই বন্ধনে আবদ্ধ করে পরস্পর পরস্পরের জন্য সহমর্মী ও শ্রদ্ধাশীল করে তুলতে পারে।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

ব্রিসবেন বাংলা স্কুলে মহান শহীদ দিবস পালন

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

অস্ট্রেলিয়ায় ব্রিসবেন বাংলা স্কুলে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস । শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের মধ্যে দিয়ে দিনের বিস্তারিত কর্মসূচি পালিত হয়।

বেলা ১২ টায় স্কুলের কাঠের অস্থায়ী শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। বাংলা স্কুলের বর্তমান প্রেসিডেন্ট সাঈদ চৌধুরীর তৈরিকৃত এ কাঠের শহীদ মিনারে এরপর বিএবি, ব্রিসবেন বাংলা রেডিও, বাংলাদেশ পূজা এন্ড কালচারাল সোসাইটি, এসবিডিকিউ, এবিসি, আমরা কজন, ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে। পরে বিশিষ্টজনেরা একুশের চেতনা ও আমাদের মহান অর্জনের ইতিহাস নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

আলোচনার পর বাংলা স্কুলের শিক্ষক নাহিদ শবনব নিঝুমের পরিকল্পনায় ও পরিচালনায় স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশনায় মনোরম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এসময় সোনামনিদের আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশের ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি গান এবং আবৃত্তি, নৃত্য ও গান দিয়ে উপস্থিত দর্শকদের মন জয় করে। এমডি শহীদুজ্জামান এবং শারমিন হোসাইন সুপর্ণা সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল দর্শকদের ধন্যবাদ দিয়ে অনুষ্ঠান শেষে করেন স্কুলের প্রেসিডেন্ট সাঈদ চৌধুরী।

উল্লেখ্য, ইন্সল্যান্ডে স্থায়ী শহীদ মিনার বাস্তবায়নের লক্ষে ড. রাফিউল আলম, সাঈদ চৌধুরী, মাহিউল মুর্শেদ অনু, ড. মাকসুদুর রহমানসহ অনেকে কাজ করে চলেছেন। ইতোমধ্যে জায়গা নির্ধারণ, প্রাথমিক নকশা সিটি কাউন্সিল অফিসে জমা দেয়া হয়েছে। অচিরেই ব্রিসবেন শহরে স্থায়ী শহীদ মিনার তৈরি হতে যাচ্ছে। যা বাংলাদেশীদের এই দীর্ঘদিনের স্বপ্ন সফল হতে চলেছে।

একুশে একাডেমী অস্ট্রেলিয়ার উদ্যোগে ‘আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান’

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে গত ২০শে ফেব্রুয়ারী হার্সভিল সিভিক থিয়েটারে সন্ধ্যা ৬:৪৫ অনুষ্ঠিত হয় একুশে একাডেমী আয়োজিত ‘আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান’। সঞ্চালনায় ছিলেন সাধারণ সম্পাদক রওনক হাসান এবং আবৃত্তিকার মুনা মুস্তাফা। কারিগরী সহযোগিতায় ছিলেন কার্যকরী সদস্য ডঃ মুনীরা হক এবং বুলবুল আহমেদ।

একুশে একাডেমী অস্ট্রেলীয়ার বর্তমান সভাপতি আব্দুল মতিন (প্রকৌশলী) আগত অতিথিদের এবং জুমের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনকারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। শুরুতেই ১৯৫২ সালের সকল ভাষা শহীদদের স্মরণে এবং একুশে একাডেমীর নিয়মিত সদস্য শারমিন পাপিয়ার অকাল মৃত্যুতে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে জুমের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে অংশগ্রহণ করেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও কথাশিল্পী সেলিনা হোসেন এবং ক্যানবেরা হতে হাইকমিশনার সুফিউর রহমান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র কার্ল সালেহ, বাংলাদেশ দূতাবাসের কনসাল জেনারেল খন্দকার মাসুদুল আলম সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ।

অমিয়া মতিন ,অভিজৎ বড়ুয়া, পিয়াসা বড়ুয়া , সুমিতা দে সহ একুশে একাডেমীর নিয়মিত শিল্পীবৃন্দ দলীয় এবং একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সুমিতা দে’র পরিচালনায় একুশে একাডেমীর শিশু কিশোররা সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে।

একুশে একাডেমীর প্রকাশনা সম্পাদক ডঃ শাখাওয়াত নয়নের সম্পদনায় - একুশে একাডেমীর গত ২১ বছরের নিয়মিত বার্ষিক প্রকাশনা ‘মাতৃভাষা’ থেকে বাছাই করে একটি সংকলন বই আকারে বের করা হয়।

অনুষ্ঠানে নিহাল নিয়ামুল বারী ২০২০-২০২১ এর সকল রক্তদাতাদের অভিনন্দিত করেন এবং সকল রক্তদাতাদের নাম উল্লেখ করেন।

সর্বশেষে একুশে একাডেমী অস্ট্রেলীয়ার সহ-সভাপতি ডঃ সুলতান মাহমুদ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

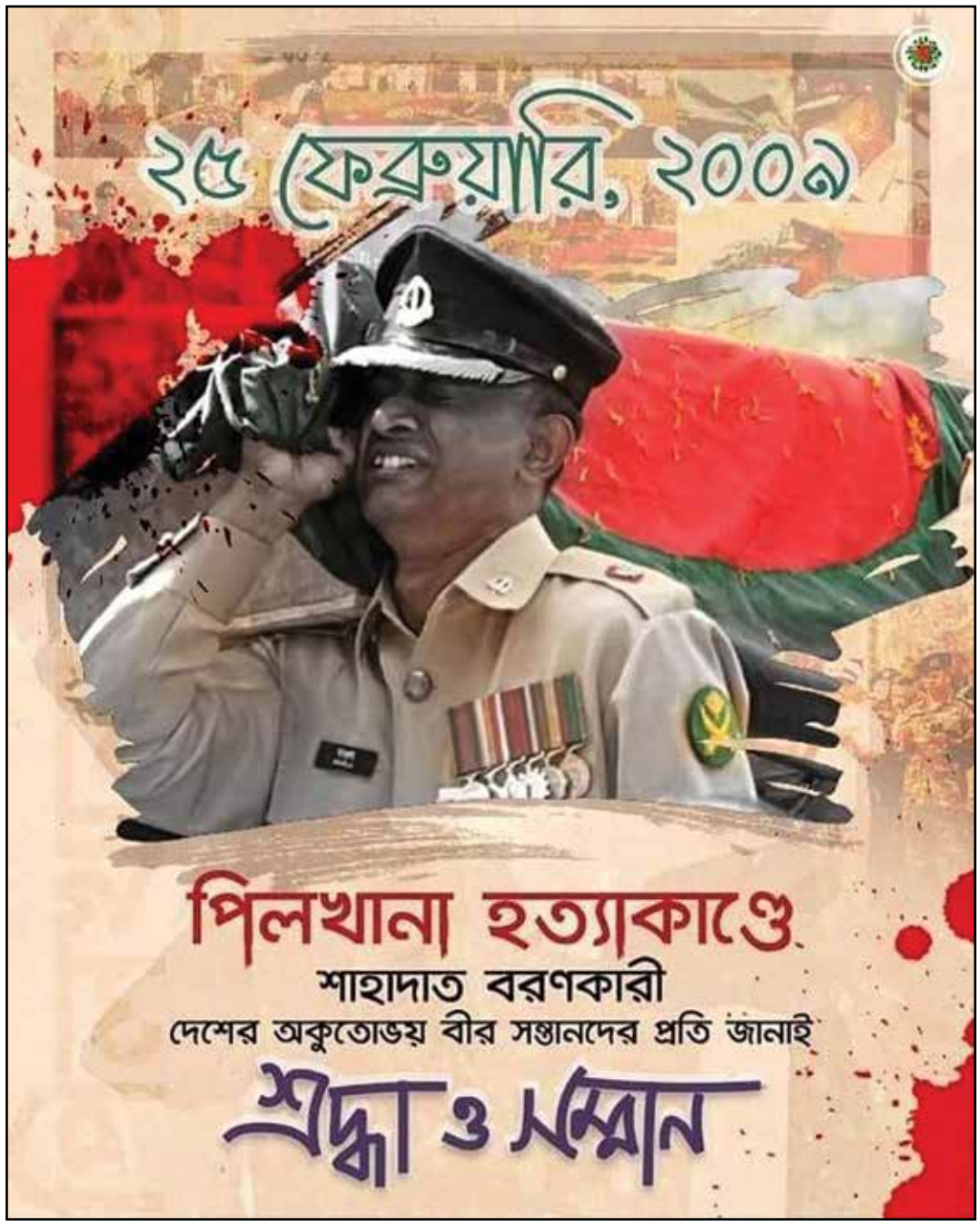

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, March-2021
Year-13
22

অর্গানাইজেশন অফ দা ইয়ার সম্মামনা

বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অফ অস্ট্রেলিয়ার (BSCA)

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অব অস্ট্রেলিয়া শুরু থেকে কম্যুনিটিতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ে।

গত ২৬ শে জানুয়ারি ২০২১ অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় দিবস "অস্ট্রেলিয়া ডে" উপলক্ষে সিডনির অন্যতম কাউন্সিল ক্যান্টারবুরি-বেঙ্কসটাউন থেকে বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অফ অস্ট্রেলিয়াকে (BSCA) বিশেষ সম্মামনা প্রদান করে। কম্যুনিটিতে বিশেষ অবদান রাখার জন্যে ORGANAISATION of the Year ঘোষণা করে Canterbury Bankstown Council বা লোকাল গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে সনদ প্রদান করা হয়।

কাউন্সিল থেকে এ বিশেষ সম্মামনা সংগঠনের জন্য বিশেষ সম্মান ও কাজের স্বীকৃতি,ভবিষ্যতে কম্যুনিটিতে আরো অনেক কাজ করার জন্য উৎসাহিত করবে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে মত প্রকাশ করা হয়।

United Nations Complaint

মানুষের গুম হওয়ার ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিচ্ছে না সরকার, অভিযোগ জাতিসংঘের

১ম পৃষ্ঠার পর

তায়-উং বাইক, ভাইস চেয়ার হেনরিকাস মিকেভিশাস (লিথুনিয়া) ছাড়াও সদস্য হিসেবে আওয়া বালদে (গিনি বিসাও), বের্নার্ড দুহাইম (কানাডা) ও লুসিয়ানো হাজান (আর্জেন্টিনা) ওই পর্যালোচনা বৈঠকে অংশ নেন।

ওয়ার্কিং গ্রুপের ৫ দিনের এ বৈঠকে ৩৬টি দেশের ৬০০-এর বেশি গুমবিষয়ক অভিযোগ স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে উঠে এসেছে বাংলাদেশের দুটি ঘটনা। এর একটি হচ্ছে আনসার আলী নামের এক ব্যক্তিকে ২০১২ সালের ১৮ এপ্রিল ঢাকায় 'অস্ত্রধারী সরকারি বাহিনী' অপহরণ করে নিয়ে গেছে। আর ২০১৭ সালের ৫ এপ্রিল যশোর মিউনিসিপ্যালটি পার্ক থেকে সাইদুর রহমান কাজী নামের এক ব্যক্তিকে তুলে নিয়ে গেছে পুলিশ।

ওয়ার্কিং গ্রুপের গুমের অভিযোগ নিয়ে কোন ব্যাখা দেয়নি বাংলাদেশ। যা ওয়ার্কিং গ্রুপের বাংলাদেশের সম্পৃক্ততা না থাকার ঘটনাকে পর্যবেক্ষণে অত্যন্ত দুঃখজনক বলে মন্তব্য করা হয়েছে।

জানা গেছে, রাজধানীর বনানী থেকে ২০১২ সালের ১৭ এপ্রিল রাতে ব্যক্তিগত গাড়ির চালক আনসার আলীসহ নিখোঁজ হন বিএনপি নেতা ইলিয়াস আলী। জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠকে বিশে^র বিভিন্ন দেশের গুমের যেসব অভিযোগ নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তাতে বাংলাদেশের দুটি গুমের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠকে বাংলাদেশের গুমের ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ জানালেও বাংলাদেশ সরকারের অবস্থান উল্টো।

রাজধানীর বনানী থেকে ২০১২ সালের ১৭ এপ্রিল রাতে ব্যক্তিগত গাড়ির চালক আনসার আলীসহ নিখোঁজ হন বিএনপি নেতা ইলিয়াস আলী

বাংলাদেশের আইনে গুম বলে কিছু নেই বলে সরকারের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন সময় জেনেভায় কমিটির বৈঠকে গুলো বলে আসছে। বিশেষ করে ২০১৬ সাল থেকে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিরা জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কমিটি গুলোর বৈঠকে সরকারের এমন অবস্থা তুলে ধরেছেন। তবে, ২০১২ সালে জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের ইুপিআর পর্যালোচনায় গুম আর বিচারবহির্ভূত হত্যাকে দুঃখজনক বলে অভিহিত করেছিল।

জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ওয়ার্কিং গ্রুপের ৫ দিনের এই বৈঠকে ৩৬টি দেশের ৬০০-এর বেশি গুমবিষয়ক অভিযোগ স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে উঠে এসেছে বাংলাদেশের দুটি ঘটনা। এর একটি হচ্ছে আনসার আলী নামের এক ব্যক্তিকে ২০১২ সালের ১৮ এপ্রিল ঢাকায় 'অস্ত্রধারী সরকারি বাহিনী' অপহরণ করে নিয়ে গেছে। আর ২০১৭ সালের ৫ এপ্রিল যশোর মিউনিসিপ্যালটি পার্ক থেকে সাইদুর রহমান কাজী নামের এক ব্যক্তিকে তুলে নিয়ে গেছে পুলিশ।

ওয়ার্কিং কমিটি এই দুই গুমের অভিযোগ বাংলাদেশ সরকারকে জানিয়েছে। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের ১২২তম অধিবেশন শেষে ডিসেম্বরে গুমবিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ একটি প্রতিবেদন তৈরি করে। ওই প্রতিবেদনে বাংলাদেশসহ ১৫টি দেশের গুমবিষয়ক ২২৪টি অভিযোগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে শ্রীলঙ্কায় ৫৬টি, চীনে ৫২টি, পাকিস্তানে ৩৭টি ও রাশিয়ায় ২৩টি গুমের প্রসঙ্গ এসেছে। এসব অভিযোগ নিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশকে চিঠি দেয়ার সিদ্ধান্তের কথাও প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ওয়ার্কিং গ্রুপের ওই প্রতিবেদনের বলা হয়েছে, গত বছরের সেপ্টেম্বরের বৈঠকে ব্লগার আসাদুজ্জামান নূরের (আসাদ নূর) আইনজীবীকে হুমকি, হয়রানি করা নিয়ে ওয়ার্কিং গ্রুপ সরকারকে চিঠি দিয়েছিল। বাংলাদেশের গুম পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ওয়ার্কিং গ্রুপ তাদের পর্যবেক্ষণে বলেছে, বাংলাদেশে কয়েক বছর ধরে গুমের অব্যাহত অভিযোগ নিয়ে ওয়ার্কিং গ্রুপ উদ্বিগ্ন।

গত বছর ওয়ার্কিং গ্রুপ অভিযোগগুলোর বিষয়ে ব্যাখ্যা চাইলেও বাংলাদেশ সেগুলোর কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি। ১৯৯৬ সালে ওয়ার্কিং গ্রুপ বাংলাদেশের কাছে প্রথমবারের মতো একটি অভিযোগের বিষয়ে জানতে চেয়েছিল। তখন থেকে এত বছরে মাত্র একটি ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়েছে বাংলাদেশ। ২০১৩ সাল থেকে গুমবিষয়ক জাতিসংঘের ওয়ার্কিং গ্রুপ বাংলাদেশ সফরের অনুমতি পেতে বেশ কয়েকবার অনুরোধ জানিয়েছে। সর্বশেষ গত বছরের এপ্রিলে বাংলাদেশকে সফরের অনুরোধ জানিয়েও সাড়া পায়নি ওয়ার্কিং গ্রুপ।

AUSTRALIA 24 NEWS

Australia 24 News, is a world-wide circulated online television channel, where you can boost up your innovation, community events, your business and personal interview to make your Australian political platform stronger in the Australian community. We are helping you to produce documentary video news, promo video news, and voice over for your personal events and it's a great opportunity to highlight your positive activities through this media.
Feel free to contact with us to get involve with AUSTRALIA 24 NEWS.
Email: editor@australia24news.com.au

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

আরেকটি স্মৃতিসৌধ বনাম কমিউটিটিতে ব্যাপক সমালোচনা

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

২০২১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি অস্ট্রেলিয়া, সিডনির বেলমোরের পীল পার্কে উদ্বোধন করা হয় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা স্মৃতিসৌধ। ক্যান্টারবারী- ব্যাংক্সটাউন সিটি কাউন্সিলের উদ্যোগে এই স্মৃতিসৌধটি নির্মাণ করা হয়।
সিডনির দ্বিতীয় মাতৃভাষা স্মৃতিসৌধ উদ্বোধনের পর বাংলাদেশি কমিউনিটিতে এর ডিজাইন নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়। অনেকেই বলছেন, এই ডিজাইন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা বা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের কোন গুরুত্ব বহন করেনা কারন এই কিম্ভূতকিমার স্তম্ভ নতুন প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করবে। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের থীমের সাথে কোনো মিল না রেখে এ ভাবে মনগড়া কিছূ একটা বানিয়ে ফেলা হাস্যকর বলে অনেকে মনে করেন। ডিজাইনটি চূড়ান্ত অনুমোদন দেবার আগে যদি জনসাধারণের মতামতের উপর গুরুত্ত দেয়া হতো তবে হয়তো এতো গঞ্জনার শিকার হতোনা। কমপক্ষে যারা ফান্ড রেইজিং ডিনারে অর্থ দিয়ে এ মহতী কাজে এগিয়ে গিয়েছে তাদেরকে হলেও ডিজাইনটি দেখানো দরকার ছিল ফাইনাল আউটলাইনের আগে-এ কথাই বলছে অনেক অর্থ দাতা।
কম্যুনিটির বিজ্ঞ নেতৃবৃন্দ বলেন, ফান্ডরেইজিং অনুষ্ঠানের সময় একটি ডিজাইন দেখিয়ে অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে, কিন্তু নির্মাণ করা হয়েছে অন্য ডিজাইনে। যাহা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা বা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের কোন সাদৃশ্য নয়। অথচ সিডনির এশফিল্ড হেরিটেজ পার্কে নির্মিত বিশ্বের প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতিসৌধটিতে 'কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের নকল, আন্তর্জাতিক সংস্করণ এবং মাতৃভাষার প্রতীক বহন করে। ওটা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই, মানুষ শ্রুদ্ধাভরে সবসময় স্মরণ করে। তাছাড়া বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একুশে ফেব্রুয়ারি পালনের সময় যখন অস্থায়ীভাবে শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়, সেগুলোও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের আদলেই তৈরী করা হয়ে থাকে বলে মন্তব্য করেছেন কমিউনিটির বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ।এবার লক্ষ্য করা গেছে, ঘরে ঘরে বা ব্যাক ইয়ার্ডে অস্থায়ী স্মৃতিসৌধ বানিয়ে অত্যান্ত সুন্দরভাবে ২১শের অনুষ্ঠান উদযাপন করেছে অনেকে।
কেউ কেউ ভাবছেন, এশফিল্ড স্মৃতিসৌধ থেকে বেলমোরের নব নির্মিত স্মৃতিসৌধ মাত্র ৭.৬ কিলোমিটার,এতো কম দূরত্বে এমন কি প্রয়োজন ছিল আরেকটি শহীদ মিনার বা ওই জাতীয় কোনো স্মৃতিসৌধের ? অথচ আমাদের কমিউনিটিতে অনেক অনেক কিছুই নেই,অনেক কিছুর অভাব। শহীদ মিনার বা স্মৃতিসৌধ

থেকেও অগ্রাধিকার দেয়া উচিত ছিল একটি কমিউনিটি সেন্টার গড়ার কাজে হাত দেয়ার। এখানেও কি আওয়ামীলীগ বা বিএনপির গোপন প্রতিযোগিতা ? কারন,বেলমোরের বিতর্কিত ম্যুরালটির উদ্ভোদনে মার্কা মারা আওয়ামীলীগ একাংশের গুটি কয়েকজন ছাড়া কাউকে দেখা যায়নি !
নির্বাচনের সময় এলে দেশীয় কায়দায় অনেকে আকাশ কুসুম স্বপ্ন দেখায়।যেহেতু আমরা অতিশয় আবেগপ্রবণ সেহেতু আমাদেরকে খুব তাড়াতাড়ি তারা কনভিন্স করে নিতে পারে। কমিটিনিটি সেন্টার,বড় বড় কার পার্ক, আমাদের খেলার মাঠ ইত্যাদি নানা ধরনের আকাশ কুসুম স্বপ্ন আমাদেরকে যারা দেখিয়েছে ,আজকে কোথায় তারা ? নির্বাচনে জেতার পর নির্বাচনী ইশতেহারের কি কি কার্যকরী করেছে এ পর্যন্ত? এ ধরনের মাল্টিপল স্মৃতিসৌধের ফায়দা কি,কে জবাব দিবে ? শুধু শুধু এভাবে অর্থের অপচয় না করে কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণে হাত দিলে পিছনের চেয়ারগুলো হয়তো ভরে যেতো।
২১শের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার লেবার পার্টির অন্যতম নেতা Hon Tony Burke MP (হাইপার লিংক: https://www.aph.gov.au/Senators_and_Members/Parliamentarian?MPID=DYW) ও ক্যান্টাবুরি-ব্যাংক্সাটাউনের জনপ্রিয় মেয়র Clr Khal Asfour Mayor (হাইপার লিংক :https://www.cbcity.nsw.gov.au/council/mayor-councillors/councillor-khal-asfour)
নিঃসন্দেহে যেকোন ভালো উদ্যেগ বিফল হতে বাধ্য যখন সঠিক অভিজ্ঞতা, পরিকল্পনা বা সুদূর প্রসারী কম্যুনিটির উন্নতিকল্পে সুস্থ চিন্তার অভাব বিদ্যমান। উপযুক্ত নেতৃত্বের কারনে আমাদের কমিউনিটি এখনো অনেক অনেক পিছিয়ে আছে।
নেতৃত্ব পেলে শুধু মেলা আর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের স্টেজে উঠে বা বিভিন্নভাবে নিজেকে জাহির করা ছাড়া যেহেতু তাদের জ্ঞান সম্মুখে অগ্রসর হয়না,সেহেতু আমাদেরকে এখনই এগিয়ে আসতে হবে। জাতীয় স্মৃতিসৌধ ও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের উইকিপিডিয়া থেকেও এ ব্যাপারে অনেক কিছু জানা যাবে। যে কেউ ব্রাউজ করে বিস্তারিত জেনে রাখতে পারেন।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, March-2021
Year-13

শিশুদের মানসিক বিকাশে পিতা-মাতার ভূমিকা

মো. ইকবাল হোসেন

একটি শিশু পৃথিবীতে আসার সাথে সাথে পিতা-মাতা স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন যে, তাদের সন্তান একদিন তাদের জন্য সুনাম বয়ে আনবে। পিতা মাতার সার্থকতা কিন্তু সন্তানদের সফলতা ও বিফলতার উপর নির্ভর করে। একটি শিশুর জন্ম থেকে শুরু করে তার মানসিক বিকাশ হওয়া পর্যন্ত প্রধান ভূমিকা কিন্তু পিতা-মাতার উপরই থাকে। কারণ এ দীর্ঘ একটি সময় সন্তানেরা তাদের বাবা মায়ের কাছে থেকে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে থাকে ।

তার মানে হচ্ছে যে, পিতা-মাতার আচার বৈশিষ্ট্য ও তাদের দেয়া শিক্ষাই হচ্ছে সন্তানদের উত্তম শিক্ষা। কথায় আছে, "বৃক্ষ তোমার নাম কী ফলে পরিচয়।" অনুরূপ পিতা-মাতা নামক বৃক্ষের নানাবিধ উত্তরাধিকারী ফলরূপী সন্তান। তাই মাতা-পিতা উত্তম আচরণ ও পরিবেশে গড়ে তুলবেন সন্তানদের। তার মানে এই নয় যে, সকল সচেতন পিতা-মাতার সন্তানেরা তাদের মতই হবে। আবার অনেক পিতা-মাতা অসচেতন হবার পরেও তাদের সন্তানেরা সচেতন হয়ে থাকেন। আমার আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে 'শিশুদের মানসিক বিকাশে পিতা-মাতার ভূমিকা' সেটি উপস্থাপনের চেষ্টা করছি।

ভূমিকাগুলো নিম্নভাবে পালিত হতে পারে:

১. শিশুরা হচ্ছে ঠিক নরম কাদার মত। আপনি নরম কাদাকে আপনার ইচ্ছে মত আকৃতি দিতে পারবেন এবং নরম থাকা অবস্থাতেই আপনি পুনরায় নতুন কোন আকৃতিতে রূপ প্রদান করতে পারবেন। কিন্তু কাদা একবার শক্ত মাটিতে পরিণত হয়ে গেলে সেটিকে আর ইচ্ছে মতো আকৃতি দেয়া সম্ভব নয় । শিশুরা ঠিক এমনই । পিতা-মাতা যদি ছোট অবস্থাতেই তাদের সন্তানদের সামাজিক, চারিত্রিক, ধার্মিক ও মানসিক শিক্ষাগুলো খুব ভালোভাবে এবং ধাপে ধাপে প্রদান করেন তাহলে শিশুরা সেটিই ভালোভাবে রপ্ত করবে । কারণ শিশুরা সবথেকে বেশি সময় পিতা মাতার নিকটে থাকে তাই পিতা-মাতার প্রতিটা পদক্ষেপ সন্তানেরা খুব মনযোগের সাথে লক্ষ্য করে এবং সেগুলোর দ্বারা তারা অনেক বেশি প্রভাবিত হয় ।

২. শিশুদের সামনে কখনোই উচ্চ শব্দে বা আক্রমণাত্মক কোন আচরণ করা যাবে না। এতে শিশুদের উপর মানসিক প্রভাব পড়ে । অনেক সময় দম্পত্তির মাঝে ঝগড়া বা কলহ আসতেই পারে তবে চেষ্টা করতে হবে যেন সন্তানদের সামনে সেটি প্রকাশ না পায় । চোখের সামনে ঝগড়া দেখলে শিশুদের মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ হয় । শিশুরা এসব দেখে বড় হলে তারা মানসিক ভাবে চরম বিপর্যয়ে পড়েন। বাস্তব জীবনে তাদের বিভিন্ন হতাশা, আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি, মানসিক অস্থিরতা এমনকি মানসিক রোগও হতে পারে।

৩. শিশুদের কোনভাবে ভয় দেখানো যাবে না। অনেক সময় আমরা শিশুদের ভয়ের গল্প শুনিয়ে থাকি। বিভিন্ন ভূত, প্রেত, আত্মা, দৈত্য , দানব বা রূপকথার গল্প। যখন আমরা শিশুদের এসব গল্প শোনাই তখন তাদের মাথায় ঐসকল গল্পের চরিত্রগুলো গেঁথে যায়। অনেক পিতা-মাতা বাচ্চাদের খাবার খাওয়ানোর জন্যেও ভয় দেখায়। যেমন, খেয়ে নাও! তা না হলে ভূত ধরে নিয়ে যাবে। হতে পারে আপনার সন্তান একটু দুষ্টুমি করেছে। যদি আপনি তাকে বলেন যে, আজ তোমার একটা ব্যাবস্থা করব। এভাবে বললে শিশুর মনে আপনার জন্য ভয় তৈরি হবে। গবেষণায় দেখা গেছে যে , শিশুদের কোনো কাজ করানোর জন্য ভয় দেখালে সেটি তাদের মনে গেঁথে যায়। যার ফলে শিশুর স্বাভাবিক মানসিক বিকাশ ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং আত্মবিশ্বাস কমে যায়। তাই শিশুদের ভয় দেখানো থেকে বিরত থেকে উৎসাহিত করতে হবে।

৪. অনেক পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের শাসন করতে গিয়ে গালি গালাজ করেন। এটি একদমই অনুচিত। কোমলমতি শিশুদের সামনে আপনি যা কিছু বলবেন বা করবেন সেটি তাদের উপর প্রভাব ফেলবে। শাসন করার প্রয়োজন হলে অবশ্যই তাদের কাছে ডেকে নিয়ে ভালোভাবে বোঝাতে হবে। এমনিতেই বাচ্চারা বাইরে খেলাধুলা করতে গিয়ে বিভিন্ন গালি শিখে ফেলে। সেরকম কিছু দেখলে অবশ্যই আপনার বাচ্চাদের প্রতি যত্নশীল হতে হবে। ভালো খারাপের তুলনামূলক পার্থক্যগুলো শিশুদের ছোট থেকেই শেখাতে হবে।

৫. বর্তমানে সকলেই তাদের জীবিকার জন্য অনেক ছোটাছুটি করেন। যার ফলে পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেন না। এতে করে সন্তানেরা একাকীত্ব অনুভব করে পাশাপাশি নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। সন্তানদের যথেষ্ট সময় প্রদান করতে হবে। সন্তানদের সাথে অনেক বেশি আন্তরিক হতে হবে। সন্তানেরা যেন মা বাবাকে অনেক বেশি ভয় না পায়। সন্তানেরা যা কিছুরই সম্মুখীন হোক না কেন সেগুলো যাতে মা বাবার সাথে বিনা দ্বিধায় আলোচনা করতে পারে সে ভরসা রাখার আস্থা দিতে হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বাবা মায়েরা সন্তানদের সাথে খুব একটা বন্ধুসুলভ নয়। এক্ষেত্রে যেটা হয় যে, সন্তানের সাথে খারাপ কিছু ঘটলেও সংকোচে সেটা বলতে চাই না। অনেকে তাদের অসুখ-বিসুখ এর কথাও লজ্জায় মা বাবার সাথে শেয়ার করতে পারে না। তাই অবশ্যই পিতামাতার উচিৎ সন্তানদের সাথে যথেষ্ট আন্তরিক হওয়া ও খোলামেলা আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া।

৬. কোমলমতি শিশুরা অনেক কিছু করতে পছন্দ করে। তাদের মনে অনেক বেশি কৌতুহল কাজ করে। এসময় শিশুরা যা করতে চাই তা করতে দিন। অযথা হুটহাট রেগে যাবেন না, তাদের কাজে বিরক্ত হবেন না। কোন কাজে অসফল হলে অন্যের তুলনা দিয়ে বকাবকি বা অপমান করবেন না। এগুলো শিশুদের মনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এরূপ আচরণ শিশুদের মনকে ব্যথিত করে আর নিজেকে অনুভব করে একজন অসহায়, ফলে ভালো কিছু করার যে স্পৃহা থাকে সেটা কমতে মিইঁয়ে যায়।

৭. আমরা কখনো শিশুদের কথার প্রাধান্য দেই না। তারা কিছু বলতে চাইলে আমরা থামিয়ে দিই বা হাসাহাসি করি। এটা করা মোটেও উচিৎ নয় কারণ এতে করে শিশুদের মনে আঘাত লাগে এবং অপমানবোধ করে। তাই ছোটরা কথা বললে তাদের কথা আগ্রহ সহকারে শুনুন! এতে করে তাদের কথা বলার আগ্রহ তো বাড়বেই পাশাপাশি কথা বলার জড়তাও অনেকটা কেটে যাবে।

৮. আপনার শিশুকে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করুন। আপনার ধর্ম অনুযায়ী আপনার শিশুকে শিক্ষা দিন। ধর্মীয় শিক্ষা আপনার শিশুকে সামাজিক, নৈতিক, ভদ্র, শান্ত ও অনুগত হতে সাহায্য করবে।

৯. আপনার সন্তানের বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে আপনার ভূমিকাই বেশি। আপনার সন্তান কোন প্রকৃতির বন্ধুদের সাথে মিশবে সেটির ব্যাপারে অবশ্যই আপনি ভালো পরামর্শ দিবেন। আপনার সন্তানের সহপাঠী বা বন্ধুমহলে ধনী-গরীব, কালো-ফর্সা, লম্বা-খাটো, মেধাবী-কম মেধাবী, চালাক-বোকা থাকতেই পারে। এমন নয় যে, আপনি আপনার সন্তানকে কেবল ধনী, ফর্সা, লম্বা, মেধাবী, চালাক বন্ধুদের সাথে মিশতে বলবেন। এটি করবেন না। আপনি আপনার সন্তানকে অবশ্যই মনুষ্যত্ব সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করবেন। ছোট থেকেই শেখাবেন তাহলে আপনার সন্তান সর্ব স্তরের মানুষকে সম্মান প্রদর্শন করতে পারবে। নইলে আপনার সন্তানদের বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা হ্রাস পাবে।

১০. আপনার সন্তানকে খেলাধুলার প্রতি উৎসাহ প্রদান করুন। খেলাধুলা মানসিক বিকাশে অনেক সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া শারীরিক গঠনের জন্য খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। আপনার শিশুকে বই পড়তে উৎসাহ প্রদান করুন। বই মানুষকে উদার হতে সাহায্য করে। তাই ছোটবেলা থেকেই আপনার সন্তানকে বই পড়ার প্রতি মনোযাগী করুন।

১১. আপনার সন্তানের উপর জোর করে কোনো কিছু চাপিয়ে দিবেন না। আপনার সন্তানকে তার জীবনের লক্ষ্য নির্ধারনের স্বাধীনতা প্রদান করুন। দেখবেন আপনার সন্তান সফল হবেন।

বলা হয় যে, "আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যত"। সত্যিই তাই। আপনার শিশুর ভবিষ্যত কেমন হবে সেটি নির্ভর করছে আপনি আপনার সন্তানের জন্য কেমন ভবিষ্যত পরিকল্পনা করছেন। কারণ একটি শিশুর মানসিক বিকাশে যাদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি তারা হলেন আপনি পিতা-মাতা। পিতা-মাতা সবসময় সন্তানদের নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসেন, সবসময় মঙ্গল কামনা করেন, সব পরিস্থিতিতে সন্তানের পাশে থাকেন যেটি সন্তানদের জন্য অতিব জরুরি। সন্তানদের জন্য প্রথম ও প্রধান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হচ্ছে তার পরিবার, মা-বাবা। তাই পিতামাতা যা কিছু শেখাবেন তাই সন্তানেরা শিখবে এবং সে অনুযায়ী সুনাম কিংবা দুর্নাম বয়ে আনবে।

The only Bengali community newspaper published in Australia
সুপ্রভাত সিডনি ™
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Suprovat Sydney
অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত একমাত্র বাংলা পত্রিকা

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

একুশের গান
বিচিত্র কুমার

একুশ এলেই মনে পড়ে
বর্ণমালার গান,
ভাষার প্রতি শহীদ ভাইদের
কী নিদারুণ টান।
ভাষার দাবিতে রাজ পথে
দিলো যারা তাজা প্রাণ,
তাদের রক্তে লেখা হলো
বাংলা অভিধান।
মায়ের মুখের মাতৃভাষা
পেলো স্বাধীনতা,
একুশ এলেই পুষ্প শয্যায়
জানাই কৃতজ্ঞতা।
জীবন দিয়ে রেখে গেল
যারা মাতৃভাষার মান,
সেই শোকেতে গাই আমরা
একুশের গান।

অনুভবে রক্তপাত
আবদুল বাতেন

গুণেছ, অভিমানে আরক্তিম
সুখ স্রোতের সেলফি
সৈকতে, অরণ্যে, পর্বতে, দেশ ও বিদেশের।
গড়িয়েছে মেদ দেহের আনাচে কানাচে
জমেছে দু'পঁয়সা পকেটে, ঝনঝন
কাশফুল চুলও, ক'হাজার
নুয়ে পড়েছে নজরে
তোমার।
শুধু থেকেছে আড়ালে আঁধারে
অবিরত
অনুভবে রক্তপাত, আমার।

গরপরতার মানুষ
আবু আফজাল সালেহ

ক্রিকেটের টেস্টম্যাচের সৌন্দর্য
ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলানো রোমাঞ্চ;
তোমার হৃদয়ে দেখছি
শাদাড্রেসে মুহুর্মুহু রঙিন ক্ষণ।
একটি উইকেট একটি বাউণ্ডারির হিসাব
পালটে দেয় চিত্র।
তোমার অশরীরী শরীরীভাষা-
টেস্টম্যাচের দৃশ্য
ভাগ্যের দোদুল্যমানতা, রোমাঞ্চ।

চোখজোড়া হিম হয়ে আসে
শরীর যেন পক্ষঘাতগ্রস্ত
টানটান উত্তেজনায়
লণ্ডনীবাতাস-ক্ষণে ক্ষণে দিকবদল
সিলেটি বৃষ্টির মতো সময়-অসময় বোধহীন
তোমার বিবেক, হৃদয়।

গড়পরতায় মানুষ হতে দোষ কোথায়?

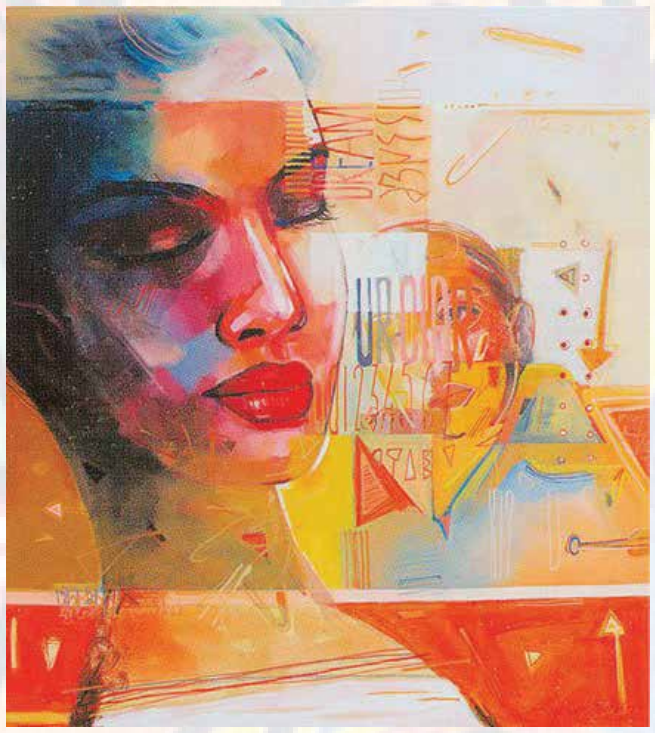

উদাসী মনের বনে
শাহজাহান সানু

বনফুল যাইরে ঝরে শুনে তোমার বাঁশি
মন যেন মোর উড়ু উড়ু চুপি চুপি আসি।।

মাঠের পাশে সবুজের বনে
ছবি তার ভাসে ক্ষণে ক্ষণে
হাতে বাঁধা দুর্বা লতা আকুল প্রেমের হাসি।।

ঝরা পাতা জাগে গানে গানে
মন্দ হাওয়া দোলা লাগে প্রাণে
চোখে চাই কেমন যেন ব্যাকুল উদাসী।।

মেঘের পরী সে যে ঘূর্ণি বায়ে
ঝিলিমিলি গাঙে কুসুম নায়ে
বারে বারে ডাকে মোরে বন্ধু ভালবাসি।।

জোয়ার এলো বুঝি নব প্রাণে
ধীরে চলো বধু স্রোতের টানে
উতাল মনেতে বুঝি ঝরে প্রেমের রাশি।।

এসো সখি দুঃখ ভুলি চলো
নীল পিয়ালার চমক বলো
উঠো সখি পায়ে ধরি যাক সর্বনাশী।।

হায়রে দারুণ ঝড় বয়ে যায়
দুলছে রঙ্গিন স্বপ্ন ঝরে হায়
দে ছিটায়ে পিছিল পথে ফুল হলো বাসি।।

ঐ যে শোন আসে নব সুন্দর
বলো তারে দুঃখের নিশি ভোর
মনের ঘরে নিত্য জাগে সে মরুর পিয়াসী।।

কবরী এবং
বদরুদ্দোজা শেখু

কানাকানির কাজল-রেখায় চোখের কোণায় তুলির টান
ঘর-ছাড়া মন অধীর উধাও, শিরায় শিরায় স্রোতের বান-
সকাল- সাঁঝের তোয়াক্কা নাই, বৃষ্টিবাদল চুলোয় যাক
রাত দুপুরে বাজছে বুকে বিনোদিনীর বেণীর ডাক

কৃষ্ণ-সায়র কবরীতে ফুলের ফোঁটায় চুলের ঢেউ
আষাঢ় মেঘের চুলবুলি গো কাক-ভোরে কি দেখলো কেউ?
কেউ দ্যাখেনি ঘোর কুয়াশায় উন্মনা সেই শীতের পরী
একলা আমিই নসীবওয়ালা সেই বিরহে, মরি, মরি!

জরীর ফিতে হীরের বালা নাকছাবি কি সোনার হার
রূপোর বিছে বাজুবন্দ পায়ের তোড়া নকশী পাড়
ছিলো কিনা, চোখ ছিলো না মন ছিলো না কোনোটাতেই,
বিভোর দু'জন হৃদয়-মনের আলিম্পনের পাঠ নিতেই

রুদ্ধশ্বাস দিন রজনী হাট মাঠ ঘর নব্য পাঠ
একটু দেখা একটু ছোঁয়ায় অনুভূতির চাঁদের হাট
বসতো বুকে, বৃষ্টি-উঠোন হাসতো সুখে সুছন্দ
অনবরত কথা বলার ফুলঝুরিতে আনন্দ।

দ্বন্দ্ব-দ্বিধাও দাগ কেটেছে আনন্দের সে ক্যানভাসে
চোরা স্রোতের রেখার মতো, উদ্বেগ আর উচ্ছ্বাসে
তাকিয়ে আছি তাকিয়ে আছি দূরে কোথাও ঝাপসা চোখ
অবিশ্বাস্য চোরাবালির চাঁদমারি কি স্বপ্নলোক?

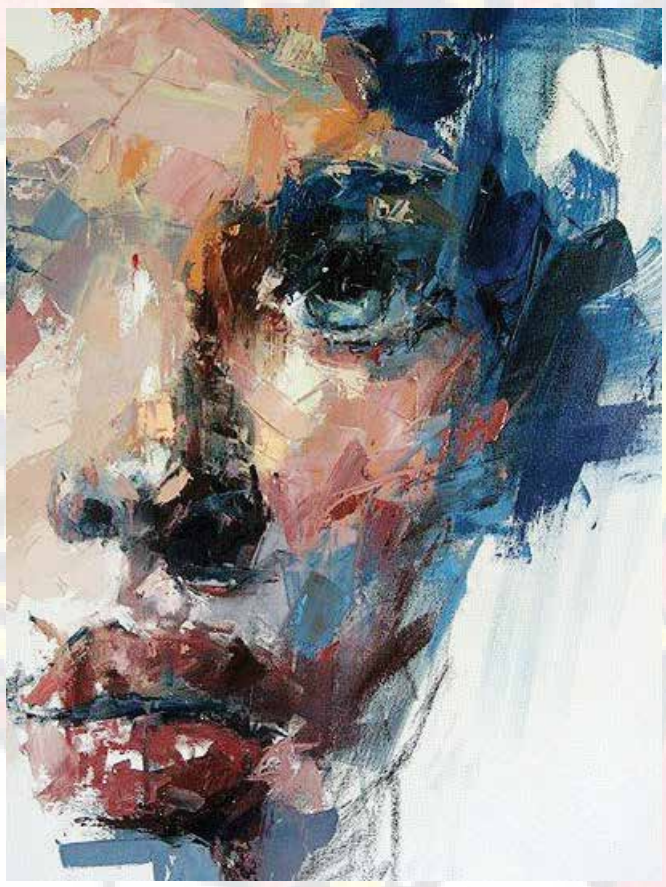

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, March-2021
Year-13

গোধূলি লগনে

সংঘমিত্রা রায়

শীতের সকালে যখন এক ফালি রোদ শরীরে লাগে তখন মনে হয় এ যেন স্বর্গ সুখ! পরিতোষ বাবুর বিছানাটা একেবারে জানলার পাশে। এখানেই তিনি পরাগকে নিয়ে শুয়ে থাকেন। ওদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা নেই। পরাগ ভোর বেলা উঠে পড়তে বসেছে। আজ সকাল সকাল বেশ সুন্দর রোদ উঠেছে। পরিতোষ বাবুর শরীরে এসে পড়ায় তিনি খুব আরাম বোধ করছেন। গত ক'দিন মেঘলা থাকায় রোদ উঠেনি। এখানে তো আর উনার বাড়ির মতো রোদে বসতে পারেন না। ব্যালকনিতে সামান্য রোদ যা আসে তার ও বড্ড তাড়া। তাড়াতাড়ি যেতে পারলেই যেন বাঁচে। আজ জানলা দিয়ে বিছানায় রোদ এসে পড়াটা নূতন ভাবে আবিষ্কার করলেন পরিতোষ বাবু। দিব্যি হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছেন। বিছানা থেকে উঠতে মন চাইছে না। পিয়া কখন ঘরে ঢুকেছে তিনি বুঝতেই পারেননি। ওর কথা শুনে বুঝলেন পিয়া এ ঘরে এসেছে।

"ঘুম থেকে উঠে তাড়াতাড়ি বাজার সেরে নেবেন, তারপর পাপাইকে নিয়ে স্কুলে যেতে হবে; আজ গাড়ি আসবে না।"

"পলাশকে বল না বৌমা বাজারটা করতে! আমি না হয় দাদুভাইকে স্কুলে নিয়ে যাব। এতো ঠাণ্ডা পড়েছে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে খুব কষ্ট হয়। কোমরে খুব ব্যথা।"

"হাসালেন আপনি! অন্য দিন তো সকালবেলা উঠে দিব্যি হাঁটতে যান। তখন কোমরে ব্যথা হয় না। বাপ্- বেটা দু'জনে থাকবেন, খাবেন একটু কাজ করলে হাত খসে পড়বে না। ওর সময় কোথায় বাজারে যাবে। একটু পরেই অফিসের জন্য ছুটবে। দিনরাত খেটে মরছে ও! আপনার হাতে তো প্রচুর সময়। শুয়ে বসে না কাটিয়ে একটু কাজ করলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।"

"ঠিক আছে বৌমা আমি যাব। রাগ করো□না।"

পড়ার টেবিলে বসে বৌদি আর বাবার কথাগুলো শুনছিল পরাগ। বাবার জন্য তার খুব কষ্ট হয়। নিরীহ মানুষ, প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন পরিতোষ দাসগুপ্ত। এখন রিটায়ার। দু'বছর হল পরাগের মা মারা গেছেন। বহরমপুরে ওদের বাড়ি আছে। ওখানে এক পরিবার ভাড়াটে আছে। যাতে ঘরগুলো ভালো থাকে। পরিতোষবাবু ওখানে থাকতে ভালোবাসেন। কিছুদিন আগে শরীর একটু খারাপ হওয়ায় কলকাতায় এসেছিলেন। তারপর থেকে বড় ছেলে পলাশের ফ্ল্যাটে আছেন। পলাশ কলকাতায় চাকরি করে। পরাগ এখানে থেকে ইউনিভার্সিটিতে এম,এস,সি পড়ছে। এখন পরিতোষ বাবু অনেকটা সুস্থ। ফ্ল্যাটে থাকতে উনার একটুও ভালো লাগে না পরাগ তা বোঝে। কিন্তু বাড়িতে একা একা যদি কিছু হয়ে যায় তাই দুই ছেলেই ছাড়তে চায় না তাকে। কিন্তু পলাশের স্ত্রী পিয়া সুযোগ পেলেই কথা শুনায়। পরাগ বোঝে, বাবা এসব কথায় খুব কষ্ট পান, মুখে কিছু বলেন না। বরাবরই চাপা স্বভাবের মানুষ পরিতোষ বাবু। পরাগ মনে মনে ভাবে, কিভাবে বাবাকে সে ভালো রাখবে। মা বেঁচে থাকলে দু'জনে মিলে বহরমপুরে আনন্দে থাকতে পারতেন। ওখানে বাবার কত বন্ধু রয়েছেন। সবাই মিলে কত আনন্দ করতেন। একা একা বাবাকে ছাড়তে খুব কষ্ট হয়। আজ ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে এব্যাপারে তোয়ার সঙ্গে আলোচনা করবে। তোয়া ওর সঙ্গেই ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। ওর বাবা-মা দুজনে শিক্ষক। তোয়া তাদের একমাত্র মেয়ে। তোয়া ওরফে তমালিকা রায় সুন্দরী, বুদ্ধিমতী মেয়ে। বেশ চটপটে স্বভাবের মেয়ে সে।

ইউনিভার্সিটিতে এসে পরাগকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে তোয়া বলল, "কিরে চুপচাপ বসে আছিস কেন? কোন সমস্যায় পড়েছিস আমাকে বলতে পারিস।"

"তোকেই তো বলব। তুই আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু।"

"তাহলে বলে ফেল দেরী করছিস কেন?"

"আসলে সমস্যায় পড়েছি বাবাকে নিয়ে।"

"উনাকে নিয়ে কি সমস্যা হল। উনি কি আবার অসুস্থ হয়েছেন।"

"না না সেরকম কিছু নয়।"

"তাহলে!"

"বাবার টাকা-পয়সার কোন অভাব নেই, শরীর এখনো বেশ ভালো। অভাব শুধু একজন সঙ্গীর। বাবা বহরমপুরেই ভালো থাকেন। মা বেঁচে থাকলে এসব সমস্যা হতো না। ওখানে বাবাকে একা রাখি কি করে! তাই নিয়ে আসলাম। কিন্তু এখানে বউদির খেচখেচানি আর ফ্ল্যাটে থাকতে খুব কষ্ট হয় উনার তা আমি বুঝি। কিভাবে উনাকে ভালো রাখব সেই চিন্তাই করছি। তোর মাথায় কোন আইডিয়া থাকলে বল!"

তোয়া একটু ভেবে নেয়। তারপর বলে, "একটা সমাধান আছে যদি উনি রাজি থাকেন।"

"কি সমাধান?"

"উনাকে আবার বিয়ে দিয়ে দে। উনি একজন সঙ্গী পেয়ে যাবেন আর নিজের ইচ্ছে মতো নিজের বাড়িতে আনন্দে থাকতে পারবেন।"

"তুই কি পাগল হয়ে গেছিস তোয়া! কি আবোল তাবোল বলছিস। এ বয়সে বাবা বিয়ে করবে। কোথায় পাত্রী পাব বাবার জন্য!"

"এখানে বস। আমরা যদি তাদের জন্য না ভাবি তাহলে কে ভাববে! তারা তো সবসময় আমাদের ভালোর কথা ভেবে এসেছেন। তুই এমন কাউকে খুঁজে বের কর যাকে মেসো মশাই পছন্দ করেন, তিনিও একা। বয়সও পঞ্চাশ এর উপরে।"

পরাগ একটু ভেবে বলল, "মনে পড়েছে, মালা মাসি আছে তো। মায়ের ছোট বোন উনি। বাবা খুব ভালোবাসে মাসিকে। মালা মাসিও খুব ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করেন বাবাকে। মালা মাসি বিধবা। ছেলে মেয়ে নেই। আমাদের বাড়ির পাশের স্কুলেই চাকরি করেন। তিনিও একা থাকেন।"

"ব্যস তাহলে তো মিটেই গেল। শালি আধী ঘরওয়ালী, এবার পুরো ঘরওয়ালী করে ফেল। দেখবি দু'জনে খুব আনন্দে বহরমপুরে থাকবেন।"

"কিন্তু কথাটা বাবাকে কে বলবে! নানা জনে নানা কথা বলবে। দাদা বৌদিও আপত্তি করবে। তাছাড়া এ বয়সে বাবা বিয়ে করতে রাজি হবেন কি?"

"কেন হবেন না! একা একা জীবন কাটাতে কেউ কি চায়। তাছাড়া উনি তো আর থুড়থুড়ে বুড়ো হয়ে যাননি। যার সঙ্গে বিয়ে হবে তিনিও কচি খুকী নন। দু'জনকে মানাবে ভালো। দু'জনে রোজগার করেন। কারো উপর ওরা নির্ভরশীল নন। তাহলে আর আপত্তি কিসের!"

"ভালো প্রস্তাব। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে? বাবাকে বিয়ের জন্য কে রাজি করাবে?"

"তুই চাস তো আমি সেই দায়িত্ব নিতে পারি। সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়িতে নিয়ে আয় উনাকে।"

"কিন্তু কি বলে উনাকে নিয়ে আসব।"

"বলবি আজ আমার বন্ধুর জন্মদিন। তোমাকে নিয়ে যেতে বলেছে।"

"কিন্তু পরে বাবা তো বুঝবে আমি মিথ্যে বলেছি। আমাকে আর বিশ্বাস করবে না।"

"ওসব তুই আমার উপর ছেড়ে দে। তুই শুধু উনাকে নিয়ে আয়। আর উনি তো আমাকে চেনেন। উনার অসুখের সময় দেখতে গিয়েছিলাম আমি।"

"ও তাইতো! আমার তো মনে নেই।"

সন্ধ্যাবেলা বন্ধুর জন্মদিনের নাম করে পরাগ পরিতোষ বাবুকে নিয়ে তোয়ার বাড়ি গেল। তোয়ার বাবা মা ও খুব ভালো মানুষ। তোয়া বেশ কয়েক ধরনের খাবারের আয়োজন করেছে। বেশ জমিয়ে খাওয়া দাওয়া হল। গল্প গুজবও চলল। এরপর তোয়া বলল, "আংকেলের সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।"

"কি কথা?"

"আমি উনার সঙ্গে একা কথা বলতে চাই।"

সবাই অন্য ঘরে চলে গেলেন। তোয়া পরিতোষ বাবুর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলল। কি বুঝাল উনাকে তিনি রাজি হয়ে গেলেন বিয়ের জন্য। একাকিত্বের জ্বালা থেকে তিনিও মুক্তি পেতে চান। কলকাতায় থাকতে উনার একটুও ভালো লাগছিল না। তারপর বহরমপুরে গিয়ে পাত্রীকেও রাজি করায় তোয়া। মালামাসি এমন কিছু তার জীবনে হবে আশাই করেননি। বিয়েতে পিয়া আপত্তি করলেও কেউ ওকে পাত্তা দেয়নি। খুব জাঁকজমক হয়নি। প্রথমে রেজিস্ট্রি হয়, তারপর ফাল্গুন মাসে গোধূলি লগ্নে ওদের বিয়েটা হয়ে যায়। পরিতোষ বাবু তোয়াকে বললেন, "এই যে পাগলী মা, আমি তো তোর কথামতো এ বয়সে বিয়েটা করে নিলাম। তোর যুক্তিপূর্ণ কথার কাছে আমি হার মেনেছি। সত্যিই আমার একজন সঙ্গীর প্রয়োজন ছিল। বাকি জীবনটা আমি নিজের মতো করে কাটাতে চাই। এবার তুই বল, তুই কবে সারা জীবনের জন্য আমার বাড়িতে আসছিস?"

"মানে?"

"আমার ছোট ছেলেটা তোকে বড্ড ভালোবাসে রে মা। মুখ ফুটে বলতে পারছে না। বড় লাজুক আমার ছেলেটা! কবে আসবি ওর বৌ হয়ে আমার ঘরে। তোর মতো লক্ষ্মী মেয়েকেই আমি ঘরে আনতে চাই।"

পরাগ কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। অপেক্ষা করছে তোয়া কি বলে।

"তা তো বুঝলাম! কিন্তু তোমার ছেলে কি আমার মতো বেশি কথা বলা মেয়েকে বিয়ে করবে? উনি তো কম কথা বলতেই পছন্দ করেন।"

"কে বলেছে রাজি হবে না? ও যে তোকে নিয়েই সবসময় ভাবে। আমি জানি ওর মনের কথা।"

পরিতোষ বাবুকে জড়িয়ে ধরে তোয়া বলল, "আমিও যে তোমার ছেলেটাকে বড় ভালোবাসি। লেখাপড়া শেষ হোক, স্বাবলম্বী হয়ে যাই তারপরই চলে আসব তোমার কাছে। যে কোন একজন স্বাবলম্বী হলেই আমরা বিয়ে করব!"

পরিতোষ বাবু হেসে বললেন, "সেটা যেন খুব তাড়াতাড়ি হয় রে মা!"

চিহ্ন

আহমদ রাজু

তুমি আর এদিকে একবারও ফিরে তাকিও না-
আমি চাইনা, এভাবে আমাকে কেউ দেখুক
কেউ জানুক- যেখানে ফেলে এসেছি
আমার ভিটে মাটি- দুর্বল পুরুষত্ব।

তুমি আমাকে আর কখনও ডেকো না
ঐ নামে; যে নাম অলঙ্কারে মোড়া সবুজ খামে
খোঁদায় করেছিলে নিরবধি। বিলাসী বাগানে
ক্যাকটাসের ফুলে এঁকেছিলে সুখের রঙ।

আমি চাই না আর কখনও দাঁড়িয়ে থাকো
পুরোনো সৈকতে; যেখানে ক্লেদাক্ত মনে ছায়া ফেলেছিল
একদা কেয়া বন। বাতাসে উড়িয়েছিলে ভঙ্গুর হৃদয়ে
পুরোনো বিবেক, আমি কিছু বলেছিলাম কিনা মনে নেই
তুমি আঁচলে ছেকে তুলেছিলে সমুদ্র জ্বালা;
আমি ভুলিনি- ভুলতে চাই না।

তুমি আর কখনও ওপথ মাড়িও না
যে পথের বুকে তোমার পায়ের চিহ্ন আঁকা আছে।
আমি ক্লান্ত হই- শ্রান্ত হই নিরবধি
অথচ ঐখানেই আমার চোখ পড়ে-
ধূলা নেই-বালু নেই, শুধু পুরোনো কথাই মনে পড়ে।

যদি পারো- কোন এক গহীন অন্ধকারে
তোমার পায়ের চিহ্নগুলো মুছে দিয়ে যেও
আমি চাইনা নতুন করে আবার শুরু হোক
জীবনের মানে।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

দৌঁড়

আশরাফ খান

আমি ধীতপুরের আব্দুর রাজ্জাক বলছি। ক্ষেত খামারে কাম করি। লেহাপড়া জানিনা। ভালো কইরা কইবার পারি না। শুদ্ধ অশুদ্ধ মিলামিশা কতা কই। আফনারা এল্লা কষ্ট কইরা বুইজা নিয়েন। একাত্তর সনের কতা। ইস! বোহের মধ্যি চিন চিন কইরা উঠল। খাড়ান। এক গ্লাস পানি খাইয়া নিই। গলাডো বড়ো শুকাইয়া যাইত্যাছে।
-এই কই কি, গ্যাদার মাও। আমাক একগ্লাস পানি দ্যাওছিন।
-এই ন্যাও।
-দ্যাও, আহ! গলাটা এল্লা ঠাণ্ডা অ'ল। আচ্ছা হোন, তুমি এক কাম করো। একটো জগ টান টান পুরা কইরা থুইয়া যাও। আমর যহন লাগে খামুনি।
আহন শুরু করি। তহন আমার বয়স আছিলো সতের নাঅয় আঠারো। মা আবার খালাস অয়ছে হবেমাত্র দুই দিন আগে। দ্যাশে শুরু অয়ছে যুদ্ধ। আমাগোরে বাড়ি শহরের কাছাকাছি। সবাই কইল- মিলিটারি আসপো, তাড়াতাড়ি বাড়ি থুইয়া পল্লীকে পলাও। পোয়াতি মাও গেলো মায়ের মামার বাড়ি রাজা খার চরে। আমি আর বা'জান বাড়িত-ই থাকলাম। মনে মনে কইলাম দুই একদিন পরে যামু। দেহি আগে কি অয়। পরের দিন। দুফুর বেলা। আব্বা চারডো ভাত আন্ধিছে। কেবলই খাইবার বছি। অবি হুনি যে মিলিটারি আসত্যাছে। কি আর করমু। ভাত থুইয়া বা'জান আর আমি দিলাম এক দৌঁড়। সবম্যালা কইলো গাঁয়ের উত্তর মুরা দিয়ে মিলিটারি ঢুকছে। না পাইরা আমি আর বা'জান দহিন দিহে দিলাম এক দৌঁড়। দহিনপাড়া তহন মস্ত বড় একটো বটগাছ আছিল। কেবলই বটগাছের কাছে গেছি। অবি দেহি যে একদল মিলিটারি দহিন মুরা দিয়াও আসত্যাছে। মিলিটারি দেইহা আমি আর বা'জান বটগাছের ওতে পলাইলাম। পলাইয়া থেইহা দেহি যে মিলিটারি ম্যালাগোলা লোক ধইরা আনছে। মিলিটারিরা আমাগোরেও দেইহা ফেলে। আমাগোরে কইল- এই খাড়া অ, এদিকে আয়। মিলিটারিরা যহন আমাগোরে ডাক দিলো তহন আমি আব্বাক কইলাম আমরা ধরা দিমু না। দিমু এক দৌঁড়। যা থাকে কপালে। এভাও মরমু ওভাও মরমু। দৌঁড় দিয়া পলবার চেষ্টা করমু। আব্বা আমার কথা হুনলো না। আব্বা মিলিটারিদের কাছে ধরা দিলো। আমি ধরা না দিয়া চোখ বন্ধ কইরা আল্লাহর নাম নিইয়া দিলাম এক দৌঁড়। দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে চইলা গেলাম মধ্যচরে। হেও পরায় তিন মাইল দূরে। দৌঁড়াইয়া যাইয়া উঠলাম এক গাছের উফর। পিছনে আর তাকাই নাই। পিছনে কি অয়ছে কিছুই কইবার পারমু না। গাছের উফর উইঠা দেহি আমার বোহের মধ্যে খালি ধরফর করত্যাছে। কি আর করমু, জানের ভয়ে গাছের মোটা একটো ডাল শক্ত কইরা জড়াইয়া ধইরা চুপ কইরা বইসা রইলাম। কান খাড়া কইরা রইলাম। এল্লাপর খালি গুলির শব্দ হুনলাম। গুলি! হে কি গুলি! বৃষ্টির নাহহান গুলি। আর দেহি যে আমাগোরে ধীতপুর গাঁয়ের উফর দিয়া খালি ধুয়া উড়ত্যাছে। গুলির শব্দ হুইনা বোহের মধ্যে ধুক ধুক কইরা উঠল। বা'জানের কতা মনে হইল। আত্মার মধ্যে কেবা জানি একটো থুতা দিল। মন কইলো বা'জান আর বাইচা নাই। হোন্ধার দিহে গুলির শব্দ থাইমা গেল। আমি গাছ থেইকা নেইমা আস্তে আস্তে আগাইয়া আসলাম।
আসার পর দেহি যে কাদের চাচার বারবাড়িতে শফি চাচাক পিঠমোড়া দিইয়া বান্ধা থুইয়া গুলি করছে মিলিটারিরা। শফি চাচা তহনো মরে নাই। শুধু মা মা করত্যাছে। আমি তাড়াতাড়ি কইরা আগাইয়া যাইয়া শফি চাচার আতের বান্ধন খুইলা দিলাম। তারপর শফি চাচা আমার কাছে পানি খাইবার চাইলো। কিন্তু পানি পামু কনে? হারাগ্রামে একটো মানুষও নাই। আমি আস্তে আস্তে সামনের দিকে আগাইলাম। এল্লাহানি সামনে আইসা দেহি যে একটো লোক বাগুন খ্যাতের মধ্যে পইড়া পানি পানি করত্যাছে। লোকটো আমি চিনি না। আমাগোরে গাঁয়ের কেউ না। লোকটোর মুহে গুলি লাগছিলো। মুহের কোন আকৃতি নাই। এইতা দেইহা আমি তো ভয় পাইয়া গেছিলাম। তারপর আস্তে আস্তে আরো সামনে দিহে আগাই। নদীর ঘাটে আইয়া দেহি এক সাথে ম্যালাগুলা লাশ পইড়া অয়ছে। তাও বিশটোর কম অ'বো না। তার মধ্যে আমার বা'জানের লাশও আছে। বা'জানের লাশ দেইহা আমার বুক ফাইটা কান্দন আসলো। দুই চোখ দিইয়া একলাই গড়গড় কইরা পানি বের অইলো। কি করমু কিছুই বুঝলাম না। বা'জানের লাশটো একলাই কানধে তুইলা নিলাম। এল্লাহানি যাওয়ার পর দেহি যে লাশ কানধে থেইকা ঝুইলা ঝুইলা পইড়া যায়। না পাইরা বা'জানের লাশ থুইয়া গেলাম রাজা খার চর। তহন মাগরিবের ওয়াক্ত। রাজা খার চরে আমাগোরে গাঁয়ের ম্যালা মানুষ পলাইছিলো। হিকিনে আমার মাও আছে মায়ের মামার বাড়িতে। মা খালাস হইছে মাত্র দুই দিন আগে। মা'কে গিয়ে জড়াইয়া ধইরা কইলাম- বা'জান আর নাই.....! এই কথা হুইনা মা অজ্ঞান অইয়া গেল। তারপর আমি রাতেই লোকজন নিইয়া রওনা অইলাম বা'জানের লাশ নেওয়ার জন্য। অর্ধেক রাস্তা কেবল আছি। আর দেহি যে সড়ক দিইয়া একটো মিলিটারির গাড়ি যাইত্যাছে। ওই তা দেইহা সবাই ভয়ে পলাইলো। আমিও পলাই ছিলাম। মিলিটারির গাড়ি চইলা যাওয়ার পর আঁড়ার মধ্যে থেইকা বাইর অইলাম। আমাগোরে সাথে আসা কিছু কিছু লোকজন মিলিটারি দেইহা ভয়ে ফিইরা গেল। আর কিছু দরদি লোক আইসলো আমার সাথে। পায়ে হাইটা হাইটা আমার যহন লাশের কাছে আসলাম, তহন পরায় রাত দশটা বাজে। আইসা দেহি যে লাশের চারমুরা শেয়াল কুত্তা ঘেউ ঘেউ করত্যাছে। কত কত লাশের হাত পাও শেয়াল কুত্তা খাইয়া ফেলছে। কেবলই লাশের কাছে আছি আর তহন তহন ঝুম ঝুম কইরা বৃষ্টি নামল। কি আর করমু দৌঁড় দিয়া তফিজ চাচার ছাপড়ার মধ্যে উঠলাম। এর মধ্যে বা'জানের মৃত্যুর খবর হুইনা আলোকদিয়া থেইকা আমার বড় বোন চইল্যা আইছে বা'জানের লাশ দেহার লাইগা। বাবার লাশ দেইহা বোন আমার অজ্ঞান হইয়া পইড়া যায়। বৃষ্টি যহন আসলো তহন সবাই ধরাধরি কইরা বোনকে অজ্ঞান অবস্থায় নিইয়া গেলাম তফিজ চাচার ঝাপড়ার মধ্যে। তারপর ধীরে ধীরে বোনের জ্ঞান ফিরল। ধীরে ধীরে বৃষ্টি থেইমা গেল। আমরা আবার গেলাম বা'জানের লাশের কাছে। কেবল-ই সবাই ধরাধরি কইরা জলচৌকিতে বাবার লাশ উঠাছি। অবি আবার হাজীবাড়ির দিকে গুলির শব্দ হুনবার পাইলাম। সবাই কইলো মিলিটারি আসত্যাছে। কেউ কেউ আবারো কইলো হাজিবাড়ি ডাকাত পড়ছে। কি আর করমু জানের ভয়ে বাবার লাশ থুইয়া দিলাম আবার দৌঁড়। দৌঁড়াতা দৌঁড়াতে চইলা গেলাম রাজা খার চর। তাও কমচে কম সাত মাইলের পথ। রাজা খার চরে যাইয়া দেহি মা যে বাড়িতে পলাইছে, হেই বাড়ির লোকজন সব মাকে একলা থুইলা আরেক গ্রামে পলাইছে। কারা জানি কইছে এ গায়েও মিলিটারি আসপার পারে। তাই মিলিটারির ভয়ে সবাই বাড়ির থুইয়া পলায়ছে। দুই দিনের ছোট ছওয়াল নিইয়া পোয়াতি মাও আমার একলা এক শুইয়া অয়ছে। আমি আর কোথাও গেলাম না। মায়ের কাছেই শুইলাম। মনে মনে কইলাম- যা অয় অয়বো। মরলি মায়ের কোলেই মরমু। মাও ব্যাটা একহাতেই মরমু।
তারপর কোনমতে রাতটো পাড়ি অয়লে বিয়ানব্যালা লোকজন নিইয়া চইলা আইলাম বাবার লাশের কাছে। আইসা ফাঁকে থেইকা দেহি লাশের কাছে দুইজন লোক ঘুরত্যাছে। আমরা মনে করলাম হয়তো রাজাকারেরা ঘোরেফেরা করত্যাছে। এই কতা মনে কইরা আমরা আঁড়ার মধ্যে পলাইলাম। এল্লাহানি পরে দেহি লোক দুইটা আর নাই। তহন ধীরে ধীরে লাশের কাছে আসলাম। আইসা দেহি অনেকগুলা লাশ শিয়াল কুকুরে খাইয়া ফেলছে। তয় আমার বা'জানের লাশ ভালো আছে। এ্যর মধ্যে দেহি যে হেই লোক দুইডো এল্লাহানি দুরে একটো গাছা থেইকা নাইমা আসত্যাছে। ভাল কইরা চাইয়া দেহি লোক দুইটো একটো আমার বনজামাই আর একটো তার ভাই আমাগোরে বিয়াই। তারপর বনজামাই আমাগোরে কাছে আইসা কইল- আফনারা আমাগোরে দেইহা ভয়ে পলায়ছিলেন। আমরা বুঝবার পারছিলাম। তাই আমরা গাছে চইরা পলাইছিলাম। তারপর আপনারা আসার পর গাছ থেইকা নাইমা আইসলাম। তয় লোকজন বলাবলি করত্যাছে মিলিটারিরা আবার আসপার পারে। তাড়াতাড়ি চলেন লাশটা নিইয়া যাই। একজন কইল, এই দুর্যোগের সময় লাশ নিইয়া কনে যাইবা, তারচেয়ে ইহিনেও মাটি দ্যাও। আমিও মনে মনে কইলাম, কতা মন্দ না। তো মাটি দিমু কাপড় পামু কনে। আমার ছ্যাত কইরা মনে অইল বাড়িত দাদীর একটো পুরান সাদা কাপড় আছে। তাড়াতাড়ি বাড়িত আইসা দাদির পুরান সাদা কাপাড়টো নিইয়া গেলাম। তারপর মাটি খুইড়া দাদির পুরান কাপড় দিইয়া জড়াইয়া কেবলই বা'জানের লাশটো গর্তের মধ্যে থুইছি। ঠিক সেই সময় টাস টাস করে বেজে উঠল গুলির শব্দ। সবাই কইল মিলিটারি আসত্যাছে। বাবার কবরে কোনমনে তিন চোল মাটি দিইয়া দিলাম এক দৌঁড়। দৌঁড়। সে কি দৌঁড়। দৌঁড়ের পর দৌঁড়।
দৌঁড়াইতে দৌঁড়াইতে কেটে গেল পঞ্চাশ বছর।
-ইস! গলাটা বড় শুকাইয়া গ্যাছে। এই কয় কি গ্যাদার মাও। এক গ্লাস পানি দাও।
-কেবলই তো জগ পুরা কইরা দিয়া এলাম।
-ফুইরা গ্যাছে। বড় বেশি দৌঁড়াইছি। বড় বেশি পিপাসা পাইছে।

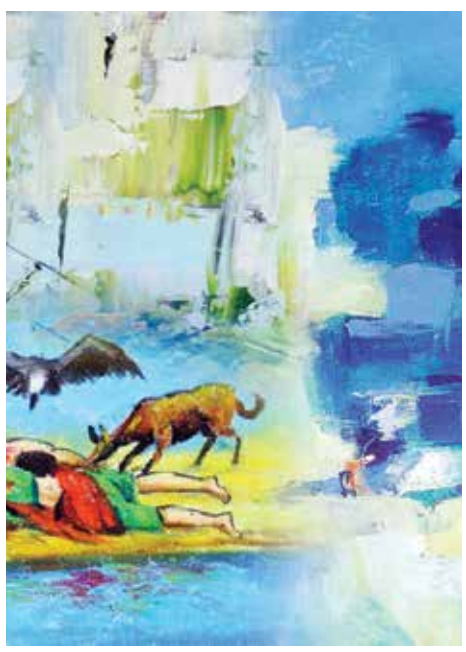

Sakura Motors

Japanese Car Specialist
Dealer No MD070551

114 Parramatta Road, Granville, NSW 2142

OPEN 7 DAYS
DIN
Manager

ABN: 57 619 865 520
din32177@gmail.com
sakuramotors.com.au
(02) 8810 8122
0406 792 040

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

আস্‌সালামু আলাইকুম

সম্মানিত অভিবাবকগন!
আপনি কি আপনার সন্তানকে কুরআন শিখাতে আগ্রহী!!

আলহুদা অনলাইন কুরআন শিক্ষা একাডেমি

এখানে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের দ্বারা অত্যন্ত যত্নসহকারে বিশুদ্ধরুপে কুরআন শিক্ষা দেওয়া হয়।
মেয়েদের জন্য মহিলা হাফেজা ও পুরুষদের জন্য রয়েছে পুরুষ হাফেজ শিক্ষক।

পরিচালনায়

হাফেজ মাওলানা মোঃ ইমাম হোসাইন ইকবাল
ইমাম, ডেসটিনি জায়া সুরাউ, ব্রুনাই।
+6738195977, +6737415977

TAX I SMSF I BUSINESS ADVISORY I BUSINESS ACCOUNTING

ONE STOP SOLUTION FOR YOUR BUSINESS

LOOKING TO SET UP AN SMSF?

Call 02 8041 7359

GROW WITH US

- TAX AND GST
- SELF MANAGED SUPER FUND
- BUSINESS ACCOUNTING
- BUSINESS ADVISORY
- NEW BUSINESS DET UP
  ALL TYPES OF STATUTORY AND NON-STATUTORY REPORTING

GET
High Quality professional services with a competitive price!

Kinetic Partners
Chartered Accountants
132 Haldon Street Lakemba, NSW 2195
E: info@kineticpartners.com.au, www.kineticpartners.com.au

DARWICH BUTCHERY

দারউইচ কোয়ালিটি মিটস

Darwich Quality Meats

We are specalized In Akika, Sadaqa Qurbani

Our Chicken, Lamb, Goat, Beef all hand Slaughtered.

রেষ্টুরেন্ট ও ক্যাটারিং এর জন্য স্পেসাল প্রাইজ

DARWICH BUTCHERY
حلال
تتقدم ملحمة درويش من أبناء الجالية
العربية والإسلامية خاصة بأحر التهاني
بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
أعاده الله عليكم باليمن والبركات

Custer parking available at rear via Gillies Lane.
We cater for all occasions.
We specialise in Akika, Sadaqa and Qurbani.
Free local delivery for all orders over $60.00

Suprovat Sydney Copy Right Protected

Phone Number: 9759 2603

New time table for our Business:
Monday to Saturday 07:00 AM-09:00 PM
Sunday 07:00-05:00 PM

حلال HALAL Certified

শীঘ্রই যোগাযোগ করুন ঃ

Mohamed: 0414 687 786, A.C.N: 251 22 168 996 Tel: 02 9759 2603

Address: 77 Haldon St, (Opposite Commonwealth Bank) Lakemba, NSW 2195

- 2 KG Beef Curry $16.99
- 2 KG Goat Curry $23.99
- 5 KG Breast Nugget $49.99
- 5 KG Breast Fillet $ 44.99
- 2 KG Lamb Curry $22.99
- 2 KG Diced Lamb &44.99
- 5 KG Breast Burge $49.99
- 2 Kg Lamb Chops $29.99

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, March-2021
Year-13
30

মহান মুক্তিযুদ্ধ, প্রত্যাশা এবং ফারাক

শাহীন চৌধুরী ডলি

মহান মুক্তিযুদ্ধ বীর বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যায়। অহংকার ও গৌরবের মাস ডিসেম্বর। বীরত্ব এবং অসামান্য আত্মত্যাগে অর্জিত বিজয়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িয়ে আছে রক্ত, জীবন, অশ্রু, আব্রু, সম্মান আর বেদনার ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মধ্যে ছিলো বাঙালির সামগ্রিক শোষণমুক্তি। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে সূচিত হয় বাঙালি জীবনের নবধারা। রক্তের দামে কেনা স্বাধীনতায় জাতি হিসেবে আমাদের প্রত্যাশাও ছিল অনেক বেশি। শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, নয়মাসের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মধ্যে ছিলো সামগ্রিক শোষণ মুক্তি। সেই মুক্তির আশা অনেকাংশেই দুরাশায় পরিণত হয়েছে।

বিজয়ের ৪৯ বছর পেরিয়েও প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মাঝে অনেক ফারাক। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম স্তম্ভ গণতন্ত্র ভেঙ্গে পড়েছে। মুক্তচিন্তা চেতনায় সমৃদ্ধ অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতাসহ মানবাধিকারসমূহ নিশ্চিত হয়নি। বাঙালির নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি আজ অপসংস্কৃতির করাল গ্রাসে রাহুগ্রস্ত। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অর্জন আজো সম্ভব হয়নি। আমরা মুক্ত স্বাধীন স্বদেশভূমি পেলেও রোহিঙ্গা সমস্যা, বিহারি সমস্যা, ভারতের সাথে সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশী সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু, জোরপূর্বক পুশইন, তিস্তা নদীর পানির হিস্যা মনে অনেক প্রশ্নের জন্ম দেয়। যে স্বপ্ন এবং আকাঙ্খাকে সামনে রাখে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল সেই স্বপ্ন নানা কারণে বিগত ৪৯ বছরেও সাফল্যের লক্ষ্যমাত্রা স্পর্শ করতে পারেনি।

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে অত্যন্ত হতাশায় বলতে হচ্ছে, সমাজের সঠিক রূপান্তর ঘটেনি। সংস্কার ও চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়নি। উদ্বেগের নানা কারণ বর্তমান। এর জন্য দায়ী আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, দলীয় রাজনীতি এবং রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি। আমাদের বুদ্ধিজীবীরা, শিক্ষক, সাহিত্যিক, শিল্পী সকলের এতে দায় আছে। তাদের সঠিক কার্যকারিতার অভাবই মূলত দায়ী। শান্তির ধর্ম ইসলামের অপব্যাখ্যা, ধর্মের উগ্রপন্থী ব্যাখ্যার প্রভাব সমাজে অস্থিতিশীলতা তৈরি করছে। সুবিধাভোগী শ্রেণির দাপট সামন্তবাদ পোক্ত করেছে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও তথ্য বিকৃতির প্রচেষ্টাও সমানভাবে চালানো হয়। অর্থনৈতিক বৈষম্য, যুব সমাজের মধ্যে সৃষ্ট হতাশা, বেকারত্ব, জনসংখ্যা স্ফীতি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, ঘুষ, দুর্নীতি ইত্যাদি নানাবিধ অবক্ষয় স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিপন্ন করেছে। সমাজে সমাজ-বিরোধী ব্যক্তির যতটা সম্মান, প্রতিপত্তি সেখানে একজন জ্ঞানী ও সৎ মানুষের মূল্য তুচ্ছ। সততা আজ লাঞ্ছিত ও অসহায়।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত না থাকায় অপরাধীরা রাজনৈতিক বিবেচনায় অনায়াসে পার পেয়ে যাচ্ছে। ভোটাধিকার একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক অধিকার, সেই ভোটাধিকার খর্বিত। স্বাধীন দেশের নারীরা আজো অবহেলিত। নারী-পুরুষের কাঙ্খিত সমঅধিকার নিশ্চিত হয়নি। বিভিন্ন সেক্টরের দুর্নীতি, নারী নির্যাতন, শিশু নির্যাতন, খুন, রাহাজানি নিত্যকার ঘটনা। বেশিরভাগ প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের পরিবার মানবেতর জীবনযাপন করছেন। ভূয়া মুক্তিযুদ্ধের সনদধারীরা নানা সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে। গণমাধ্যমের পর্যাপ্ত স্বাধীনতা নেই।

জাতি হিসেবে বাঙালির মানসিক দুর্বলতা কাটছে না। স্বাধীনতার সুফল সকল নাগরিকদের জন্য সত্য হয়ে উঠেনি। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি এখনো টেকসই নয়। ব্যাংক ব্যবস্থা দুর্নীতিগ্রস্ত, দুর্বল। কৃষিতে বাংলাদেশ উন্নতি করলেও কৃষকের জীবনমানের উন্নয়ন হয়নি। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার বড় খাত প্রবাসী শ্রমিকদের আয় থেকে পাওয়া রেমিট্যান্স। প্রবাসী শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধার দিকে যথাযথ দায়িত্ব পালন করা হচ্ছে না। আরেকটি খাত পোশাক শিল্প। গার্মেন্টস কর্মীদের সাধারণ জীবনমানের উন্নতি হয়নি। তাদের চাকরির নিশ্চয়তা নেই। পোশাক রপ্তানি এবং অভিবাসী শ্রমিক রেমিট্যান্সের দুটো খাতই পরনির্ভর। যেকোন সময় এর ভালো-মন্দের হেরফের ঘটতে পারে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের পাশাপাশি বৃহৎ শিল্পও হুমকির মুখে। ঋণ খেলাপির সংস্কৃতির সাথে অবাধ সম্পদ ও কালো টাকা অর্জনের প্রতিযোগিতা বেড়েছে।

সমাজের সর্বস্তরে মুক্তিযুদ্ধের মহান চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে দেশের প্রতিটি মানুষের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের মহৎ লক্ষ্যসমূহ জাগ্রত করতে হবে। বিজয় সেদিনই সফল হবে যেদিন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সবাইকে নিয়ে দেশ এগিয়ে যাবে। দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে যথাযথ মর্যাদা দিতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের মূল দর্শন, অসাম্প্রদায়িক চেতনা এবং অর্থনৈতিক সাম্যের দেশ গড়তে হবে। সমাজের পদে পদে যেসব প্রতিবন্ধকতা আছে সেগুলো কাটিয়ে অগ্রসর হতে হবে। অবস্থা উত্তরণে মধ্যস্বত্ব ভোগীদের হাত থেকে গ্রামীণ অর্থনীতিকে রক্ষা, নারী পুরুষের মজুরী বৈষম্য নিরসন করা, আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে রপ্তানি বাড়ানো, দেশজ শিল্পকে সমৃদ্ধ করা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরদার করা, সম্পদের অসম বন্টন রোধ করার উদ্যোগ নেয়া জরুরি। ব্যাংকিং খাতের জালিয়াতি রোধ করে শৃঙখলা ফিরিয়ে আনতে হবে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রের প্রসার ঘটিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা। মানবসম্পদ পরিকল্পনা করে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে হবে। পরিবেশ দুষণ রোধে সচেতনতার সাথে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

দেশকে বিশ্বের বুকে সমৃদ্ধির শিখরে নিয়ে যেতে অক্লান্তভাবে কাজ করা জরুরি। দেশ গঠনে তরুণদের ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে হবে। তরুণদের সুন্দর ভাবনার প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দিলে আগামীর প্রজন্ম নিজেদের উন্নত করতে পারবে। করোনার আঘাতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতন আমরাও আক্রান্ত। আমাদের সকলকে সচেতন থেকে নিজের, সমাজের তথা দেশের উন্নতিতে ভূমিকা রাখা সম্ভব। প্রত্যাশা করি, সোনার বাংলাকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে দেশের প্রতিটি মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করবে এবং বিশ্বের দরবারে স্বাধীন বাংলাদেশ অনন্য উচ্চতায় পৌঁছুবে।

AUSTRALIA 24 NEWS

Australia 24 News, is a world-wide circulated online television channel, where you can boost up your innovation, community events, your business and personal interview to make your Australian political platform stronger in the Australian community. We are helping you to produce documentary video news, promo video news, and voice over for your personal events and it's a great opportunity to highlight your positive activities through this media.
Feel free to contact with us to get involve with AUSTRALIA 24 NEWS.
Email: editor@australia24news.com.au

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

Need Tax Return?

Accounting & Tax should not be so difficult, visit us and see how we can make the difference...

TAX TIME AHEAD

QUALITY SERVICE ASSURED
AT LOWEST PRICE

FREE TAX RETURN ASSESSMENT

Taxation Solutions Partnership / Individuals / Company / Trust / Superfund
Business development and management **Bookkeeping** & Many more

CHARTERED ACCOUNTANTS
AUSTRALIA + NEW ZEALAND

bfsPARTNERS
SIMPLIFYING ACCOUNTING

OUR PARTNERS

Zaber Ahamed
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Registered SMSF Auditor
Justice of Peace in NSW

Tanvir Hasan
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Justice of Peace in NSW

Find us on Facebook

Level 5, 189 Kent Street Sydney 2000

www.bfspartners.com.au

সুপ্রভাত সিডনি™
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Suprovat Sydney
Suprovat Sydney, March-2021, Volume-3, No-13 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com.au

AUS BEST
MECHANICAL & TYRE SERVICES
0404 365 172

স্থান পরিবর্তন
Relocated

Bashit: 0404 365 172

- BATTERIES
- BRAKES
- CLUTCHES
- FULL ENGINE SERVICES
- PINK SLIPS
- RADIATORS
- TYRES
- ROTATE & BALANCE TYRES
- WHEEL ALIGNMENT

Contact: 0404 365 172

442 Punchbowl Rd, Belmore (Inside Metro Patrol Station)

Suprovat Sydney Copy Right Protected

MAHMUD DISTRIBUTORS
ALI SYDNEY INTL PTY LTD EST 2020

MAHMUD DISTRIBUTORS
Unit 4, 2 Heald Road, Ingleburn New South Wales 2565 ফোন: (02) 8750 4588, সময়: সকাল ১০টা -রাত ৮টা

বাংলাদেশী মালিকানায় বৃহৎ ওয়ার হাউস

রকমারি পাইকারি গ্রোসারিজের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

Suprovat Sydney Copy Right Protected